কাওয়াইদুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ

قَوَاعِدُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ

দাখিল

ষষ্ঠ শ্রেণি

اَلصَّفُّ السَّادِسِ لِلدَّاخِلِ



বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

قرر مجلس التعليم لمدارس بنغلاديش تدريس هذا الكتاب للصف السادس من الداخل من عام٢٠١٤م
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

قَوَاعِدُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ

لِلصَّفِّ السَّادِسِ مِنَ الدَّاخِلِ

কাওয়াইদুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ

দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণি

রচনায়
মাওলানা মোঃ আবদুর রহমান
মাওলানা মোঃ রেজাউল হক
মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিছ
মাওলানা মোঃ মঈনুল ইসলাম

সম্পাদনায়
ড. মোঃ হুসাইন মাহমুদ ফারুক

مَجْلِسُ التَّعْلِيْمِ لِمَدَارِس بَنْغَلَادِيْش ، دَاكَا
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৩
পরিমার্জিত সংস্করণ : জুলাই, ২০১৭

ডিজাইন
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ নৈতিকতা-সম্পন্ন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আকিদা ও বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ় আস্থা রেখে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশিত পন্থায় জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী করে সুনাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা মাদরাসা শিক্ষার লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাদরাসা শিক্ষা-ধারার শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ-ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর ইসলামি মূল্যবোধ থেকে শুরু করে দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীর সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাদরাসা শিক্ষা ধারার ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্বঅভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কুরআন ও হাদিসের মর্ম অনুধাবন করার জন্য আরবি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। আর এ ভাষা আয়ত্ব করার জন্য উহার কাওয়াইদ (ব্যাকরণ) জানা আবশ্যক। এ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে **'কাওয়াইদুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ'** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সম্প্রতি যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটিকে ত্রুটিমুক্ত করা হয়েছে- যার প্রতিফলন বইটির বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। এতদসত্ত্বেও কোনো প্রকার ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যারা নিজেদের মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। যাদের জন্য পুস্তকটি রচিত হলো তারা যদি উপকৃত হয় তবেই আমাদের প্রচেষ্টা স্বার্থক হবে।

প্রফেসর এ. কে. এম. ছায়েফ উল্যা
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

فِهْرَسُ الْمَوْضُوعَاتِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْـمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْوَحْدَةُ الْأُوْلٰى : প্রথম ইউনিট

قِسْمُ عِلْمِ الصَّرْفِ

ইলমে সারফ অংশ

اَلدَّرْسُ الْأَوَّلُ : প্রথম পাঠ

تَعْرِيْفُ عِلْمِ الصَّرْفِ

ইলমে সারফের পরিচয়

عِلْمٌ অর্থ- জ্ঞান, শাস্ত্র বা জানা। আর اَلصَّرْفُ অর্থ- পরিবর্তন করা ও রূপান্তর করা। সুতরাং عِلْمُ الصَّرْفِ অর্থ রূপান্তর সম্পর্কিত জ্ঞান। পরিভাষায় عِلْمُ الصَّرْفِ হলো-

هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ تَحْوِيْلِ الْكَلِمَاتِ إِلٰى صُوَرٍ مُخْتَلِفَةٍ بِحَسْبِ الْمَعْنَى الْمَقْصُوْدِ .

অর্থাৎ, عِلْمُ الصَّرْفِ এমন একটি শাস্ত্র যার মাধ্যমে উদ্দিষ্ট অর্থ মোতাবেক শব্দকে বিভিন্ন রূপ ও আকৃতিতে পরিবর্তন করা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

যেমন- اَلنَّصْرُ মাসদার থেকে نَصَرَ ; তার থেকে يَنْصُرُ এবং

يَنْصُرُ থেকে أُنْصُرْ - لَا تَنْصُرْ - نَاصِرٌ - مَنْصُوْرٌ শব্দসমূহ গঠিত হয়েছে।

عِلْمُ الصَّرْفِ-এর আলোচ্য বিষয় হলো-

اَلْكَلِمَاتُ الْعَرَبِيَّةُ الْمُتَصَرِّفَةُ

অর্থাৎ, সকল রূপান্তরশীল শব্দ বা পদ।

রূপান্তরশীল শব্দ বা পদ বলতে اَلْفِعْلُ الْمُتَصَرِّفُ তথা রূপান্তরশীল ক্রিয়া ও اَلْاِسْمُ الْمُتَمَكِّنُ তথা إِعْرَاب গ্রহণকারী বিশেষ্য উদ্দেশ্য।

عِلْمُ الصَّرْفِ-এর উদ্দেশ্য হলো-

বিশুদ্ধভাবে আরবি শব্দ গঠন করতে, নির্ভুলভাবে পড়তে এবং শুদ্ধভাবে লিখতে পারা।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১. عِلْمُ الصَّرْفِ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২. عِلْمُ الصَّرْفِ-এর উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয় বর্ণনা কর।

২০১৮

اَلدَّرْسُ الثَّانِـيْ : দ্বিতীয় পাঠ

اَلْكَلِمَةُ وَ أَقْسَامُهَا

কালেমা ও উহার প্রকারসমূহ

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

(ক)

مُعَاذٌ طَالِبٌ (মুয়ায একজন ছাত্র)।

اَلْفَرَسُ جَمِيْلٌ (ঘোড়াটি সুন্দর)।

(খ)

ذَهَبَ سَمِيْرٌ إِلٰي الْمَدْرَسَةِ (সামীর মাদরাসায় গেল)।

يَكْتُبُ خَالِدٌ رِسَالَةً (খালেদ একটি চিঠি লিখছে/লিখবে)।

(গ)

اَلْقَلَمُ عَلٰي الطَّاوِلَةِ (কলমটি টেবিলের উপর)।

شَوْقِي نَائِمٌ عَلٰي الْفِرَاشِ (শওকী বিছানায় ঘুমিয়ে আছে)।

উপরের উদাহরণগুলোতে তুমি দেখতে পাবে যে, বাক্যস্থিত নিচে দাগ দেয়া “ক” গুচ্ছের শব্দগুলো নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে এবং এর অর্থের মাঝে কোনো কাল পাওয়া যায় না।

“খ” গুচ্ছের শব্দগুলো নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে এবং এর অর্থের মাঝে তিনকাল তথা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের মধ্য হতে কোনো একটি কাল পাওয়া যায়।

আর “গ” গুচ্ছের শব্দ اِسْمُ বা فِعْلُ -এর সাথে মিলিত না হয়ে নিজের পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না।

اَلْقَوَاعِدُ

اَلْكَلِمَةُ-এর পরিচয় : যেকোনো অর্থবোধক শব্দকে اَلْكَلِمَةُ বলে।

যথা- زَيْدٌ (যায়েদ), كِتَابٌ (বই), يَذْهَبُ (সে যাচ্ছে/যাবে) ও مِنْ (হতে)।

اَلْكَلِمَةُ-এর প্রকার : اَلْكَلِمَةُ তিন প্রকার। যথা–

১. اَلْاِسْمُ : যথা – خَالِدٌ (খালিদ), قَلَمٌ (কলম) سَمَاءٌ (আকাশ) دَاكَا (ঢাকা) ইত্যাদি।

২. اَلْفِعْلُ : যথা– قَرَأَ (সে পড়ল), يَقْرَأُ (সে পড়ছে/পড়বে), اِقْرَأْ (তুমি পড়) ও لَا تَقْرَأْ (তুমি পড়ো না) ইত্যাদি।

৩. اَلْحَرْفُ : যথা– فِيْ (মধ্যে), عَلٰى (উপরে), إِلٰى (পর্যন্ত) ও مِنْ (হতে) ইত্যাদি।

১. **اَلْاِسْمُ-এর পরিচয় :** اَلْاِسْمُ এমন শব্দকে বলে, যা নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে এবং এর অর্থ কোনো কালের সাথে সম্পর্ক রাখে না।

যেমন- بِلَالٌ; কোনো এক ব্যক্তির নাম, যার মাঝে কোনো কালের অর্থ পাওয়া যায় না।

২. **اَلْفِعْلُ-এর পরিচয় :** اَلْفِعْلُ এমন শব্দকে বলে, যা নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে এবং এর অর্থের মাঝে তিন কালের কোনো কাল পওয়া যায়।

যেমন- دَخَلَ (সে প্রবেশ করল) نَصَرَ (সে সাহায্য করল), طَلَبَ (সে তালাশ করল), يَقْبِلُ (সে অগ্রসর হল) ইত্যাদি। শব্দগুলো নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করেছে এবং এর অর্থের মাঝে কাল পাওয়া যায়।

৩. **اَلْحَرْفُ-এর পরিচয় :** اَلْحَرْفُ এমন শব্দকে বলে, যে শব্দ অন্য শব্দ তথা اِسْمُ ও فِعْلُ - এর সাথে মিলিত না হয়ে নিজের পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না।

যেমন- مِنْ (হতে) اِلٰى (পর্যন্ত) فِي (মধ্যে)। শব্দগুলো اِسْم ও فِعْل এর সাথে মিলিত হয়ে নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে। যেমন-

ذَهَبَ الطَّالِبُ اِلَى الْمَدْرَسَةِ (ছাত্রটি মাদরাসায় গেল)। এখানে اِلٰى হরফটি ذَهَبَ ফেল এবং اَلطَّالِبُ ও اَلْمَدْرَسَةُ ইসমদ্বয়ের সাহায্যে নিজের পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করেছে।

মূলকথা : অর্থবোধক যেকোনো শব্দকে اَلْكَلِمَةُ বলে। اَلْكَلِمَةُ তিন প্রকার। যথা–
১. اَلْاِسْمُ (বিশেষ্য) ; ২. اَلْفِعْلُ (ক্রিয়া) ও ৩. اَلْحَرْفُ (অব্যয়)।

উল্লেখ্য, বাংলা ব্যাকরণের বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনাম আরবি اِسْم -এর অন্তর্ভুক্ত।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। اَلْكَلِمَةُ অর্থ কী? উদাহরণসহ اَلْكَلِمَةُ -এর পরিচয় উল্লেখ কর।

২। اَلْكَلِمَةُ কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণসহ বর্ণনা দাও।

৩। اَلْاِسْمُ এর পরিচয় উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৪। উদাহরণসহ اَلْفِعْلُ-এর পরিচয় দাও।

৫। নিচের ইবারত থেকে اِسْمٌ ; فِعْلٌ ও حَرْفٌ বের কর :

كَانَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِيْ بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا- فِي الْبَيْتِ وَقْتَ الظَّهِيْرَةِ، وَكَانَتْ مَعَهَا أُخْتُهَا عَائِشَةُ – رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا. فَنَظَرَتْ فِيْ دَهْشَةٍ بِأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُقْبِلُ وَوَالِدُهَا أَبُوْ بَكْرٍ– رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ – يُسْرِعُ إِلَيْهِ فَيَلْقَاهُ بِاهْتِمَامٍ، وَيَجْلِسُ مَعَهُ وَيَنْتَظِرُ مَا يَأْمُرُ بِه. وَيَنْظُرُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَيَقُوْلُ لَهُ اَخْرِجْهُمَا مِنْ عِنْدِكَ. فَيُجِيْبُ إِنَّمَا هُمَا إِبْنَتَايَ.

اَلدَّرْسُ الثَّالِثُ : তৃতীয় পাঠ

تَعْرِيْفُ الزَّمَانِ وَأَقْسَامُهُ

যামানের পরিচয় ও উহার প্রকারসমূহ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (ﷺ). (হযরত ওমর বিন খাত্তাব (ﷺ) ইসলাম গ্রহণ করলেন)।

يَنْصُرُ الْغَنِيُّ الْفَقِيْرَ. (ধনী গরিবকে সাহায্য করছে)।

يُدْخِلُ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْجَنَّةَ. (আল্লাহ মুমিনদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন)।

উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ্য কর। প্রথম বাক্যে দাগ দেয়া أَسْلَمَ শব্দটি اَلْمَاضِي তথা অতীত কালের সাথে সম্পর্কিত। দ্বিতীয় বাক্যে يَنْصُرُ শব্দটি اَلْحَال তথা বর্তমান কালের সাথে সম্পর্কিত এবং তৃতীয় বাক্যে يُدْخِلُ শব্দটি اَلْمُسْتَقْبِلْ তথা ভবিষ্যৎ কালের সাথে সম্পর্কিত।

اَلْقَوَاعِدُ

زَمَانْ-এর পরিচয় : فعل বা ক্রিয়া সম্পাদনের সময়কে زَمَانْ বলে। যেমন-شَرِبْتُ (আমি পান করেছি), أَشْرَبُ (আমি পান করছি/করব)।

زَمَانْ-এর প্রকার : زَمَانْ তথা কাল তিন প্রকার। যথা–

১. اَلْمَاضِيْ বা অতীত কাল

২. اَلْحَالْ বা বর্তমান কাল ও

৩. اَلْمُسْتَقْبِلْ বা ভবিষ্যৎ কাল।

১. اَلْمَاضِي : যে কাল গত হয়ে গেছে, তাকে اَلْمَاضِي বা অতীত কাল বলে।

যেমন- شَرِبَ (সে পান করল); نَصَرَ (সে সাহায্য করল)।

২. اَلْـحَالْ : যে কাল বর্তমানে অতিবাহিত হচ্ছে, তাকে اَلْـحَالْ বা বর্তমান কাল বলে।

যেমন– يَشْرَبُ (সে পান করছে); يَدْخُلُ (সে প্রবেশ করছে)।

৩. اَلْمُسْتَقْبِلْ : যে কাল পরবর্তীতে আসবে, তাকে اَلْمُسْتَقْبِلْ বা ভবিষ্যৎ কাল বলে।

যেমন– يَشْرَبُ (সে পান করবে); يَدْرُسُ (সে পড়বে)।

প্রকাশ থাকে যে, আরবি ভাষায় حَالْ ও مُسْتَقْبِلْ উভয় কালের জন্যে একই ধরনের সীগাহ ব্যবহৃত হয়।

মূলকথা :

فِعْل সংঘটিত হওয়ার সময়কে زَمَان বলে। زَمَانْ তিন প্রকার। যথা-

১. اَلْمَاضِي (অতীত কাল) ২. اَلْحَالْ (বর্তমান কাল) ও ৩. اَلْمُسْتَقْبِلْ (ভবিষ্যৎ কাল)।

উল্লেখ্য, আরবি তিন প্রকার শব্দের মধ্যে কেবল فِعْل এর মাঝে زَمَان পাওয়া যায়।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। زمان কাকে বলে? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

২। زمان কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৩। নিচের فِعْل গুলোর زمان নির্ণয় কর :

نَصَرَ ، جَلَسَتْ ، جَلَسْتُمْ ، فَعَلْتَ ، خَتَمَ ، رَأَيْتِ ، يَشْرَبُ ، تَضْرِبُ ، كَتَبْتُمَا ، تَشْرِبُوْنَ ، نِمْتُ، يَكْتُبَانِ ، يَقْرَأُ ، تَذْهَبُ ، قَعَدْنَ .

اَلدَّرْسُ الرَّابِعُ : চতুর্থ পাঠ

اَلْفِعْلُ وَأَقْسَامُهُ

ফে‘ল ও উহার প্রকারসমূহ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْ بِهِمْ . (আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহরাঙ্কিত করেছেন)।

وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ . (আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রিযিক দান করেন)।

أَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ . (তোমরা সালাত কায়েম কর)।

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ . (তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না)।

উপরের উদাহরণগুলোতে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে, নিচে দাগ দেয়া প্রতিটি শব্দই اَلْفِعْلُ বা ক্রিয়া। প্রথম فِعْل টি অতীত কালের অর্থ প্রদান করে। দ্বিতীয় فِعْل টি বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কালের অর্থ প্রদান করে। তৃতীয় فِعْل টি দ্বারা কোনো কিছু করার আদেশ বা অনুরোধ বুঝায়। চতুর্থ فِعْل টি দ্বারা কোনো কিছু করা থেকে নিষেধ বোঝায়।

اَلْقَوَاعِدُ

اَلْفِعْلُ-এর পরিচয় : যে শব্দ দ্বারা কেনো কাজ করা বা হওয়া বুঝায় এবং যার অর্থের মাঝে তিন কালের কোনো এক কাল পাওয়া যায়, তাকে اَلْفِعْلُ বা ক্রিয়া বলে।

اَلْفِعْلُ-এর প্রকার :

ক. صِيْغَةٌ-এর ভিন্নতার বিবেচনায় اَلْفِعْلُ চার প্রকার। যথা–

১। اَلْفِعْلُ الْمَاضِيْ : যে فِعْل দ্বারা অতীত কালে কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمَاضِيْ বা অতীতকালীন ক্রিয়া বলে।

যেমন- سَمِعَ نُعْمَانُ كَلَامَ شَكِيْلٍ (নোমান শাকিলের কথা শুনল/শুনেছে)।

২। اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعِ : যে فِعْل দ্বারা বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কালে কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع বা ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়া বলে।

যেমন– يُنْشِدُ عُبَيْدٌ نَشِيْدَةً إِسْلَامِيَّةً (উবাইদ ইসলামি সংগীত গাচ্ছে/গাইবে)।

৩। فِعْلُ الْأَمْرِ : যে فِعْل দ্বারা কোনো কাজ করার আদেশ বা অনুরোধ করা বোঝায়, তাকে فِعْلُ الْأَمْرِ বা আদেশসূচক ক্রিয়া বলে।

যেমন- أُشْكُرِ الْمُحْسِنَ يَا شَهِيْدُ! (শহীদ! উপকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর)।

৪। فِعْلُ النَّهْيِ : যে فِعْل দ্বারা কোনো কিছু করা থেকে নিষেধ করা বোঝায়, তাকে فِعْلُ النَّهْيِ বা নিষেধসূচক ক্রিয়া বলে।

যেমন- لَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ (তোমরা জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি কর না)।

اَلْفِعْلُ الْمَعْرُوْفُ وَالْمَجْهُوْلُ

নিচের উদাহরণদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য কর-

جَاءَ الْمُخْبِرُ (সংবাদদাতা এসেছে)।

نُصِرَ زَيْدٌ (যায়েদ সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছে)।

উপরের নিম্নরেখাবিশিষ্ট দুটি শব্দের প্রথমটির جَاءَ ফে'লটির ফায়েল اَلْمُخْبِرُ উল্লেখ রয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় نُصِرَ ফে'লটির فَاعِلْ উল্লেখ নেই। প্রথমটিকে اَلْفِعْلُ الْمَعْرُوْفُ এবং দ্বিতীয়টিকে اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ বলা হয়।

খ. فَاعِلٌ তথা কর্তা হিসেবে فِعْل-এর প্রকার : فَاعِل তথা কর্তা হিসেবে فِعْل -কে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. اَلْفِعْلُ الْمَعْرُوْفُ বা কর্তৃবাচক ক্রিয়া ও

২. اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ বা কর্মবাচক ক্রিয়া।

১. اَلْفِعْلُ الْمَعْرُوْفُ : বাক্যে যে ক্রিয়ার فَاعِلٌ তথা কর্তা উল্লেখ থাকে, অর্থাৎ, ক্রিয়া সম্পাদনকারী জানা থাকে, তাকে اَلْفِعْلُ الْمَعْرُوْفُ (কর্তৃবাচক ক্রিয়া) বলে।

যেমন- كَتَبَ كَرِيْمٌ (করিম লিখল), جَلَسَ بَكْرٌ (বকর বসল) ইত্যাদি।

২. اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ : বাক্যে যে ক্রিয়ার فَاعِلٌ তথা কর্তা উল্লেখ থাকে না, অর্থাৎ, ক্রিয়া সম্পাদনকারী জানা থাকে না, তাকে اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ (কর্মবাচক ক্রিয়া) বলে।

যেমন- سُرِقَ الثَّوْبُ (কাপড় চুরি হল), نُصِرَ زَيْدٌ (যায়েদ সাহায্য পেল) ইত্যাদি।

اَلْفِعْلُ الْمُثْبَتُ وَالْمَنْفِيُّ

নিচের উদাহরণদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য কর-

خَرَجَ الرَّجُلُ (লোকটি বের হয়েছে)।

مَا خَرَجَ الرَّجُلُ (লোকটি বের হয়নি)।

উপরের নিম্নরেখাবিশিষ্ট দুটি শব্দের প্রথম خَرَجَ ফে'লটি দ্বারা হ্যাবোধক বোঝায়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় مَا خَرَجَ ফে'লটি দ্বারা নাবোধক বোঝায়। প্রথমটিকে اَلْفِعْلُ الْمُثْبَتُ এবং দ্বিতীয়টিকে اَلْفِعْلُ الْمَنْفِيُّ বলা হয়।

গ. اَلاِثْبَاتُ وَالنَّفِيُّ তথা ইতিবাচক ও নেতিবাচক হিসেবে فِعْلٌ-এর প্রকার :

ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিচারে فِعْلٌ দুপ্রকার। যথা-

১. اَلْفِعْلُ الْمُثْبَتُ বা ইতিবাচক ক্রিয়া ও

২. اَلْفِعْلُ الْمَنْفِيُّ বা নেতিবাচক ক্রিয়া।

১. اَلْفِعْلُ الْمُثْبَتُ : যে فِعْلٌ তথা ক্রিয়া দ্বারা কোনো কাজ হওয়া বা করার হ্যাঁ-বাচক অর্থ পাওয়া যায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُثْبَتُ (ইতিবাচক ক্রিয়া) বলে।

যেমন- نَصَرَ (সে সাহায্য করল), ضَحِكَ (সে হাসল) ইত্যাদি।

২. اَلْفِعْلُ الْمَنْفِيُّ : যে فِعْلٌ তথা ক্রিয়া দ্বারা কোনো কাজ হওয়া বা করার না-বাচক অর্থ পাওয়া যায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمَنْفِيُّ (নেতিবাচক ক্রিয়া) বলা হয়।

যেমন- مَا نَصَرَ (সে সাহায্য করল না), مَا أَكَلَ (সে খায়নি) ইত্যাদি।

মূলকথা : যে শব্দ দ্বারা কেনো কাজ করা বা হওয়া বুঝায় এবং যার অর্থের মাঝে তিন কালের কোনো এক কাল পাওয়া যায়, তাকে اَلْفِعْلُ বলে। فِعْل-এর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। তা হলো-

ক. সিগাহ-এর বিভিন্নতার বিচারে فِعْل চার প্রকার। যথা-

১. اَلْفِعْلُ الْمَاضِيْ ২. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ ৩. فِعْلُ الْأَمْرِ ও ৪. فِعْلُ النَّهْيِ

খ. فَاعِلْ তথা কর্তা হিসেবে فِعْلْ -কে দু ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. اَلْفِعْلُ الْمَعْرُوْفُ ও ২. اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ

গ. ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিচারে فِعْلْ দু প্রকার। যথা-

১. اَلْفِعْلُ الْمُثْبَتُ ও ২. اَلْفِعْلُ الْمَنْفِيُّ

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। اَلْفِعْلُ এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

২। اَلْفِعْلُ কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

৩। اَلْفِعْلُ الْمَاضِيْ কাকে বলে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৪। فِعْلُ الْأَمْرُ কাকে বলে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৫। فِعْلُ النَّهْيُ -এর পরিচয় উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৬। اَلْفِعْلُ الْمَعْرُوْفُ কাকে বলে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৭। اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ কাকে বলে? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

৮। ইতিবাচক ও নেতিবাচকের বিচারে فِعْل কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৮। নিচের বাক্যগুলো থেকে **فِعْل** বের কর এবং কোনটি কোন প্রকারের **فعل** তা নির্ণয় কর :

أ- أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلٰى مُحَمَّدٍ (صـ)

ب- مَا حَضَرَ التِّلْمِيْذُ فِي الْفَصْلِ

ج- فَتَحْتُ الْبَابَ

د- رَجَعَ نُعْمَانُ مِنَ الْمَدْرَسَةِ

ه- نَظَرَتِ الْفَتَاةُ إِلٰى النَّوَافِذِ

و- قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ

ز- صِلْ بَيْنَ الْمَجْمُوْعَتَيْنِ

ح- لَاتُفْسِدْ أَيْمَانَكَ

ط- لَا تَرْضَ عَنِ الْمُفْسِدِيْنَ

ى- لَا يَأْكُلُ الْوَلَدُ الطَّعَامَ

يا- يَسْأَلُ الْعَامِلُ الْمُدِيْرَ

يب- يَقْرَأُ الطَّالِبُ الْكِتَابَ

يج- يَأْمُرُ الْأَمِيْرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

يد- يَهْدِيْ اللّٰهُ مَنْ يَشَاءُ

اَلدَّرْسُ الْـخَامِسُ : পঞ্চম পাঠ

اَلتَّصْرِيْفُ وَالصِّيْغَةُ

তাসরীফ ও সীগাহ

নিচের ক্রিয়াগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

(الف) غَائِبْ			
سَمِعَ	সে (একজন পুরুষ) শুনলো	سَمِعَتْ	সে (একজন স্ত্রী) শুনলো
سَمِعَا	তারা (দুজন পুরুষ) শুনলো	سَمِعَتَا	তারা (দুজন স্ত্রী) শুনলো
سَمِعُوْا	তারা (সকল পুরুষ) শুনলো	سَمِعْنَ	তারা (সকল স্ত্রী) শুনলো
(ب) حَاضِرْ			
سَمِعْتَ	তুমি (একজন পুরুষ) শুনলে	سَمِعْتِ	তুমি (একজন স্ত্রী) শুনলে
سَمِعْتُمَا	তোমরা (দুজন পুরুষ) শুনলে	سَمِعْتُمَا	তোমরা (দুজন স্ত্রী) শুনলে
سَمِعْتُمْ	তোমরা (সকল পুরুষ) শুনলে	سَمِعْتُنَّ	তোমরা (সকল স্ত্রী) শুনলে
(ج) مُتَكَلِّمْ			
سَمِعْتُ	আমি (একজন পুরুষ/স্ত্রী) শুনলাম		
سَمِعْنَا	আমরা (দুজন/সকল পুং/স্ত্রী) শুনলাম		

উপরের উদাহরণগুলোতে লক্ষ্য করলে তুমি দেখতে পাবে যে, প্রত্যেকটি শব্দে اَلسَّمْعُ মাসদার হতে বের হয়েছে এবং কর্তার পরিবর্তনের ফলে প্রত্যেকটি শব্দের আকৃতি ও গঠনে পরিবর্তন এসেছে। যেমন-

'الف' অংশে غَائِبْ-এর ছয়টি فِعْلْ উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে বাম পার্শ্বের তিনটির فَاعِلْ তথা কর্তা مُذَكَّرْ (পুরুষ) এবং ডান পার্শ্বের তিনটির কর্তা مُؤَنَّثْ (স্ত্রী)। مُؤَنَّثْ ও مُذَكَّرْ উভয়ের عَدَدْ তথা বচন وَاحِدْ (একবচন), تَثْنِيَةْ (দ্বিবচন) ও جَمْعْ (বহুবচন) হয়েছে।

অনুরূপভাবে 'ب' অংশে حَاضِرْ-এর ছয়টি فِعْلْ উল্লেখ রয়েছে। ফে'লগুলো مُؤَنَّثْ ও مُذَكَّرْ দু ভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটির وَاحِدْ؛ تَثْنِيَةْ ও جَمْعْ রয়েছে।

'ج' অংশে مُتَكَلِّمْ -এর দুটি শব্দ রয়েছে। প্রথমটি وَاحِدْ দ্বিতীয়টি جَمْعْ -এর সীগাহ। এ দুটি শব্দ مُذَكَّرْ ও مُؤَنَّثْ উভয়ের জন্যে সমানভাবে ব্যবহৃত হয়।

اَلْقَوَاعِدُ

اَلتَّصْرِيْفُ-এর পরিচয় : কোনো শব্দকে বিভিন্নরূপে রূপান্তরিত করাকে اَلتَّصْرِيْفُ বলে।

صِيْغَةْ-এর পরিচয় : صِيْغَةْ শব্দের আভিধানিক অর্থ আকৃতি, রূপ ও গঠন। পরিভাষায় শব্দের বিভিন্ন রূপকে صِيْغَةْ বলে।

صِيْغَةْ-এর সংখ্যা : فَاعِلْ তথা কর্তার جِنْسْ (লিঙ্গ), عَدَدْ (বচন) ও شَخْصْ (পুরুষ) হিসেবে ফে'লের صِيْغَةْ চৌদ্দটি। যেমন-

مُذَكَّر غَائِبْ নাম পুরুষ পুংলিঙ্গ	سَمِعَ	وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ	১
	سَمِعَا	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ	২
	سَمِعُوْا	جَمْعْ مُذَكَّر غَائِبْ	৩
مُؤَنَّث غَائِبْ নাম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ	سَمِعَتْ	وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ	৪
	سَمِعَتَا	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ	৫
	سَمِعْنَ	جَمْعْ مُؤَنَّث غَائِبْ	৬
مُذَكَّر حَاضِرْ মধ্যম পুরুষ পুংলিঙ্গ	سَمِعْتَ	وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ	৭
	سَمِعْتُمَا	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ	৮
	سَمِعْتُمْ	جَمْعْ مُذَكَّر حَاضِرْ	৯
مُؤَنَّث حَاضِرْ মধ্যম পুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ	سَمِعْتِ	وَاحِدِ مُؤَنَّث حَاضِرْ	১০
	سَمِعْتُمَا	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	১১
	سَمِعْتُنَّ	جَمْعْ مُؤَنَّثِ حَاضِرْ	১২
مُتَكَلِّمْ উত্তম পুরুষ পুং / স্ত্রীলিঙ্গ	سَمِعْتُ	وَاحِد مُتَكَلِّمْ	১৩
	سَمِعْنَا	جَمْعْ مُتَكَلِّمْ	১৪

২০১৮

ক. جِنْس-এর বর্ণনা : جِنْس শব্দের অর্থ লিঙ্গ। جِنْس তথা লিঙ্গ দু প্রকার। যথা–

১. اَلْمُذَكَّرْ বা পুংলিঙ্গ ও ২. اَلْمُؤَنَّثْবা স্ত্রীলিঙ্গ।

১. اَلْمُذَكَّرْ-এর পরিচয় : কেনো فِعْلْ বা ক্রিয়ার فَاعِلْ পুরুষবাচক হওয়াকে اَلْمُذَكَّرْ (পুংলিঙ্গ) বলা হয়। যেমন– فَعَلَ (সে একজন পুরুষ করেছে)

২. اَلْمُؤَنَّثْ-এর পরিচয় : কোনো فِعْلْ বা ক্রিয়ার فَاعِلْ স্ত্রীবাচক হওয়াকে اَلْمُؤَنَّثْ (স্ত্রীলিঙ্গ) বলা হয়। যেমন– فَعَلَتْ (সে একজন স্ত্রী করেছে)।

খ. عَدَدْ-এর বর্ণনা : عَدَدْ শব্দের অর্থ বচন। عَدَدْ তথা বচন তিন প্রকার। যথা–

১. اَلْوَاحِدْ (একবচন) ২. اَلتَّثْنِيَةْ (দ্বিবচন) ও ৩. اَلْـجَمْعْ (বহুবচন)।

১. اَلْوَاحِدُ-এর পরিচয় : যে فِعْلْ-এর فَاعِلْ বা কর্তা একবচনের হয়, সে فِعْلْ-এর সীগাহকে صِيْغَةُ الْوَاحِدْ (একবচনের সীগাহ) বলা হয়। যেমন– قَرَءَ (সে একজন পুরুষ পড়ল), قَرَئَتْ (সে একজন মহিলা পড়ল), قَرَئْتُ (আমি একজন (পুং/স্ত্রী) পড়লাম)।

২. اَلتَّثْنِيَةُ-এর পরিচয় : যে فِعْلْ -এর فَاعِلْ বা কর্তা দ্বিবচন হয়, সে فِعْلْ -এর সীগাহকে صِيْغَةُ التَّثْنِيَةْ (দ্বিবচনের সীগাহ) বলা হয়। এটিকে صِيْغَةُ الْمُثَنَّى ও বলা হয়। যেমন– قَرَئَا (তারা দুজন পুরুষ পড়ল), قَرَئَتَا (তারা দুজন মহিলা পড়ল)।

৩. اَلْـجَمْعُ-এর পরিচয় : যে فِعْلْ -এর فَاعِلْ বা কর্তা বহুবচনের হয়, সে فِعْلْ -এর সীগাহকে صِيْغَةُ الْـجَمْعْ (বহুবচনের সীগাহ) বলা হয়। যেমন– قَرَئُوْا (তারা সকল পুরুষ পড়ল।) قَرَئْنَ (তারা সকল স্ত্রী পড়ল।)

গ. شَخْصٌ-এর বর্ণনা : شَخْصْ শব্দের অর্থ পরুষ। شَخْصْ তথা পুরুষ তিন প্রকার। যথা–

১. اَلْغَائِبْ বা নাম পুরুষ ২. اَلْحَاضِرْ বা মধ্যম পুরুষ ও ৩. اَلْمُتَكَلِّمْবা উত্তম পুরুষ।

১. اَلْغَائِبْ -এর পরিচয় : যে فِعْلْ দ্বারা فَاعِلْ-এর নাম পুরুষবাচক হওয়া বোঝায়, তাকে غَائِبْ (নাম পুরুষ) বলা হয়। এটাকে এভাবেও বলা যেতে পারে যে, যে فِعْلْ 'সে' বা 'তারা' কোনো ব্যক্তিবাচক কর্তা কর্তৃক সম্পাদিত হয়, তাকে صِيْغَةُ الْغَائِبْ বলা হয়। যেমন- فَعَلَ (সে করল)।

২০১৮

২. اَلْحَاضِرْ -এর পরিচয় : যে فِعْلْ দ্বারা فَاعِلْ-এর মধ্যম পুরুষবাচক হওয়া বোঝায়, তাকে حَاضِرْ (মধ্যম পুরুষ) বলে। এটাকে এভাবেও বলা যেতে পারে যে, যে فِعْلْ তুমি বা তোমরা কর্তা কর্তৃক সম্পাদিত হয়, তাকে صِيْغَةُ الْحَاضِرْ বলা হয়। যেমন– فَعَلْتَ (তুমি করলে), فَعَلْتُمْ (তোমরা করলে)।

৩ اَلْمُتَكَلِّمْ-এর পরিচয় : যে فِعْلْ দ্বারা فَاعِلْ-এর উত্তম পুরুষবাচক হওয়া বোঝায়, তাকে مُتَكَلِّمْ (উত্তম পুরুষ) বলে। এটাকে এভাবেও বলা যেতে পারে যে, যে فِعْلْ আমি বা আমরা কর্তা কর্তৃক সম্পাদিত হয়, তাকে صِيْغَةُ الْمُتَكَلِّمْ বলা হয়। যেমন– فَعَلْتُ (আমি করেছি), فَعَلْنَا (আমরা করেছি)।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। تَصْرِيْفٌ অর্থ কী? উদাহরণসহ লেখ।

২। صِيْغَةٌ অর্থ কী? কী হিসাবে فِعْلْ এর বিভিন্ন সীগাহ হয়?

৩। غَائِبْ -এর সীগাহ কয়টি ও কী কী? উদাহরণ দাও।

৪। حَاضِرْ -এর সীগাহ কয়টি ও কী কী? উদাহরণ দাও।

৫। مُتَكَلِّمْ -এর সীগাহ কয়টি ও কী কী? উদাহরণ দাও।

৬। فَاعِلْ-এর شَخْصْ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৭। اَلْغَائِبْ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৮। اَلْمُخَاطَبْ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৯। اَلْمُتَكَلِّمْ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

১০। নিচের فعل গুলোর صيغة বর্ণনা কর:

نَصَرَ- كَتَبَا - سَمِعُوْا - طَلَبَ - دَخَلَتَا - خَرَجْتُ - سَلَّمْتَ - حَفِظْتُمَا - فَعَلْتُمْ - ضَحِكْتِ - حَسِبْتُمَا - سَمِعْتُنَّ - قُلْتُ - حَصَلْنَا.

اَلدَّرْسُ السَّادِسُ : ষষ্ঠ পাঠ

اَلْفِعْلُ الْمَاضِيْ: أَقْسَامُهُ وَتَصْرِيْفَاتُهُ

ফে'লে মাদী : উহার প্রকার ও রূপান্তরসমূহ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

حَفِظَ مَحْمُوْدٌ الْقُرْآنَ (মাহমুদ আল কুরআন মুখস্থ করল)।

قَدْ خَرَجَ خَالِدٌ مِنَ الْبَيْتِ (খালেদ এইমাত্র ঘর হতে বের হয়েছে)।

كَانَ نَصَرَ زَيْدٌ عَمْرًوا (যায়েদ আমরকে সাহায্য করেছিল)।

كَانَ يُصَلِّيْ خَالِدٌ فِيْ الْمَسْجِدِ (খালেদ দীর্ঘসময় ধরে মসজিদে সালাত আদায় করছিল)।

لَعَلَّمَا ذَهَبَ الطَّالِبُ (সম্ভবত ছাত্রটি চলে গেছে)।

لَيْتَمَا فَتَحَ حَامِدٌ الْبَابَ (যদি হামিদ দরজাটি খুলতো)।

উপরের উদাহরণগুলোতে লক্ষ্য করলে তুমি দেখবে যে, নিম্নরেখাবিশিষ্ট প্রত্যেকটি শব্দ فِعْلٌ বা ক্রিয়া এবং তা দ্বারা অতীত কালের অর্থ বোঝায়। প্রথম فِعْلٌ দ্বারা সাধারণ অতীত কালে মুখস্থ করা বোঝায়। দ্বিতীয় فِعْلٌ দ্বারা নিকটবর্তী অতীত কালে বের হওয়া বোঝায়। তৃতীয় فِعْلٌ দ্বারা দূরবর্তী অতীত কালে সাহায্য করা বোঝায়। চতুর্থ فِعْلٌ দ্বারা অতীত কালে প্রবেশ করছিল বোঝায়। পঞ্চম فِعْلٌ দ্বারা অতীত কালে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা বোঝায়। আর ষষ্ঠ فِعْلٌ দ্বারা অতীত কালে দরজাটি খোলার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা বোঝায়।

اَلْقَوَاعِدُ

اَلْفِعْلُ اَلْمَاضِيْ -এর পরিচয় : যে فِعْلٌ দ্বারা অতীত কালে কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায়, তাকে اَلْفِعْلُ اَلْمَاضِيْ বলে।

اَلْفِعْلُ اَلْمَاضِيْ -এর প্রকার : اَلْفِعْلُ اَلْمَاضِيْ ছয় প্রকার। যথা-

১। اَلْمَاضِي اَلْمُطْلَقُ (সাধারণ অতীত কাল) ; ২। اَلْمَاضِي اَلْقَرِيْبُ (নিকটবর্তী অতীত কাল)

৩। اَلْمَاضِي اَلْبَعِيْدُ (দূরবর্তী অতীত কাল) ; ৪। اَلْمَاضِي اَلْاِسْتِمْرَارِيُّ (চলমান অতীত কাল)

৫। اَلْمَاضِي اَلْاِحْتِمَالِيُّ (সম্ভাবনামূলক অতীত কাল) ও

৬। اَلْمَاضِي اَلتَّمَنِّيُّ (আকাঙ্ক্ষামূলক অতীত কাল)।

নিম্নে প্রকারসমূহের বিস্তারিত আলোচনা করা হল–

১. اَلْمَاضِي اَلْمُطْلَقُ : যে فِعْلٌ দ্বারা সাধারণভাবে অতীত কালে কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায়, তাকে اَلْمَاضِي اَلْمُطْلَقُ বলা হয়। যেমন- نَصَرَ - সে (একজন পুরুষ) সাহায্য করল, كَتَبَتْ - সে (একজন স্ত্রী) লিখল।

২. اَلْمَاضِي اَلْقَرِيْبُ : যে فِعْلٌ দ্বারা নিকটবর্তী অতীতে কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায়, তাকে اَلْمَاضِي اَلْقَرِيْبُ বলা হয়। اَلْمَاضِي الْمُطْلَقُ -এর পূর্বে قَدْ যোগ করলে اَلْمَاضِي اَلْقَرِيْبُ গঠিত হয়। যেমন- قَدْ خَرَجَ - সে (একজন পুরুষ) এইমাত্র বের হয়েছে; قَدْ فَتَحَتْ - সে (একজন স্ত্রী) এইমাত্র খুলেছে।

৩. اَلْمَاضِي اَلْبَعِيْدُ : যে فِعْلٌ দ্বারা দূরবর্তী অতীত কালে কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায়, তাকে اَلْمَاضِي اَلْبَعِيْدُ বলে। اَلْمَاضِي الْمُطْلَقُ -এর পূর্বে كَانَ যোগ করলে اَلْمَاضِي اَلْبَعِيْدُ গঠিত হয়। আর كَانَ শব্দটিও فِعْلٌ -এর মতো রূপান্তরিত হবে। যেমন- كَانَ جَلَسَ -সে (একজন পুরুষ) বসেছিল; كَانَتْ كَتَبَتْ -সে (একজন স্ত্রী) লিখেছিল।

৪. اَلْمَاضِي اَلْاِسْتِمْرَارِيُّ : যে فِعْلٌ দ্বারা অতীত কালে কোনো কাজ অবিরাম গতিতে করছিল বা হচ্ছিল বোঝায়, তাকে اَلْمَاضِي اَلْاِسْتِمْرَارِيُّ বলে; اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ-এর পূর্বে كَانَ বা তার থেকে রূপান্তর শব্দ যোগ করে اَلْمَاضِي اَلْاِسْتِمْرَارِيُّ গঠন করা হয়। যেমন- كَانَ يَكْتُبُ - সে (একজন পুরুষ) লিখতেছিল; كَانَتْ تَكْتُبُ - সে (একজন স্ত্রী) লিখতেছিল।

৫. اَلْمَاضِي اَلْاِحْتِمَالِيُّ : যে فِعْلٌ দ্বারা অতীত কালে কোনো কাজ করা বা হওয়া বিষয়ে সম্ভাবনা বা সন্দেহ ব্যক্ত করা হয়, তাকে اَلْمَاضِي اَلْاِحْتِمَالِيُّ বলে। اَلْمَاضِي الْمُطْلَقُ -এর পূর্বে لَعَلَّمَا যোগ করলে اَلْمَاضِي اَلْاِحْتِمَالِيُّ গঠিত হয়। যেমন- لَعَلَّمَا جَاءَ - সম্ভবত সে (একজন পুরুষ) এসেছিল; لَعَلَّمَا سَمِعَتْ - সম্ভবত সে (একজন স্ত্রী) শুনেছে।

৬. اَلْمَاضِى اَلتَّمَنِّىُّ : যে فِعْلْ দ্বারা অতীত কালে কোনো কাজ করা বা হওয়ার ওপর আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়, তাকে اَلْمَاضِى اَلتَّمَنِّىُّ বলে। اَلْمَاضِى اَلْمُطْلَقُ-এর পূর্বে لَيْتَمَا যোগ করলে اَلْمَاضِى اَلتَّمَنِّىُّ গঠিত হয়। যেমন- لَيْتَمَا جَاءَ - যদি সে (একজন পুরুষ) আসত; لَيْتَمَا خَرَجَتْ - যদি সে (একজন স্ত্রী) বের হত।

اَلْفِعْلُ الْمَاضِىْ اَلْمُطْلَقْ-এর গঠন প্রণালী :

মাসদার হতে اَلْمَاضِىْ الْمُطْلَقْ الْمَعْرُوْفْ গঠন করতে হয়। ثُلَاثِىْ তথা তিন অক্ষরবিশিষ্ট মাসদার থেকে اَلْمَاضِى اَلْمُطْلَقْ اَلْمَعْرُوْفْ গঠন করতে হলে প্রথমে مَصْدَرْ-এর অতিরিক্ত হরফ বিলুপ্ত করে فَاءْ كَلِمَةْ তথা প্রথম অক্ষরে সর্বদা যবর দিতে হবে এবং عَيْنْ كَلِمَةْ তথা দ্বিতীয় অক্ষর بَابْ অনুযায়ী যের, যবর, পেশ-এর যে কোনো একটি হবে। আর لَامْ كَلِمَةْ তথা শেষ অক্ষরে যবর দিলে اَلْمَاضِى اَلْمُطْلَقْ اَلْمَعْرُوْفْ এর- وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ -এর সীগাহটি গঠিত হবে। যেমন- اَلْفِعْلْ মাসদার থেকে فَعَلَ সীগাহ গঠিত হয়েছে। অনুরূপ نَفِىْ করতে হলে প্রথমে নাবোধক مَا যোগ করলেই গঠন করা যাবে। যেমন- فَعَلَ থেকে مَا فَعَلَ ইত্যাদি।

وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ -এর صِيْغَةْ-এর শেষে নির্দিষ্টভাবে আলামত যোগ করলে অবশিষ্ট ১৩টি সীগাহ গঠিত হয়।

اَلْمَاضِيْ اَلْمَجْهُوْل-اَلْفِعْلُ الْمَاضِيْ اَلْمَجْهُوْل-এর গঠন প্রণালী : তিন অক্ষরবিশিষ্ট فِعْل -এর গঠন করতে হলে فُعِلَ -এর ওযনে গঠন করতে হয়। অর্থাৎ مَاضِيْ مَجْهُوْل গঠন করতে হলে مَاضِيْ مَعْرُوْف এর প্রথম অক্ষরকে ضُمَّة এবং শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষরকে كَسْرَةْ দিতে হবে। শেষ অক্ষরটি পূর্বের অবস্থায় থাকবে।

مَاضِيْ مَنْفِي-এর গঠন প্রণালী : مَاضِيْ مُثْبَتْ-এর প্রথমে مَا اَلنَّافِيَةُ যুক্ত করলে مَاضِيْ مَنْفِي গঠিত হয়। শব্দের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয় না, তবে অর্থের মধ্যে ‘হ্যাঁ’ কে ‘না’ করে দেওয়া হয়। যেমন- نَصَرَ (সে সাহায্য করল) থেকে مَا نَصَرَ (সে সাহায্য করল না)।

২০১৮

اَلْفِعْلُ الْمَاضِىْ-এর সীগাহ ও তার আলামত :

اَلْفِعْلُ الْمَاضِىْ-এর সীগাহ ১৪টি। প্রত্যেক সীগাহ-এর জন্যে নির্দিষ্ট আলামত রয়েছে, যা দ্বারা সীগাহ চেনা যায়। যেমন-

فِعْلُ مَاضِىْ مَعْرُوْف-এর সীগাহ ও আলামতসমূহ

تَصْرِيْف(রূপান্তর) / صِيْغَةْ চেনার চিহ্ন (যা فِعْلْ-এর পরে বসে)		مَعْنَى : অর্থ	عَدَدْ বচন	جِنْس লিঙ্গ	شَخْص পুরুষ
فَعَلَ	–	সে (একজন পুরুষ) করলো।	وَاحِدْ (একবচন)	مُذَكَّرْ পুংলিঙ্গ	غَائِبْ নাম পুরুষ
فَعَلَا	ا	তারা (দুজন পুরুষ) করলো।	تَثْنِيَةْ (দ্বিবচন)		
فَعَلُوْا	وْا	তারা (সকল পুরুষ) করলো।	جَمْعْ (বহুবচন)		
فَعَلَتْ	تْ	সে (একজন স্ত্রী) করলো।	وَاحِدْ (একবচন)	مُؤَنَّثْ স্ত্রীলিঙ্গ	
فَعَلَتَا	تَا	তারা (দুজন স্ত্রী) করলো।	تَثْنِيَةْ (দ্বিবচন)		
فَعَلْنَ	نَ	তারা (সকল স্ত্রী) করলো।	جَمْعْ (বহুবচন)		
فَعَلْتَ	تَ	তুমি (একজন পুরুষ) করলে।	وَاحِدْ (একবচন)	مُذَكَّرْ পুংলিঙ্গ	حَاضِرْ মধ্যম পুরুষ
فَعَلْتُمَا	تُمَا	তোমরা (দুজন পুরুষ) করলে।	تَثْنِيَةْ (দ্বিবচন)		
فَعَلْتُمْ	تُمْ	তোমরা (সকল পুরুষ) করলে।	جَمْعْ (বহুবচন)		
فَعَلْتِ	تِ	তুমি (একজন স্ত্রী) করলে।	وَاحِدْ (একবচন)	مُؤنث স্ত্রীলিঙ্গ	
فَعَلْتُمَا	تُمَا	তোমরা (দুজন স্ত্রী) করলে।	تَثْنِيَةْ (দ্বিবচন)		
فَعَلْتُنَّ	تُنَّ	তোমরা (সকল স্ত্রী) করলে।	جَمْعْ (বহুবচন)		
فَعَلْتُ	تُ	আমি (পুরুষ/স্ত্রী) করলাম।	وَاحِدْ (একবচন)	مُذَكَّرْ/ مُؤنث পুং/স্ত্রী লিঙ্গ	مُتَكَلِّمْ উত্তম পুরুষ
فَعَلْنَا	نَا	আমরা (পুরুষ/ স্ত্রী) করলাম।	تَثْنِيَةْ / جَمْعْ (দ্বিবচন/বহুবচন)		

২০১৮

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِى الْمُطْلَق اَلْمُثْبَت لِلْمَعْرُوْف

হ্যাঁ-বাচক সাধারণ অতীতকালীন কর্তৃবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

রূপান্তর : تَصْرِيْفٌ	অর্থ : مَعْنَى	اِسْمُ الصِّيْغَةِ
نَصَرَ	সে (একজন পুরুষ) সাহায্য করলো	وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ
نَصَرَا	তারা (দুজন পুরুষ) সাহায্য করলো	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ
نَصَرُوْا	তারা (সকল পুরুষ) সাহায্য করলো	جَمَعْ مُذَكَّر غَائِبْ
نَصَرَتْ	সে (একজন স্ত্রী) সাহায্য করলো	وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ
نَصَرَتَا	তারা (দুজন স্ত্রী) সাহায্য করলো	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ
نَصَرْنَ	তারা (সকল স্ত্রী) সাহায্য করলো	جَمَعْ مُؤَنَّث غَائِبْ
نَصَرْتَ	তুমি (একজন পুরুষ) সাহায্য করলে	وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ
نَصَرْتُمَا	তোমরা (দুজন পুরুষ) সাহায্য করলে	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ
نَصَرْتُمْ	তোমরা (সকল পুরুষ) সাহায্য করলে	جَمَعْ مُذَكَّر حَاضِرْ
نَصَرْتِ	তুমি (একজন স্ত্রী) সাহায্য করলে	وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ
نَصَرْتُمَا	তোমরা (দুজন স্ত্রী) সাহায্য করলে	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
نَصَرْتُنَّ	তোমরা (সকল স্ত্রী) সাহায্য করলে	جَمَعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
نَصَرْتُ	আমি (একজন পুং/স্ত্রী) সাহায্য করলাম	وَاحِد مُتَكَلِّمْ
نَصَرْنَا	আমরা (দুজন/সকল পুং /স্ত্রী) সাহায্য করলাম	جَمَعْ مُتَكَلِّمْ

২০১৮

تَصْرِيْفُ اَلْفِعْلِ الْمَاضِى اَلْمُطْلَق اَلْمُثْبَت لِلْمَجْهُوْلْ

হ্যাঁ-বাচক সাধারণ অতীতকালীন কর্মবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

تَصْرِيْفٌ : রূপান্তর	مَعْنَى : অর্থ	اِسْمُ الصِّيْغَةِ
نُصِرَ	সে (একজন পুরুষ) সাহায্যপ্রাপ্ত হল	وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ
نُصِرَا	তারা (দুজন পুরুষ) সাহায্যপ্রাপ্ত হল	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ
نُصِرُوْا	তারা (সকল পুরুষ) সাহায্যপ্রাপ্ত হল	جَمْعْ مُذَكَّر غَائِبْ
نُصِرَتْ	সে (একজন স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হল	وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ
نُصِرَتَا	তারা (দুজন স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হল	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ
نُصِرْنَ	তারা (সকল স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হল	جَمْعْ مُؤَنَّث غَائِبْ
نُصِرْتَ	তুমি (একজন পুরুষ) সাহায্যপ্রাপ্ত হলে	وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ
نُصِرْتُمَا	তোমরা (দুজন পুরুষ) সাহায্যপ্রাপ্ত হলে	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ
نُصِرْتُمْ	তোমরা (সকল পুরুষ) সাহায্যপ্রাপ্ত হলে	جَمْعْ مُذَكَّر حَاضِرْ
نُصِرْتِ	তুমি (একজন স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হলে	وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ
نُصِرْتُمَا	তোমরা (দুজন স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হলে	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
نُصِرْتُنَّ	তোমরা (সকল স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হলে	جَمْعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
نُصِرْتُ	আমি (একজন পুরুষ/স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হলাম	وَاحِد مُتَكَلِّمْ
نُصِرْنَا	আমরা (দুজন/সকল পুরুষ/স্ত্রী) সাহায্যপ্রপ্ত হলাম	جَمْعْ مُتَكَلِّمْ

تَصْرِيْفُ الفعل الْمَاضِى الْمُطْلَقِ الْمَنْفِيِّ للْمَعْرُوْف

না-বাচক সাধারণ অতীতকালীন কর্তৃবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

تَصْرِيْفُ : রূপান্তর	مَعْنَى : অর্থ	اِسْمُ الصِّيْغَةِ
مَا نَصَرَ	সে (একজন পুরুষ) সাহায্য করল না।	وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ
مَا نَصَرَا	তারা (দুজন পুরুষ) সাহায্য করল না।	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ
مَا نَصَرُوْا	তারা (সকল পুরুষ) সাহায্য করল না।	جَمْعْ مُذَكَّر غَائِبْ
مَا نَصَرَتْ	সে (একজন স্ত্রী) সাহায্য করল না।	وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ
مَانَصَرَتَا	তারা (দুজন স্ত্রী) সাহায্য করল না।	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ
مَانَصَرْنَ	তারা (সকল স্ত্রী) সাহায্য করল না।	جَمْعْ مُؤَنَّث غَائِبْ
مَانَصَرْتَ	তুমি (একজন পুরুষ) সাহায্য করলে না।	وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ
مَا نَصَرْتُمَا	তোমরা (দুজন পুরুষ) সাহায্য করলে না।	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ
مَا نَصَرْتُمْ	তোমরা (সকল পুরুষ) সাহায্য করলে না।	جَمْعْ مُذَكَّر حَاضِرْ
مَا نَصَرْتِ	তুমি (একজন স্ত্রী) সাহায্য করলে না।	وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ
مَا نَصَرْتُمَا	তোমরা (দুজন স্ত্রী) সাহায্য করলে না।	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
مَا نَصَرْتُنَّ	তোমরা (সকল স্ত্রী) সাহায্য করলে না।	جَمْعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
مَانَصَرْتُ	আমি (একজন পুরুষ/স্ত্রী) সাহায্য করলাম না	وَاحِد مُتَكَلِّمْ
مَانَصَرْنَا	আমরা (দুজন/সকল পুরুষ/স্ত্রী) সাহায্য করলাম না	جَمْعْ مُتَكَلِّمْ

২০১৮

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِى اَلْمُطْلَقِ اَلْمَنْفِيِّ لِلْمَجْهُوْلِ

না-বাচক সাধারণ অতীতকালীন কর্মবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

تَصْرِيْفٌ : রূপান্তর	مَعْنَى : অর্থ	اِسْمُ الصِّيْغَةِ
مَا نُصِرَ	সে (একজন পুরুষ) সাহায্যপ্রাপ্ত হলো না।	وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ
مَا نُصِرَا	তারা (দুজন পুরুষ) সাহায্যপ্রাপ্ত হলো না।	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ
مَا نُصِرُوْا	তারা (সকল পুরুষ) সাহায্যপ্রাপ্ত হলো না।	جَمْعْ مُذَكَّر غَائِبْ
مَا نُصِرَتْ	সে (একজন স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হলো না।	وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ
مَا نُصِرَتَا	তারা (দুজন স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হলো না।	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ
مَا نُصِرْنَ	তারা (সকল স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হলো না।	جَمْعْ مُؤَنَّث غَائِبْ
مَا نُصِرْتَ	তুমি (একজন পুরুষ) সাহায্যপ্রাপ্ত হলে না।	وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ
مَا نُصِرْتُمَا	তোমরা (দুজন পুরুষ) সাহায্যপ্রাপ্ত হলে না।	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ
مَا نُصِرْتُمْ	তোমরা (সকল পুরুষ) সাহায্যপ্রাপ্ত হলে না।	جَمْعْ مُذَكَّر حَاضِرْ
مَا نُصِرْتِ	তুমি (একজন স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হলে না।	وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ
مَا نُصِرْتُمَا	তোমরা (দুজন স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হলে না।	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
مَا نُصِرْتُنَّ	তোমরা (সকল স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হলে না।	جَمْعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
مَا نُصِرْتُ	আমি (একজন পুং/স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হলাম না	وَاحِد مُتَكَلِّمْ
مَا نُصِرْنَا	আমরা (দুজন/সকল পুং/স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হলাম না	جَمْعْ مُتَكَلِّمْ

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِى اَلْقَرِيْب اَلْمُثْبَت لِلْمَعْرُوْف

হ্যাঁ-বাচক নিকটবর্তী অতীতকালীন কর্তৃবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

রূপান্তর : تَصْرِيْفٌ	অর্থ : مَعْنَى	اِسْمُ الصِّيْغَةِ
قَدْ نَصَرَ	সে (একজন পুরুষ) সাহায্য করেছে।	وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ
قَدْ نَصَرَا	তারা (দুজন পুরুষ) সাহায্য করেছে।	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ
قَدْ نَصَرُوْا	তারা (সকল পুরুষ) সাহায্য করেছে।	جَمَعْ مُذَكَّر غَائِبْ
قَدْ نَصَرَتْ	সে (একজন স্ত্রী) সাহায্য করেছে।	وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ
قَدْ نَصَرَتَا	তারা (দুজন স্ত্রী) সাহায্য করেছে।	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ
قَدْ نَصَرْنَ	তারা (সকল স্ত্রী) সাহায্য করেছে।	جَمَعْ مُؤَنَّث غَائِبْ
قَدْ نَصَرْتَ	তুমি (একজন পুরুষ) সাহায্য করেছ।	وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ
قَدْ نَصَرْتُمَا	তোমরা (দুজন পুরুষ) সাহায্য করেছ।	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ
قَدْ نَصَرْتُمْ	তোমরা (সকল পুরুষ) সাহায্য করেছ।	جَمَعْ مُذَكَّر حَاضِرْ
قَدْ نَصَرْتِ	তুমি (একজন স্ত্রী) সাহায্য করেছ।	وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ
قَدْ نَصَرْتُمَا	তোমরা (দুজন স্ত্রী) সাহায্য করেছ।	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
قَدْ نَصَرْتُنَّ	তোমরা (সকল স্ত্রী) সাহায্য করেছ।	جَمَعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
قَدْ نَصَرْتُ	আমি (একজন পুং/স্ত্রী) সাহায্য করেছি।	وَاحِد مُتَكَلِّمْ
قَدْ نَصَرْنَا	আমরা (দুজন/সকল পুরুষ/স্ত্রী) সাহায্য করেছি	جَمَعْ مُتَكَلِّمْ

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِى اَلْبَعِيْد اَلْمُثْبَت لِلْمَعْرُوْف

হ্যাঁ-বাচক দূরবর্তী অতীতকালীন কর্তৃবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

تَصْرِيْفٌ : রূপান্তর	مَعْنَى : অর্থ	اِسْمُ الصِّيْغَةِ
كَانَ نَصَرَ	সে (একজন পুরুষ) সাহায্য করেছিল।	وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ
كَانَا نَصَرَا	তারা (দুজন পুরুষ) সাহায্য করেছিল।	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ
كَانُوْا نَصَرُوْا	তারা (সকল পুরুষ) সাহায্য করেছিল।	جَمَعْ مُذَكَّر غَائِبْ
كَانَتْ نَصَرَتْ	সে (একজন স্ত্রী) সাহায্য করেছিল।	وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ
كَانَتَا نَصَرَتَا	তারা (দুজন স্ত্রী) সাহায্য করেছিল।	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ
كُنَّ نَصَرْنَ	তারা (সকল স্ত্রী) সাহায্য করেছিল।	جَمَعْ مُؤَنَّث غَائِبْ
كُنْتَ نَصَرْتَ	তুমি (একজন পুরুষ) সাহায্য করেছিলে।	وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ
كُنْتُمَا نَصَرْتُمَا	তোমরা (দুজন পুরুষ) সাহায্য করেছিলে	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ
كُنْتُمْ نَصَرْتُمْ	তোমরা (সকল পুরুষ) সাহায্য করেছিলে	جَمَعْ مُذَكَّر حَاضِرْ
كُنْتِ نَصَرْتِ	তুমি (একজন স্ত্রী) সাহায্য করেছিলে।	وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ
كُنْتُمَا نَصَرْتُمَا	তোমরা (দুজন স্ত্রী) সাহায্য করেছিলে।	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
كُنْتُنَّ نَصَرْتُنَّ	তোমরা (সকল স্ত্রী) সাহায্য করেছিলে।	جَمَعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
كُنْتُ نَصَرْتُ	আমি (একজন পুরুষ/স্ত্রী) সাহায্য করেছিলাম	وَاحِد مُتَكَلِّمْ
كُنَّا نَصَرْنَا	আমরা (দুজন/সকল পুরুষ/স্ত্রী) সাহায্য করেছিলাম	جَمَعْ مُتَكَلِّمْ

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِى اَلْاِسْتِمْرَارِى اَلْمُثْبَت لِلْمَعْرُوْف

হ্যাঁ-বাচক চলমান অতীতকালীন কর্তৃবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

اِسْمُ الصِّيْغَةِ	مَعْنَى : অর্থ	تَصْرِيْفٌ : রূপান্তর
وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ	সে (একজন পুরুষ) সাহায্য করছিল।	كَانَ يَنْصُرُ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (দুজন পুরুষ) সাহায্য করছিল।	كَانَا يَنْصُرَانِ
جَمْعْ مُذَكَّر غَائِبْ	তারা (সকল পুরুষ) সাহায্য করছিল।	كَانُوْا يَنْصُرُوْنَ
وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ	সে (একজন স্ত্রী) সাহায্য করছিল।	كَانَتْ تَنْصُرُ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (দুজন স্ত্রী) সাহায্য করছিল।	كَانَتَا تَنْصُرَانِ
جَمْعْ مُؤَنَّث غَائِبْ	তারা (সকল স্ত্রী) সাহায্য করছিল।	كُنَّ يَنْصُرْنَ
وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ	তুমি (একজন পুরুষ) সাহায্য করছিলে।	كُنْتَ تَنْصُرُ
تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ	তোমরা (দুজন পুরুষ) সাহায্য করছিলে।	كُنْتُمَا تَنْصُرَانِ
جَمْعْ مُذَكَّر حَاضِرْ	তোমরা (সকল পুরুষ) সাহায্য করছিলে।	كُنْتُمْ تَنْصُرُوْنَ
وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ	তুমি (একজন স্ত্রী) সাহায্য করছিলে।	كُنْتِ تَنْصُرِيْنَ
تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	তোমরা (দুজন স্ত্রী) সাহায্য করছিলে।	كُنْتُمَا تَنْصُرَانِ
جَمْعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ	তোমরা (সকল স্ত্রী) সাহায্য করছিলে।	كُنْتُنَّ تَنْصُرْنَ
وَاحِد مُتَكَلِّمْ	আমি (একজন পুং/স্ত্রী) সাহায্য করছিলাম।	كُنْتُ أَنْصُرُ
جَمْعْ مُتَكَلِّمْ	আমরা (দুজন/সকল পুং/স্ত্রী) সাহায্য করছিলাম।	كُنَّا نَنْصُرُ

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِى اَلْاِحْتِمَالِى اَلْمُثْبَت لِلْمَعْرُوْف

হ্যাঁ-বাচক সম্ভাবনাসূচক অতীতকালীন কর্তৃবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

تَصْرِيْفُ : রূপান্তর	مَعْنَى : অর্থ	اِسْمُ الصِّيْغَةِ
لَعَلَّمَا نَصَرَ	সম্ভবত সে (একজন পুরুষ) সাহায্য করল	وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ
لَعَلَّمَا نَصَرَا	সম্ভবত তারা (দুজন পুরুষ) সাহায্য করল	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ
لَعَلَّمَا نَصَرُوْا	সম্ভবত তারা (সকল পুরুষ) সাহায্য করল	جَمْعْ مُذَكَّر غَائِبْ
لَعَلَّمَا نَصَرَتْ	সম্ভবত সে (একজন স্ত্রী) সাহায্য করল	وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ
لَعَلَّمَا نَصَرَتَا	সম্ভবত তারা (দুজন স্ত্রী) সাহায্য করল	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ
لَعَلَّمَا نَصَرْنَ	সম্ভবত তারা (সকল স্ত্রী) সাহায্য করল	جَمْعْ مُؤَنَّث غَائِبْ
لَعَلَّمَا نَصَرْتَ	সম্ভবত তুমি (একজন পুরুষ) সাহায্য করলে	وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ
لَعَلَّمَا نَصَرْتُمَا	সম্ভবত তোমরা (দুজন পুরুষ) সাহায্য করলে	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ
لَعَلَّمَا نَصَرْتُمْ	সম্ভবত তোমরা (সকল পুরুষ) সাহায্য করলে	جَمْعْ مُذَكَّر حَاضِرْ
لَعَلَّمَا نَصَرْتِ	সম্ভবত তুমি (একজন স্ত্রী) সাহায্য করলে	وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ
لَعَلَّمَا نَصَرْتُمَا	সম্ভবত তোমরা (দুজন স্ত্রী) সাহায্য করলে	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
لَعَلَّمَا نَصَرْتُنَّ	সম্ভবত তোমরা (সকল স্ত্রী) সাহায্য করলে	جَمْعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
لَعَلَّمَا نَصَرْتُ	সম্ভবত আমি (একজন পুরুষ/স্ত্রী) সাহায্য করলাম	وَاحِد مُتَكَلِّمْ
لَعَلَّمَا نَصَرْنَا	সম্ভবত আমরা (দুজন/সকল পুরুষ/স্ত্রী) সাহায্য করলাম	جَمْعْ مُتَكَلِّمْ

২০১৮

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِى التَّمَنِّىْ الْمُثْبَت لِلْمَعْرُوْف

হ্যাঁ-বাচক আকাঙ্ক্ষাসূচক অতীতকালীন কর্তৃবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

রূপান্তর : تَصْرِيْفٌ	অর্থ : مَعْنًى	اِسْمُ الصِّيْغَةِ
لَيْتَمَا نَصَرَ	সে (একজন পুরুষ) যদি সাহায্য করত	وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ
لَيْتَمَا نَصَرَا	তারা (দুজন পুরুষ) যদি সাহায্য করত	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ
لَيْتَمَا نَصَرُوْا	তারা (সকল পুরুষ) যদি সাহায্য করত	جَمْعْ مُذَكَّر غَائِبْ
لَيْتَمَا نَصَرَتْ	সে (একজন স্ত্রী) যদি সাহায্য করত	وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ
لَيْتَمَا نَصَرَتَا	তারা (দুজন স্ত্রী) যদি সাহায্য করত	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ
لَيْتَمَا نَصَرْنَ	তারা (সকল স্ত্রী) যদি সাহায্য করত	جَمْعْ مُؤَنَّث غَائِبْ
لَيْتَمَا نَصَرْتَ	তুমি (একজন পুরুষ) যদি সাহায্য করতে	وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ
لَيْتَمَا نَصَرْتُمَا	তোমরা (দুজন পুরুষ) যদি সাহায্য করতে	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ
لَيْتَمَا نَصَرْتُمْ	তোমরা (সকল পুরুষ) যদি সাহায্য করতে	جَمْعْ مُذَكَّر حَاضِرْ
لَيْتَمَا نَصَرْتِ	তুমি (একজন স্ত্রী) যদি সাহায্য করতে	وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ
لَيْتَمَا نَصَرْتُمَا	তোমরা (দুজন স্ত্রী) যদি সাহায্য করতে	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
لَيْتَمَا نَصَرْتُنَّ	তোমরা (সকল স্ত্রী) যদি সাহায্য করতে	جَمْعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
لَيْتَمَا نَصَرْتُ	আমি (একজন পুরুষ/স্ত্রী) যদি সাহায্য করতাম	وَاحِد مُتَكَلِّمْ
لَيْتَمَا نَصَرْنَا	আমরা (দুজন/সকল পুরুষ/স্ত্রী) যদি সাহায্য করতাম	جَمْعْ مُتَكَلِّمْ

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। الفعل المَاضِى কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

২। اَلْمَاضِى اَلْمُطْلَق কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৩। اَلْمَاضِى اَلْبَعِيْدْ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৪। اَلْمَاضِى اَلْقَرِيْبْ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৫। اَلْمَاضِى اَلْاِسْتِمْرَارِىُّ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৬। اَلْمَاضِى اَلْاِحْتِمَالِىُّ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৭। اَلْمَاضِى اَلتَّمَنِّـــيُّ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৮। اَلْفَتْحْ মাসদার দ্বারা اَلْفِعْلُ الْمَاضِى اَلْبَعِيْد اَلْمُثْبَت الْمَعْرَوْفْ -এর ১৪টি صِيْغَةْ অর্থসহ লেখ।

৯। اَلسَّمْعُ মাসদার দ্বারা اَلْفِعْلُ الْمَاضِى اَلْاِحْتِمَالِى اَلْمُثْبَت الْمَعْرُوْفْ-এর ১৪টি صِيْغَةْ অর্থসহ লেখ।

১০। নিম্নের ফে'লগুলোর صِيْغَة ও بَحْثْ নির্ণয় কর :

جَلَسُوْا - دَخَلْتُنَّ - حَمِدْنَا - مَا مَدَحْنَ - ضُرِبْنَ - لَيْتَمَا خَرَجْتَ - لَيْتَمَا حَضَرْنَا - لَعَلَّمَا أَكَلْتُنَّ - كَانُوْا أَكَلُوْا - شَرَفْتُمْ - قَدْ سَمِعْتُ - قَدْ غَسَلَ - فَرِحْنَ - بَعُدَتْ - مَا نَصَرْتُمَا

اَلدَّرْسُ السَّابِعُ : সপ্তম পাঠ

اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ : أَقْسَامُهُ وَتَصْرِيفَاتُهُ

ফে‘লে মুদারে : উহার প্রকার ও রূপান্তরসমূহ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

تُصَلِّي التِّلْمِيْذَةُ صَلاَةَ الْعِشَاءِ . (ছাত্রীটি ইশার নামায পড়ছে/ পড়বে)।

لَاتُصَلِّي الْمُرْتَدَّةُ الصَّلَاةَ (ধর্মত্যাগিণী নামায পড়ছে না/ পড়বে না)।

لَنْ يَّتْرُكَ سَلْمَانُ الْاِيْمَانَ . (সালমান কখনো ঈমান ত্যাগ করবে না)।

لَمْ تَقْطَعِ الشَّجَرَةَ . (তুমি গাছ কাটনি)।

لَنُبَلِّغَنَّ الْإِسْلَامَ عِنْدَ النَّاسِ (আমরা অবশ্যই মানুষের কাছে ইসলাম পৌঁছে দেব)।

উপরের উদাহরণগুলোতে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, নিম্নরেখাবিশিষ্ট لَا تُصَلِّ , تُصَلِّ لَنْ يَتْرُكَ , لَمْ تَقْطَعْ ও لَنُبَلِّغَنَّ প্রত্যেকটি فِعْل-ই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের রূপ। এগুলো বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের অর্থ প্রকাশ করলেও এগুলোর মাঝে গঠনগত ও অর্থগত ভিন্নতা রয়েছে। যেমন-

প্রথম বাক্যে تُصَلِّ শব্দ দ্বারা সাধারণভাবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের ইতিবাচক অর্থ বোঝায়। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে لَا تُصَلِّ শব্দ দ্বারা নেতিবাচক অর্থ বোঝায়। তৃতীয় বাক্যে لَنْ يَّتْرُكَ শব্দ দ্বারা ভবিষ্যৎ কালে না করার দৃঢ়তাবাচক অর্থ বোঝায়। চতুর্থ বাক্যে لَمْ تَقْطَع শব্দ দ্বারা বর্তমান কালে অতীতের কাজে অস্বীকার করা বোঝায়। আর পঞ্চম বাক্যে لَنُبَلِّغَنَّ শব্দ দ্বারা ভবিষ্যৎ কালে কাজ করার নিশ্চয়তাসূচক অর্থ বোঝায়।

সুতরাং সাধারণত বর্তমান/ভবিষ্যৎকালীন হ্যাঁবাচক অর্থ প্রকাশ করায় تُصَلِّ শব্দটিকে পরিভাষায় اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمُثْبَتُ এবং বর্তমান/ভবিষ্যৎকালীন নাবাচক অর্থ প্রকাশ করায় لَا تُصَلِّ শব্দটিকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمَنْفِيّ বলে। আর ভবিষ্যতের কাজকে দৃঢ়ভাবে না করার প্রত্যয় ব্যক্ত করায় لَنْ يَتْرُكَ কে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمَنْفِيّ بِلَن التَّاكِيْدِ বলে।

আর لَمْ تَقْطَع শব্দ দ্বারা অতীত কালের কাজ দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করা হয়েছে, তাই এ শব্দটিকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمَنْفِيُّ بِلَمْ। আর ভবিষ্যতের কাজকে নিশ্চয়তার সাথে করার অর্থ প্রকাশ করায় لَنُبَلِّغَنَّ কে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمُؤَكَّد بِلَامِ التَّاكِيْد وَنُوْنِ التَّاكِيْدِ বলে।

اَلْقَوَاعِدُ

اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ-এর পরিচয় : যে فِعْلٌ দ্বারা বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কালে কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ বলা হয়। যেমন- يَدْرُسُ مُفِيْضٌ (মফিজ পড়ে/পড়ছে/পড়বে)।

اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ প্রকার : اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ কে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। তা হলো-

১. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمُثْبَتُ তথা হ্যাঁবাচক বর্তমান/ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়া।

২. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمَنْفِيّ তথা নাবাচক বর্তমান/ ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়া।

৩. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمَنْفِيّ بِلَمْ তথা لَمْ যোগে নাবাচক ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়া।

৪. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمَنْفِيّ بِلَن التَّاكِيْدِ তথা দৃঢ়তাজ্ঞাপক لَنْ যোগে নাবাচক ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়া।

৫. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمُؤَكَّدُ بِلَامِ التَّاكِيْدِ وَنُوْنِ التَّاكِيْدِ তথা নিশ্চয়তাজ্ঞাপক লাম ও নূনযোগে ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়া।

مُضَارِعْ-এর আলামত ও উহার ব্যবহার :

اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعْ-এর আলামত চারটি। যথা- أ - ت - ي - ن সংক্ষেপে أَتَيْنَ বলে।

১। 'هَمْزَة' 'হামযা' আসে কেবল একটি صِيْغَةٌ তথা وَاحِد مُتَكَلِّمْ -এর পূর্বে।

২। 'ت' 'তা' আসে আটটি صِيْغَةٌ-এর পূর্বে। حَاضِرْ-এর ছয়টি ও বাকি দুটি হলো-

تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ ও وَاحِدْ مُؤَنَّث غَائِبْ

৩। 'ي' 'ইয়া' আসে চারটি صِيْغَةٌ -এর পূর্বে। مُذَكَّر غَائِبْ-এর তিনটি ও বাকি একটি হলো- جَمْع مُؤَنَّث غَائِبْ

৪। 'ن' 'নূন' আসে একটি صِيْغَةٌ তথা جَمْع مُتَكَلِّمْ-এর পূর্বে।

فِعْل مُضَارِعْ-এর বৈশিষ্ট্য :

ক. فِعْلِ مُضَارِعْ -এর শেষে পাঁচ সীগাতে পেশ হয়। যথা-

١- يَفْعَلُ ٢- تَفْعَلُ ٣- تَفْعَلُ ٤-أَفْعَلُ ٥- نَفْعَلُ

খ. সাত صِيْغَةٌ -তে পেশের পরিবর্তে نُوْنٌ اِعْرَابِيٌّ যোগ হয়। যেমন-

١- يَفْعَلَانِ ٢- يَفْعَلُوْنَ ٣- تَفْعَلَانِ ٤- تَفْعَلَانِ ٥- تَفْعَلُوْنَ ٦- تَفْعَلِيْنَ ٧- تَفْعَلَانِ

গ. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعْ -এর শেষে দুটি সীগাতে مُؤَنَّثْ -এর نُوْنْ সংযুক্ত হয় এবং এ সীগাহ দুটি সাকিনের উপর مَبْنِى হয়। যথা-

١- جَمْع مُؤَنَّث غَائِبْ = يَفْعَلْنَ

٢- جَمْع مُؤَنَّث حَاضِرْ = تَفْعَلْنَ

بَيَانُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ اَلْمُثْبَت

হ্যাঁবাচক বর্তমান/ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়ার বর্ণনা

পরিচয়: اَلْمُثْبَتُ শব্দের আভিধানিক অর্থ- হ্যাঁবাচক। পরিভাষায় যে فعل দ্বারা সাধারণভাবে বর্তমান বা ভবিষ্যৎকালে কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمُثْبَت বলে। যেমন- يُكْرِمُ (সে সম্মান করছে বা করবে)।

গঠন প্রণালী: اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ থেকে اَلْفِعْلُ الْمَاضِى -এর প্রথম সীগাহ গঠন করা হয়। তবে মূল অক্ষরের তারতম্যের কারণে এ গঠনরীতিতে পৃথক পৃথক নিয়ম অবলম্বন করতে হয়। যেমন-

প্রথম পদ্ধতি: তিন অক্ষরবিশিষ্ট اَلْفِعْلُ الْمَاضِىْ থেকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ এর সীগাহসমূহ গঠন করতে হলে প্রথমে عَلَامَةُ الْمُضَارِع তথা مُضَارِعٌ এর চারটি চিহ্ন ن ـ ي ـ ت ـ أ এর যেকোনো একটি فِعْل مَاضِىْ এর সীগার শুরুতে যোগ করে শেষাক্ষরে পেশ দিতে হয় এবং فَاء كَلِمَةٌ-কে সাকিন করতে হয়। عَيْن كَلِمَةٌ তে বাব অনুসারে যবর, যের ও পেশ হয়। যেমন- نَصَرَ থেকে يَنْصُرُ ; فَتَحَ থেকে يَفْتَحُ ; ضَرَبَ থেকে يَضْرِبُ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: চার অক্ষরবিশিষ্ট اَلْفِعْلُ الْمَاضِيْ থেকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ এর সীগাহসমূহ গঠন করতে হলে فِعْل مَاضِيْ -এর প্রথমে عَلَامَةُ الْمُضَارِع যোগ করতে হয় এবং عَلَامَةُ الْمُضَارِع টি ضُمَّة তথা পেশবিশিষ্ট হয় আর فَاء كَلِمَةْ তে فَتْحَة দিতে হয়।

যেমন- بَعْثَرَ থেকে يُبَعْثِرُ ও قَنْطَرَ থেকে يُقَنْطِرُ

আর চার অক্ষরবিশিষ্ট فِعْل مَاضِيْ এর প্রথম অক্ষর যদি হামযা হয়, তাহলে فِعْل مُضَارِع-এর সীগাহ গঠনের সময় হামযা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

যেমন- أَكْرَمَ থেকে يُكْرِمُ ও أَخْرَجَ থেকে يُخْرِجُ ইত্যাদি।

তৃতীয় পদ্ধতি: فِعْل مَاضِيْ তে যদি অক্ষর সংখ্যা চারের বেশি হয়; সেক্ষেত্রেও عَلَامَةُ الْمُضَارِع টি فَتْحَة (যবর) বিশিষ্ট হয়। যেমন-
تَسَرْبَلَ থেকে يَتَسَرْبَلُ ও تَقَبَّلَ থেকে يَتَقَبَّلُ এবং اِجْتَنَبَ থেকে يَجْتَنِبُ ইত্যাদি।

بَيَانُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ اَلْمَنْفِى
নাবাচক বর্তমান/ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়ার বর্ণনা

পরিচয় : اَلْمَنْفِى এর আভিধানিক অর্থ- নাবাচক। পরিভাষায় যে فِعْل দ্বারা বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কালের কোনো কাজ না করা বা না হওয়া বোঝায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ বলে। যেমন- لَايَنَامُ (সে ঘুমায় না)।

গঠন প্রণালী : اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمُثْبَتُ এর পূর্বে না অর্থবোধক لَا অব্যয় যোগ করলে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمَنْفِيّ গঠিত হয়। এ অবস্থায় مُضَارِعُ-এর শব্দে কোনো পরিবর্তন হয় না। তবে অর্থের ক্ষেত্রে হ্যাঁবাচকের পরিবর্তে নাবাচক হয়।

যেমন- يَجْتَهِدُ থেকে لَا يَجْتَهِدُ (সে চেষ্টা করে না বা করবে না)।

بَيَانُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ اَلْمَنْفِى بِلَمْ

لَمْ যোগে নাবাচক ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়ার বর্ণনা

পরিচয়: যে فِعْل দ্বারা অতীত কালে কোনো কাজ না করা বা না হওয়ার দৃঢ়তা প্রকাশ করা হয়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمَنْفِيُّ بِلَمْ বলে। যেমন- لَمْ يَغْسِلْ (সে গোসল করেনি)।

অতীত কালের কোনো কাজের অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে اَلْمَنْفِيُّ بِلَمْ ব্যবহার করা হয়। এরূপ فِعْل শব্দগতভাবে مُضَارِع-এর হলেও এটি মূলত اَلْفِعْلُ الْمَاضِيْ اَلْمَنْفِيُّ অর্থ দেয়। যেমন- مَاضَرَبَ (সে প্রহার করেনি)। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, اَلْمَنْفِيُّ بِلَمْ এর অর্থের মাঝে না করার বা না হওয়ার অস্বীকৃতি পাওয়া যায়। এটি اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمَنْفِيُّ بِلَمِ الْجَحَدِ হিসেবে পরিচিত।

গঠন প্রণালী : اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ এর সীগার পূর্বে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক لَمْ যোগ করলেই اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمَنْفِيُّ بِلَمْ গঠিত হয়। لَمْ-টি اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ এর পূর্বে এসে চার প্রকার পরিবর্তন সাধন করে। যথা-

১. فِعْلُ مُضَارِعُ-এর অর্থকে فِعْل مَاضِيْ مَنْفِى-এর অর্থে পরিণত করে।

২. لَمْ পাঁচটি সীগার শেষে সাকিন প্রদান করে; যদি শেষ বর্ণ حَرْفُ صَحِيْحُ হয়। সীগাগুলো হলো-

ক. وَاحِد مُذَكَّر غَائِب যেমন- لَمْ يَفْعَلْ

খ. وَاحِد مُؤَنَّث غَائِب যেমন- لَمْ تَفْعَلْ

গ. وَاحِد مُذَكَّر حَاضِر যেমন- لَمْ تَفْعَلْ

ঘ. وَاحِد مُتَكَلِّم যেমন- لَمْ أَفْعَلْ

ঙ. جَمْع مُتَكَلِّم যেমন- لَمْ نَفْعَلْ

৩. শেষ বর্ণে حَرْفُ الْعِلَّةِ হলে তা বিলোপ করে দেয়। যেমন- يَخْشٰى থেকে لَمْ يَخْشَ এবং يَدْعُو থেকে لَمْ يَدْعُ ইত্যাদি।

৪. لَمْ সাতটি সীগাহ থেকে نُوْن إِعْرَابِي কে বিলোপ করে দেয়। সীগাহগুলো হলো-

تَثْنِيَة এর চারটি সীগাহ যথা-

ক. تَثْنِيَة مُذَكَّر غَائِب যেমন- لَمْ يَفْعَلَا

খ. تَثْنِيَة مُؤَنَّث غَائِب যেমন- لَمْ تَفْعَلَا

গ. تَثْنِيَة مُذَكَّر حَاضِر যেমন- لَمْ تَفْعَلَا

ঘ. تَثْنِيَة مُؤَنَّث حَاضِر যেমন- لَمْ تَفْعَلَا

جَمْع এর দুটি সীগাহ। যথা-

চ. جَمْع مُذَكَّر غَائِب যেমন- لَمْ يَفْعَلُوْا

ছ. جَمْع مُذَكَّر حَاضِر যেমন- لَمْ تَفْعَلُوْا

وَاحِدْ এর একটি যথা-

ঙ. وَاحِدْ مُؤَنَّث حَاضِر যেমন- لَمْ تَفْعَلِىْ

দুটি সীগার শেষে কোনো পরিবর্তন হয় না। যথা-

ক. جَمْع مُؤَنَّث غَائِب যেমন- لَمْ يَفْعَلْنَ

খ. جَمْع مُؤَنَّث حَاضِر যেমন- لَمْ تَفْعَلْنَ

بَيَانُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ اَلْمَنْفِيّ بِلَنِ التَّاكِيْدِ

দৃঢ়তাজ্ঞাপক لَنْ যোগে নাবাচক ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়ার বর্ণনা

পরিচয় : যে فِعْل দ্বারা ভবিষ্যৎ কালে কোনো কাজ সংঘটিত না হওয়া বা না করার দৃঢ়তা প্রকাশ করা হয়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمَنْفِيّ بِلَن التَّاكِيْدِ বলে। যেমন- لَنْ يَّفْعَلَ (সে কখনো করবে না)।

গঠন প্রণালী : اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ এর পূর্বে নাবাচক لَنْ যোগ করলে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمَنْفِيّ بِلَن التَّاكِيْدِ গঠিত হয়।

لَنْ-এর বৈশিষ্ট্য: لَنْ-এর আমল হলো-

১. لَنْ এসে مُضَارِع-কে مُسْتَقْبِلُ তথা ভবিষ্যৎ কালের অর্থ প্রদানে নির্দিষ্ট করে দেয় এবং ভবিষ্যৎ কালে কোনো কাজ কখনো না হওয়া বা না করার ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করে।

২. لَنْ এসে فِعْل مُضَارِعُ-এর পাঁচটি সীগাহ বা রূপের শেষে নসব দেয়। সীগাগুলো হলো-

ক. وَاحِد مُذَكَّر غَائِب যেমন- لَنْ يَّفْعَلَ খ. وَاحِد مُؤَنَّث غَائِب যেমন- لَنْ تَفْعَلَ

গ. وَاحِد مُذَكَّر حَاضِر যেমন- لَنْ تَفْعَلَ ঘ. وَاحِد مُتَكَلِّم যেমন- لَنْ أَفْعَلَ

ঙ. جَمْع مُتَكَلِّم যেমন- لَنْ نَفْعَلَ

৩. সাতটি সীগাহ থেকে نُوْن إِعْرَابِي কে বিলোপ করে দেয়। সীগাগুলো হলো-

ক. اَلتَّثْنِيَّة-এর চারটি সীগাহ। যথা- لَنْ يَّفْعَلَا ـ لَنْ تَفْعَلَا ـ لَنْ تَفْعَلَا ـ لَنْ تَفْعَلَا

খ. جَمْع مُذَكَّر غَائِب ও جَمْع مُذَكَّر حَاضِر এর দুটি সীগাহ।

যেমন- لَنْ يَّفْعَلُوْا – لَنْ تَفْعَلُوْا

গ. وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِر-এর একটি সীগাহ। যথা- لَنْ تَفْعَلِيْ

৪. দুটি সীগার শেষে কোনো পরিবর্তন হয় না। সীগা দুটি হলো-

ক. جَمْع مُؤَنَّث غَائِب যেমন- لَنْ يَّفْعَلْنَ খ. جَمْع مُؤَنَّث حَاضِر যেমন- لَنْ تَفْعَلْنَ

بَيَانُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ اَلْمُؤَكَّد بِلَامِ التَّاكِيْدِ وَنُوْنِ التَّاكِيْدِ

নিশ্চয়তাজ্ঞাপক لام ও نون যোগে ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়ার বর্ণনা

পরিচয় : যে فِعْل দ্বারা ভবিষ্যৎ কালে নিশ্চিতভাবে কোনো কাজ করবে বা করা হবে বোঝায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمُؤَكَّد بِلَامِ التَّاكِيْدِ وَنُوْنِ التَّاكِيْدِ বলা হয়।

গঠন প্রণালী : مُضَارِعُ-এর সীগাসমূহের শুরুতে لَامُ التَّاكِيْدِ এবং শেষে نُوْنُ التَّاكِيْدِ যোগ করলে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمُؤَكَّد بِلَامِ التَّاكِيْدِ وَنُوْنِ التَّاكِيْدِ-এর সীগাহসমূহ গঠিত হয়; لَامُ التَّاكِيْد সর্বদা যবরযুক্ত হয়। যেমন- لَيَذْهَبَنَّ (সে নিশ্চয়ই যাবে)।

نُوْنُ التَّاكِيْدِ-এর প্রকার : نُوْنُ التَّاكِيْدِ দু প্রকার । যথা-

১. نُوْنُ ثَقِيْلَةِ তথা তাশদীদবিশিষ্ট নূন। ২. نُوْنُ خَفِيْفَةِ তথা সাকিনবিশিষ্ট নূন।

نُوْنُ التَّاكِيْدِ ১৪টি সীগাহতে نُوْنُ ثَقِيْلَةِ আসে। আর ৮টি সীগাহতে نُوْنُ خَفِيْفَةِ আসে। نُوْنُ التَّاكِيْدِ আসলে ৭টি সীগাহ হতে نُوْنُ الْإِعْرَابِ বিলুপ্ত হয়। তা হলো- تَثْنِيَّة -এর চারটি ; جَمْع مُذَكَّر ও غَائِب -এর দুটি এবং وَاحِدْ مُؤَنَّثْ حَاضِر – এর ১টি সীগাহ। جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِر

نُوْنُ ثَقِيْلَةِ ও نُوْنُ خَفِيْفَةِ -এর পূর্বের হরফে ৫টি সীগাতে فَتْحَةْ হয়। সীগাহগুলো হল-

نُوْنُ خَفِيْفَةِ	نُوْنُ ثَقِيْلَةِ	
لَيَفْعَلَنْ	لَيَفْعَلَنَّ	وَاحِد مُذَكَّرْ غَائِبْ = ১.
لَتَفْعَلَنْ	لَتَفْعَلَنَّ	وَاحِد مُؤَنَّثْ غَائِبْ = ২.
لَتَفْعَلَنْ	لَتَفْعَلَنَّ	وَاحِد مُذَكَّرْ حَاضِرْ = ৩.
لَأَفْعَلَنْ	لَأَفْعَلَنَّ	وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ = ৪.
لَنَفْعَلَنْ	لَنَفْعَلَنَّ	جَمْع مُتَكَلِّمْ = ৫.

আর جَمْع مُذَكَّر غَائِب ও جمع مذكر حاضر -এর واو এবং واحد مؤنث حاضر - এর ياء - টি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যেমন–

خَفِيْفَةْ	ثَقِيْلَةْ
لَيَفْعَلُنْ	لَيَفْعَلُنَّ
لَتَفْعَلُنْ	لَتَفْعَلُنَّ
لَتَفْعَلِنْ	لَتَفْعَلِنَّ

আর نُوْنُ ثَقِيْلَةِ-টি الف -এর পরে আসলে كَسْرَة বিশিষ্ট হবে। আর অন্য সীগাহগুলোতে فَتْحَة বিশিষ্ট হবে। نُوْنُ خَفِيْفَةِ যে ৮টি সীগাহর মধ্যে আসে সেগুলো হলো–

١– وَاحِد مذكر غائب ٢– جمع مذكر غائب ٣– وَاحِد مؤنث غائب ٤– وَاحِد مذكر حاضر

٥– جمع مذكر حاضر ٦– وَاحِد مؤنث حاضر ٧– وَاحِد متكلم ٨– جمع متكلم

تصْرِيْفُ الْفَعْلِ الْمُضَارِعِ اَلْمُثْبَت لِلْمَعْرُوْفِ

হ্যাঁ-বাচক বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালীন কর্তৃবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

تَصْرِيْفٌ : রূপান্তর	مَعْنَى : অর্থ	اِسْمُ الصِّيْغَةِ
يَنْصُرُ	সে (একজন পুরুষ) সাহায্য করছে/করবে	وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ
يَنْصُرَانِ	তারা (দুজন পুরুষ) সাহায্য করছে/করবে	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ
يَنْصُرُوْنَ	তারা (সকল পুরুষ) সাহায্য করছে/করবে	جَمْعْ مُذَكَّر غَائِبْ
تَنْصُرُ	সে (একজন স্ত্রী) সাহায্য করছে/করবে	وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ
تَنْصُرَانِ	তারা (দুজন স্ত্রী) সাহায্য করছে/করবে	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ
يَنْصُرْنَ	তারা (সকল স্ত্রী) সাহায্য করছে/করবে	جَمْعْ مُؤَنَّث غَائِبْ
تَنْصُرُ	তুমি (একজন পুরুষ) সাহায্য করছো/করবে	وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ
تَنْصُرَانِ	তোমরা (দুজন পুরুষ) সাহায্য করছো/করবে	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ
تَنْصُرُوْنَ	তোমরা (সকল পুরুষ) সাহায্য করছো/করবে	جَمْعْ مُذَكَّر حَاضِرْ
تَنْصُرِيْنَ	তুমি (একজন স্ত্রী) সাহায্য করছো/করবে	وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ
تَنْصُرَانِ	তোমরা (দুজন স্ত্রী) সাহায্য করছো/করবে	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
تَنْصُرْنَ	তোমরা (সকল স্ত্রী) সাহায্য করছো/করবে	جَمْعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
أَنْصُرُ	আমি (একজন পুরুষ/স্ত্রী) সাহায্য করছি/করব	وَاحِد مُتَكَلِّمْ
نَنْصُرُ	আমরা (দুজন/সকল পুরুষ/স্ত্রী) সাহায্য করছি/করব	جَمْعْ مُتَكَلِّمْ

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ اَلْمُثْبَتِ لِلْمَجْهُوْلِ

হ্যাঁ-বাচক বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালীন কর্মবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

গঠন প্রণালী : مُضَارِعْ مَعْرُوْفْ হতে مُضَارِعْ مَجْهُوْلْ গঠন করতে হয়। عَلَامَةُ الْمُضَارِعْ - তে পেশ এবং عَيْنْ كَلِمَةْ -তে যবর না থাকলে যবর দিতে হয় এবং لَامْ كَلِمَةْ কে পূর্বের অবস্থায় বহাল রাখলে مُضَارِعْ مَجْهُوْلْ গঠিত হয় । যেমন- يَفْعَلُ থেকে يُفْعَلُ ।

تَصْرِيْفٌ : রূপান্তর	مَعْنَى : অর্থ	اِسْمُ الصِّيْغَةِ
يُنْصَرُ	সে (একজন পুং) সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছে বা হবে	وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ
يُنْصَرَانِ	তারা (দুজন পুং) সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছে বা হবে	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ
يُنْصَرُوْنَ	তারা (সকল পুং) সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছে বা হবে	جَمْعْ مُذَكَّر غَائِبْ
تُنْصَرُ	সে (একজন স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছে বা হবে	وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ
تُنْصَرَانِ	তারা (দুজন স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছে বা হবে	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ
يُنْصَرْنَ	তারা (সকল স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছে বা হবে	جَمْعْ مُؤَنَّث غَائِبْ
تُنْصَرُ	তুমি (একজন পুং) সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছো বা হবে	وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ
تُنْصَرَانِ	তোমরা (দুজন পুং) সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছো বা হবে	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ
تُنْصَرُوْنَ	তোমরা (সকল পুং) সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছো বা হবে	جَمْعْ مُذَكَّر حَاضِرْ
تُنْصَرِيْنَ	তুমি (একজন স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছো বা হবে	وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ
تُنْصَرَانِ	তোমরা (দুজন স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছো বা হবে	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
تُنْصَرْنَ	তোমরা (সকল স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছো বা হবে	جَمْعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
أُنْصَرُ	আমি (একজন পুরুষ/স্ত্রী)সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছি বা হব	وَاحِد مُتَكَلِّمْ
نُنْصَرُ	আমরা (দুজন/সকল পুং/স্ত্রী)সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছি বা হব	جَمْعْ مُتَكَلِّمْ

২০১৮

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ اَلْمَنْفِيِّ لِلْمَعْرُوْفِ

না-বাচক বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালীন কর্তৃবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

গঠন প্রণালী : مُضَارِعٌ مُثْبَتٌ مَعْرُوْفٌ -এর পূর্বে না-অর্থবোধক 'لَا' যোগ করলে مُضَارِعٌ مَنْفِيٌّ مَعْرُوْفٌ গঠিত হয়। তবে এ 'لَا' হ্যাঁ-বোধক অর্থকে না-বোধকে পরিবর্তন করা ব্যতীত অন্য কোনো আমল করে না। যেমন- يَفْعَلُ হতে لَا يَفْعَلُ

تَصْرِيْفٌ : রূপান্তর	مَعْنَى : অর্থ	اِسْمُ الصِّيْغَةِ
لَا يَنْصُرُ	সে (একজন পুং) সাহায্য করছে না/করবে না	وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ
لَا يَنْصُرَانِ	তারা (দুজন পুং) সাহায্য করছে না/করবে না	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ
لَا يَنْصُرُوْنَ	তারা (সকল পুং) সাহায্য করছে না/করবে না	جَمَعْ مُذَكَّر غَائِبْ
لَا تَنْصُرُ	সে (একজন স্ত্রী) সাহায্য করছে না/করবে না	وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ
لَا تَنْصُرَانِ	তারা (দুজন স্ত্রী) সাহায্য করছে না/করবে না	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ
لَا يَنْصُرْنَ	তারা (সকল স্ত্রী) সাহায্য করছে না/করবে না	جَمَعْ مُؤَنَّث غَائِبْ
لَا تَنْصُرُ	তুমি (একজন পুং) সাহায্য করছো না/করবে না	وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ
لَا تَنْصُرَانِ	তোমরা (দুজন পুং) সাহায্য করছো না/করবে না	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ
لَا تَنْصُرُوْنَ	তোমরা (সকল পুং) সাহায্য করছো না/করবে না	جَمَعْ مُذَكَّر حَاضِرْ
لَا تَنْصُرِيْنَ	তুমি (একজন স্ত্রী) সাহায্য করছো না/করবে না	وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ
لَا تَنْصُرَانِ	তোমরা (দুজন স্ত্রী) সাহায্য করছো না/করবে না	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
لَا تَنْصُرْنَ	তোমরা (সকল স্ত্রী) সাহায্য করছো না/করবে না	جَمَعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
لَا أَنْصُرُ	আমি (একজন পুং/স্ত্রী) সাহায্য করছি না/করব না	وَاحِد مُتَكَلِّمْ
لَا نَنْصُرُ	আমরা (দুজন/সকল পুং/স্ত্রী) সাহায্য করছি না/করব না	جَمَعْ مُتَكَلِّمْ

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ اَلْمَنْفِيِّ لِلْمَجْهُوْلْ

না-বাচক বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালীন কর্মবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

গঠন প্রণালী : مُضَارِعُ مُثْبَتُ مَجْهُوْلْ -এর পূর্বে না-অর্থবোধক ‘لَا’ যোগ করলে مُضَارِعُ مَنْفِيُّ مَجْهُوْلْ গঠিত হয়। যেমন- يُفْعَلُ হতে لَا يُفْعَلُ

تَصْرِيْفٌ : রূপান্তর	مَعْنَى : অর্থ	اِسْمُ الصِّيْغَةِ
لَا يُنْصَرُ	সে (একজন পুং) সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছে না/হবে না	وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ
لَا يُنْصَرَانِ	তারা (দুজন পুং) সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছে না/হবে না	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ
لَا يُنْصَرُوْنَ	তারা (সকল পুং) সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছে না/হবে না	جَمْعْ مُذَكَّر غَائِبْ
لَا تُنْصَرُ	সে (একজন স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছে না/হবে না	وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ
لَا تُنْصَرَانِ	তারা (দুজন স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছে না/হবে না	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ
لَا يُنْصَرْنَ	তারা (সকল স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছে না/হবে না	جَمْعْ مُؤَنَّث غَائِبْ
لَا تُنْصَرُ	তুমি (একজন পুং) সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছো না/হবে না	وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ
لَا تُنْصَرَانِ	তোমরা (দুজন পুং) সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছো না/হবে না	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ
لَا تُنْصَرُوْنَ	তোমরা (সকল পুং) সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছো না/হবে না	جَمْعْ مُذَكَّر حَاضِرْ
لَا تُنْصَرِيْنَ	তুমি (একজন স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছো না/হবে না	وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ
لَا تُنْصَرَانِ	তোমরা (দুজন স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছো না/হবে না	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
لَا تُنْصَرْنَ	তোমরা (সকল স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছো না/হবে না	جَمْعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
لَا أُنْصَرُ	আমি (একজন পুং/স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছি না/হব না	وَاحِد مُتَكَلِّمْ
لَا نُنْصَرُ	আমরা (দুজন/সকল পুং/স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছি না/হব না	جَمْعْ مُتَكَلِّمْ

২০১৮

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ اَلْمَنْفِى اَلْمَجْحُوْدِ بلَم لِلْمَعْرُوْف

لَمْ যুক্ত অস্বীকারজ্ঞাপক না-বোধক ভবিষ্যৎকালীন কর্তৃবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

তَصْرِيْفٌ : রূপান্তর	مَعْنَى : অর্থ	اِسْمُ الصِّيْغَةِ
لَمْ يَنْصُرْ	সে (একজন পুরুষ) সাহায্য করেনি	وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ
لَمْ يَنْصُرَا	তারা (দুজন পুরুষ) সাহায্য করেনি	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ
لَمْ يَنْصُرُوْا	তারা (সকল পুরুষ) সাহায্য করেনি	جَمَعْ مُذَكَّر غَائِبْ
لَمْ تَنْصُرْ	সে (একজন স্ত্রী) সাহায্য করেনি	وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ
لَمْ تَنْصُرَا	তারা (দুজন স্ত্রী) সাহায্য করেনি	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ
لَمْ يَنْصُرْنَ	তারা (সকল স্ত্রী) সাহায্য করেনি	جَمَعْ مُؤَنَّث غَائِبْ
لَمْ تَنْصُرْ	তুমি (একজন পুরুষ) সাহায্য করনি	وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ
لَمْ تَنْصُرَا	তোমরা (দুজন পুরুষ) সাহায্য করনি	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ
لَمْ تَنْصُرُوْا	তোমরা (সকল পুরুষ) সাহায্য করনি	جَمَعْ مُذَكَّر حَاضِرْ
لَمْ تَنْصُرِىْ	তুমি (একজন স্ত্রী) সাহায্য করনি	وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ
لَمْ تَنْصُرَا	তোমরা (দুজন স্ত্রী) সাহায্য করনি	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
لَمْ تَنْصُرْنَ	তোমরা (সকল স্ত্রী) সাহায্য করনি	جَمَعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
لَمْ أَنْصُرْ	আমি (একজন পুরুষ/স্ত্রী) সাহায্য করিনি	وَاحِد مُتَكَلِّمْ
لَمْ نَنْصُرْ	আমরা (দুজন/সকল পুং/স্ত্রী) সাহায্য করিনি	جَمَعْ مُتَكَلِّمْ

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمَنْفِى الْمَجْحُوْدِ بَلَم لِلْمَعْرُوْف

لَم যুক্ত অস্বীকারজ্ঞাপক না-বোধক ভবিষ্যৎকালীন কর্তৃবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

تَصْرِيْفٌ : রূপান্তর	مَعْنَى : অর্থ	اِسْمُ الصِّيْغَةِ
لَمْ يُنْصَرْ	সে (একজন পুরুষ) সাহায্যপ্রাপ্ত হয়নি	وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ
لَمْ يُنْصَرَا	তারা (দুজন পুরুষ) সাহায্যপ্রাপ্ত হয়নি	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ
لَمْ يُنْصَرُوْا	তারা (সকল পুরুষ) সাহায্যপ্রাপ্ত হয়নি	جَمْعْ مُذَكَّر غَائِبْ
لَمْ تُنْصَرْ	সে (একজন স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হয়নি	وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ
لَمْ تُنْصَرَا	তারা (দুজন স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হয়নি	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ
لَمْ يُنْصَرْنَ	তারা (সকল স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হয়নি	جَمْعْ مُؤَنَّث غَائِبْ
لَمْ تُنْصَرْ	তুমি (একজন পুরুষ) সাহায্যপ্রাপ্ত হওনি	وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ
لَمْ تُنْصَرَا	তোমরা (দুজন পুরুষ) সাহায্যপ্রাপ্ত হওনি	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ
لَمْ تُنْصَرُوْا	তোমরা (সকল পুরুষ) সাহায্যপ্রাপ্ত হওনি	جَمْعْ مُذَكَّر حَاضِرْ
لَمْ تُنْصَرِيْ	তুমি (একজন স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হওনি	وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ
لَمْ تُنْصَرَا	তোমরা (দুজন স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হওনি	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
لَمْ تُنْصَرْنَ	তোমরা (সকল স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হওনি	جَمْعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
لَمْ أُنْصَرْ	আমি (একজন পুরুষ/স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হইনি	وَاحِد مُتَكَلِّمْ
لَمْ نُنْصَرْ	আমরা (দুজন/সকল পুং/স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হইনি	جَمْعْ مُتَكَلِّمْ

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ اَلْمُضَارِعِ الْمَنْفِيِّ الْمُؤَكَّدِ بَلَنْ لِلْمَعْرُوْفِ

لَنْ যুক্ত না-বাচক দৃঢ়তাসূচক ভবিষ্যৎকালীন কর্তৃবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

تَصْرِيْفٌ : রূপান্তর	مَعْنَى : অর্থ	اِسْمُ الصِّيْغَةِ
لَنْ يَّنْصُرَ	সে (একজন পুরুষ) কখনো সাহায্য করবে না	وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ
لَنْ يَّنْصُرَا	তারা (দুজন পুরুষ) কখনো সাহায্য করবে না	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ
لَنْ يَّنْصُرُوْا	তারা (সকল পুরুষ) কখনো সাহায্য করবে না	جَمَعْ مُذَكَّر غَائِبْ
لَنْ تَنْصُرَ	সে (একজন স্ত্রী) কখনো সাহায্য করবে না	وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ
لَنْ تَنْصُرَا	তারা (দুজন স্ত্রী) কখনো সাহায্য করবে না	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ
لَنْ يَّنْصُرْنَ	তারা (সকল স্ত্রী) কখনো সাহায্য করবে না	جَمَعْ مُؤَنَّث غَائِبْ
لَنْ تَنْصُرَ	তুমি (একজন পুরুষ) কখনো সাহায্য করবে না	وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ
لَنْ تَنْصُرَا	তোমরা (দুজন পুরুষ) কখনো সাহায্য করবে না	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ
لَنْ تَنْصُرُوْا	তোমরা (সকল পুরুষ) কখনো সাহায্য করবে না	جَمَعْ مُذَكَّر حَاضِرْ
لَنْ تَنْصُرِىْ	তুমি (একজন স্ত্রী) কখনো সাহায্য করবে না	وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ
لَنْ تَنْصُرَا	তোমরা (দুজন স্ত্রী) কখনো সাহায্য করবে না	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
لَنْ تَنْصُرْنَ	তোমরা (সকল স্ত্রী) কখনো সাহায্য করবে না	جَمَعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
لَنْ أَنْصُرَ	আমি (একজন পুরুষ/স্ত্রী) কখনো সাহায্য করব না	وَاحِد مُتَكَلِّمْ
لَنْ نَّنْصُرَ	আমরা (দুজন/সকল পুং/স্ত্রী) কখনো সাহায্য করব না	جَمَعْ مُتَكَلِّمْ

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ اَلْمُضَارِعِ الْمَنْفِيِّ الْمُؤَكَّدِ بَلَنْ لِلْمَجْهُوْل

لَنْ যুক্ত না-বাচক দৃঢ়তাসূচক ভবিষ্যৎকালীন কর্মবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

রূপান্তর : تَصْرِيْفٌ	অর্থ : مَعْنَى	اِسْمُ الصِّيْغَةِ
لَنْ يُّنْصَرَ	সে (একজন পুরুষ) কখনো সাহায্যকৃত হবে না	وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ
لَنْ يُّنْصَرَا	তারা (দুজন পুরুষ) কখনো সাহায্যকৃত হবে না	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ
لَنْ يُّنْصَرُوْا	তারা (সকল পুরুষ) কখনো সাহায্যকৃত হবে না	جَمْعْ مُذَكَّر غَائِبْ
لَنْ تُنْصَرَ	সে (একজন স্ত্রী) কখনো সাহায্যকৃত হবে না	وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ
لَنْ تُنْصَرَا	তারা (দুজন স্ত্রী) কখনো সাহায্যকৃত হবে না	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ
لَنْ يُّنْصَرْنَ	তারা (সকল স্ত্রী) কখনো সাহায্যকৃত হবে না	جَمْعْ مُؤَنَّث غَائِبْ
لَنْ تُنْصَرَ	তুমি (একজন পুরুষ) কখনো সাহায্যকৃত হবে না	وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ
لَنْ تُنْصَرَا	তোমরা (দুজন পুরুষ) কখনো সাহায্যকৃত হবে না	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ
لَنْ تُنْصَرُوْا	তোমরা (সকল পুরুষ) কখনো সাহায্যকৃত হবে না	جَمْعْ مُذَكَّر حَاضِرْ
لَنْ تُنْصَرِىْ	তুমি (একজন স্ত্রী) কখনো সাহায্যকৃত হবে না	وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ
لَنْ تُنْصَرَا	তোমরা (দুজন স্ত্রী) কখনো সাহায্যকৃত হবে না	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
لَنْ تُنْصَرْنَ	তোমরা (সকল স্ত্রী) কখনো সাহায্যকৃত হবে না	جَمْعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
لَنْ أُنْصَرَ	আমি (একজন পুং/স্ত্রী) কখনো সাহায্যকৃত হব না	وَاحِد مُتَكَلِّمْ
لَنْ نُنْصَرَ	আমরা (দুজন/সকলপুং/স্ত্রী) কখনো সাহায্যকৃত হব না	جَمْعْ مُتَكَلِّمْ

২০১৮

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ اَلْمُؤَكَّد بِلَامِ التَّاكِيْدِ وَنُوْنِ التَّاكِيْدِ اَلثَّقِيْلَةِ لِلْمَعْرُوْفِ

নিশ্চয়তাসূচক لام এবং তাশদীদযুক্ত نون যোগে ভবিষ্যৎকালীন কর্তৃবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

রূপান্তর : تَصْرِيْفٌ	অর্থ : مَعْنَى	اِسْمُ الصِّيْغَةِ
لَيَنْصُرَنَّ	নিশ্চয়ই সে (একজন পুরুষ) সাহায্য করবে	وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ
لَيَنْصُرَانِّ	নিশ্চয়ই তারা (দুজন পুরুষ) সাহায্য করবে	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ
لَيَنْصُرُنَّ	নিশ্চয়ই তারা (সকল পুরুষ) সাহায্য করবে	جَمْعْ مُذَكَّر غَائِبْ
لَتَنْصُرَنَّ	নিশ্চয়ই সে (একজন স্ত্রী) সাহায্য করবে	وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ
لَتَنْصُرَانِّ	নিশ্চয়ই তারা (দুজন স্ত্রী) সাহায্য করবে	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ
لَيَنْصُرْنَانِّ	নিশ্চয়ই তারা (সকল স্ত্রী) সাহায্য করবে	جَمْعْ مُؤَنَّث غَائِبْ
لَتَنْصُرَنَّ	নিশ্চয়ই তুমি (একজন পুরুষ) সাহায্য করবে	وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ
لَتَنْصُرَانِّ	নিশ্চয়ই তোমরা (দুজন পুরুষ) সাহায্য করবে	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ
لَتَنْصُرُنَّ	নিশ্চয়ই তোমরা (সকল পুরুষ) সাহায্য করবে	جَمْعْ مُذَكَّر حَاضِرْ
لَتَنْصُرِنَّ	নিশ্চয়ই তুমি (একজন স্ত্রী) সাহায্য করবে	وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ
لَتَنْصُرَانِّ	নিশ্চয়ই তোমরা (দুজন স্ত্রী) সাহায্য করবে	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
لَتَنْصُرْنَانِّ	নিশ্চয়ই তোমরা (সকল স্ত্রী) সাহায্য করবে	جَمْعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
لَأَنْصُرَنَّ	নিশ্চয়ই আমি (একজন পুং/স্ত্রী) সাহায্য করব	وَاحِد مُتَكَلِّمْ
لَنَنْصُرَنَّ	নিশ্চয়ই আমরা (দুজন/সকল পুং/স্ত্রী) সাহায্য করব	جَمْعْ مُتَكَلِّمْ

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ اَلْمُؤَكَّد بِلَامِ التَّاكِيْدِ وَنُوْنُ التَّاكِيْدِ اَلْخَفِيْفَة لِلْمَعْرُوْفِ

নিশ্চয়তাসূচক لام এবং জযমযুক্ত نون যোগে ভবিষ্যৎকালীন কর্তৃবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

রূপান্তর : تَصْرِيْفٌ	অর্থ : مَعْنَى	اِسْمُ الصِّيْغَةِ
لَيَنْصُرَنْ	নিশ্চয়ই সে (একজন পুরুষ) সাহায্য করবে	وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ
لَيَنْصُرُنْ	নিশ্চয়ই তারা (সকল পুরুষ) সাহায্য করবে	جَمْعْ مُذَكَّر غَائِبْ
لَتَنْصُرَنْ	নিশ্চয়ই সে (একজন স্ত্রী) সাহায্য করবে	وَاحِدِ مُؤَنَّث غَائِبْ
لَتَنْصُرَنْ	নিশ্চয়ই তুমি (একজন পুরুষ) সাহায্য করবে	وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ
لَتَنْصُرُنْ	নিশ্চয়ই তোমরা (সকল পুরুষ) সাহায্য করবে	جَمْعْ مُذَكَّر حَاضِرْ
لَتَنْصُرِنْ	নিশ্চয়ই তুমি (একজন স্ত্রী) সাহায্য করবে	وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ
لَأَنْصُرَنْ	নিশ্চয়ই আমি (একজন পুং/স্ত্রী) সাহায্য করব	وَاحِد مُتَكَلِّمْ
لَنَنْصُرَنْ	নিশ্চয়ই আমরা (দুজন/সকল পুং/স্ত্রী) সাহায্য করব	جَمْعْ مُتَكَلِّمْ

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। مُضَارِعْ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। اَلْمُضَارِعُ الْمُثْبَتُ الْمَعْرُوْفُ -এর পরিচয় উদাহরণসহ লেখ।

৩। فِعْل مُضَارِعْ مُثْبَتْ مَعْرُوْف -এর গঠন প্রণালী উদাহরণসহ লেখ।

৪। مُضَارِعْ-এর আলামত কয়টি ও কী কী? কোন কোন সীগায় কোন আলামত ব্যবহৃত হয়?

৫। কোন সাত সীগাহতে نُوْنِ اِعْرَابِىْ যোগ হয়? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৬। فِعْل مُضَارِعْ مَنْفِى مُؤَكَّدْ بَلَنْ - এর গঠনপ্রণালী উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৭। لَنْ যে পাঁচটি صِيْغَةْ-এর শেষে فَتْحَةْ প্রদান করে সেগুলো কী কী? উল্লেখ কর।

৮। لَنْ যে সাতটি صِيْغَة থেকে نُوْنُ الْإِعْرَابْ-কে বিলুপ্ত করে সেগুলো কী কী? উল্লেখ কর।

৯। مُضَارِعْ مَنْفِى بَلَمْ -এর গঠনপ্রণালী উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

১০। لَمْ যে পাঁচ صِيْغَةْ -এর শেষে سُكُوْن প্রদান করে সেগুলো উলেখ কর।

১১। لَمْ যে সাতটি صِيْغَةْ থেকে نُوْنُ الْإِعْرَابْ -কে বিলুপ্ত করে দেয় সেগুলো লেখ।

১২। নিচের ফে'লগুলোর صِيْغَةْ নির্ণয় কর:

يَجْلِسَانِ – تَفْتَحَانِ – نَذْهَبُ – تَجْمَعِيْنَ – يَنْصُرْنَ – يَغْسِلُوْنَ – تَسْمَعُوْنَ – اَقْرَأُ – تَؤْخُذْنَ
يَنْصُرُ – تَغْسِلُ – تَضْرِبِيْنَ – تَؤْخُذُوْنَ – تَظْلِمْنَ – أَمْدَحُ .

১৩। নিচের فِعْل গুলোকে مُضَارِعْ مَنْفِي مُؤَكَّدْ بَلَنْ -এর সীগায় রূপান্তর কর :

يَضْحَكُ – يَلْعَبُ – يَسْمَعُ – يَجْلِسُ – يَدْ خُلُ .

১৪। নিচের فِعْل গুলোকে পূর্বে لن ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন কর :

يَأْكُلُ – تَلْعَبُ – تَشْرَبِيْنَ – تَقْرَأْنَ – تَنْصُرْنَ – يَفْتَحُوْنَ.

১৫। নিচের فِعْل গুলোকে مُضَارِعْ مَنْفِى بَلَمْ -এর সীগায় রূপান্তর কর :

يَلْعَبُ – تَرْجِعُوْنَ – يَضْرِبُوْنَ – تَضْرِبِيْنَ – تَلْعَبَانِ – يَقْرَؤُوْنَ – تَجْلِسِيْنَ .

১৬। নিচের فِعْل গুলোকে لَمْ ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন কর :

يَقْعَدَانِ – يَزْرَعُوْنَ – يَنَامَانِ – تَغْلِبُوْنَ – تَضْحَكِيْنَ

اَلدَّرْسُ الثَّامِنُ : অষ্টম পাঠ

فِعْلُ الْأَمْرِ وَتَصْرِيْفَاتُهُ

ফে‘লে আমর ও উহার রূপান্তরসমূহ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ . (পড়ুন, আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন)।

اُدْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً . (তোমরা পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামে প্রবেশ কর)।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ . (বলুন! তিনি আল্লাহ এক)।

উপরের উদাহরণগুলোতে লক্ষ্য করলে তুমি দেখবে যে, নিম্নে দাগ দেয়া প্রত্যেকটি শব্দ فِعْلُ الْأَمْرِ এবং প্রত্যেকটি ফে‘ল দ্বারা কোনো কিছু করার আদেশ বোঝায়।

اَلْقَوَاعِدُ

فِعْلُ الْأَمْرِ-এর পরিচয় : যে فعل তথা ক্রিয়া দ্বারা কোনো কাজের আদেশ করা বোঝায়, তাকে فِعْلُ الْأَمْرِ তথা আদেশসূচক ক্রিয়া বলে। যেমন– اِذْهَبْ (তুমি যাও), اِقْرَأْ (তুমি পড়) ইত্যাদি।

গঠনের নিয়ম : فِعْلُ الْأَمْرِ -কে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

১। أَمْرُ حَاضِرٍ , ২। أَمْرُ غَائِبٍ ও ৩। أَمْرُ مُتَكَلِّمٍ

أَمْرُ حَاضِرٍ-কে مُضَارِعْ حَاضِرْ হতে; أَمْرُ غَائِبٍ-কে مُضَارِعْ غَائِبْ হতে এবং أَمْرُ حَاضِرٍ-কে مُضَارِعْ مُتَكَلِّمْ হতে গঠন করতে হয়। আর أَمْرُ مَجْهُوْل-কে مُضَارِعْ مَجْهُوْل হতে গঠন করা হয়।

أَمْرُ حَاضِرْ مَعْرُوْف-এর গঠন প্রণালী :

أَمْرُ حَاضِرْ مَعْرُوْف হতে مُضَارِعْ حَاضِرْ مَعْرُوْف গঠন করা হয়। যথা–

ক. প্রথমে فِعْل مُضَارِعْ-এর শুরু থেকে عَلَامَةُ الْمُضَارِعْ-কে বিলুপ্ত করে দিতে হয়।

খ. বিলুপ্ত আলামতের পরবর্তী অক্ষর হরকতবিশিষ্ট হলে لَامْ كَلِمَةْ তথা শেষ অক্ষরের প্রতি লক্ষ্য করতে হয়। لَامْ كَلِمَةْ যদি حَرْفْ صَحِيْحْ হয়, তাহলে সাকিন করতে হয়। যেমন- تَعِدُ হতে عِدْ ও تَضَعُ হতে ضَعْ এবং تَهَبُ হতে هَبْ ইত্যাদি।

গ. আর لَامْ كَلِمَةْ তথা শেষ অক্ষরটি যদি حَرْفُ عِلَّةْ হয়, তবে তাকে বিলুপ্ত করতে হয়। যেমন- تَقِيْ থেকে قِ ও تَلِيْ হতে لِ ইত্যাদি।

ঘ. عَلامَةُ الْمُضَارِعْ বিলুপ্ত করার পর যদি পরবর্তী অক্ষরটি সাকিনবিশিষ্ট হয়, তাহলে দেখতে হবে عَيْنْ كَلِمَةْ তথা দ্বিতীয় অক্ষরে কি হরকত আছে। যদি তাতে فَتْحَةْ বা كَسْرَةْ থাকে, তাহলে শুরুতে একটি كَسْرَةْ তথা যেরবিশিষ্ট هَمْزَةُ الْوَصْلِ যোগ করতে হয় এবং لَامْ كَلِمَةْ তথা শেষ অক্ষরটি حَرْفِ صَحِيْحْ হলে, তাকে সাকিন করতে হয়। যেমন- تَضْرِبُ হতে اِضْرِبْ ও تَفْتَحُ হতে اِفْتَحْ

আর لَامْ كَلِمَةْ তথা শেষ অক্ষরটি حَرْفِ عِلَّةْ হলে, তাকে বিলুপ্ত করতে হয়। যেমন-تَرْمِيْ হতে اِرْمِ ও تَخْشَى হতে اِخْشَ ইত্যাদি।

ঙ. عَيْنْ كَلِمَةْ তথা দ্বিতীয় অক্ষরটি যদি مَضْمُوْمْ তথা পেশবিশিষ্ট হলে শুরুতে একটি ضَمَّةْ বিশিষ্ট هَمْزَةُ الْوَصْلِ যোগ করতে হয় এবং لَامْ كَلِمَةْ হরফে সহীহ হলে তাকে সাকিন করতে হয়। যেমন- تَنْصُرُ হতে اُنْصُرْ ও تَدْخُلُ হতে اُدْخُلْ;

আর لَامْ كَلِمَةْ তথা শেষ অক্ষরটি حَرْفِ عِلَّةْ হলে তাকে বিলুপ্ত করতে হয়। যেমন- تَدْعُوْ হতে اُدْعُ ও تَتْلُوْ হতে اُتْلُ ইত্যাদি।

চ. فِعْلُ الأَمْرِ -এর সীগাহগুলো থেকে نُوْنُ الْاِعْرَابْ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

أَمْرُ غَائِب ও مُتَكَلِّم مَعْرُوْف-এর গঠন প্রণালী :

أَمْرُ **مُضَارِع مُتَكَلِّم مَعْرُوْف** থেকে **أَمْرُ غَائِب مَعْرُوْف** এবং **مُضَارِع غَائِب مَعْرُوْف** থেকে **مُتَكَلِّم مَعْرُوْف** গঠন করতে হয়।

প্রথমে মুদারে صِيْغَةْ-এর শুরুতে যেরযুক্ত لَامُ الْأَمْرِ যোগ করতে হবে। অতঃপর لَامْ كَلِمَةْ তথা শেষ অক্ষরটি حَرْفِ صَحِيْحْ হলে সাকিন করতে হয়।

আর حَرْفُ عِلَّةْ হলে তাকে বিলুপ্ত করতে হয়। যেমন- يَنْصُرُ থেকে لِيَنْصُرْ ও يَدْعُو থেকে لِيَدْعُ ও اَفْعَلُ থেকে لِأَفْعَلْ এবং أُدْعُو থেকে لِأَدْعُ ইত্যাদি।

أَمْرُ حَاضِرُ مَجْهُوْلُ -এর গঠন প্রণালী :

مُضَارِع حَاضِر مَجْهُوْل থেকে أَمْر حَاضِر مَجْهُوْل; গঠন করতে হয়। مُضَارِع حَاضِر مَجْهُوْل - এর صِيْغَةْ-এর শুরুতে যেরযুক্ত لَامُ الْأَمْرِ যোগ করতে হয় এবং لَامْ كَلِمَةْ তথা শেষ অক্ষরটি حَرْفِ صَحِيْحْ হলে সাকিন করতে হয়। যেমন- تَنْصُرُ থেকে لِتَنْصُرْ

আর যদি لَامْ كَلِمَةْ টি حَرْفِ عِلَّةْ হয়, তবে তাকে বিলুপ্ত করতে হয়। যেমন- تَدْعُو থেকে لِتَدْعُ; لَامُ الأَمْرِ শব্দের প্রথমে যেরযুক্ত হয় এবং পূর্বে কিছু যুক্ত হলে সাকিন হয়। যেমন– لِيَعْبُدُوْا ও فَلْيَعْبُدُوْا

تَصْرِيْفُ فِعْلِ الْاَمْرِ الْـحَاضِرِ لِلْمَعْرُوْفِ

আদেশসূচক মধ্যম পুরুষ কর্তৃবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

تَصْرِيْفٌ : রূপান্তর	مَعْنَى : অর্থ	اِسْمُ الصِّيْغَةِ
اُنْصُرْ	তুমি (একজন পুরুষ) সাহায্য কর	وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ
اُنْصُرَا	তোমরা (দুজন পুরুষ) সাহায্য কর	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ
اُنْصُرُوْا	তোমরা (সকল পুরুষ) সাহায্য কর	جَمْعْ مُذَكَّر حَاضِرْ
اُنْصُرِىْ	তুমি (একজন স্ত্রী) সাহায্য কর	وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ
اُنْصُرَا	তোমরা (দুজন স্ত্রী) সাহায্য কর	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
اُنْصُرْنَ	তোমরা (সকল স্ত্রী) সাহায্য কর	جَمْعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ

تَصْرِيْفُ فِعْلِ الْأَمْرِ الْغَائِبِ وَالْمُتَكَلِّمِ لِلْمَعْرُوْفِ

আদেশসূচক নাম পুরুষ ও উত্তম পুরুষ কর্তৃবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

تَصْرِيْفُ : রূপান্তর	مَعْنَى : অর্থ	اِسْمُ الصِّيْغَةِ
لِيَنْصُرْ	সে (একজন পুরুষ) যেন সাহায্য করে	وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ
لِيَنْصُرَا	তারা (দুজন পুরুষ) যেন সাহায্য করে	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ
لِيَنْصُرُوْا	তারা (সকল পুরুষ) যেন সাহায্য করে	جَمَعْ مُذَكَّر غَائِبْ
لِتَنْصُرْ	সে (একজন স্ত্রী) যেন সাহায্য করে	وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ
لِتَنْصُرَا	তারা (দুজন স্ত্রী) যেন সাহায্য করে	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث غَائِبْ
لِيَنْصُرْنَ	তারা (সকল স্ত্রী) যেন সাহায্য করে	جَمَعْ مُؤَنَّث غَائِبْ
لِأَنْصُرْ	আমি (একজন পুরুষ/স্ত্রী) যেন সাহায্য করি	وَاحِد مُتَكَلِّمْ
لِنَنْصُرْ	আমরা (দুজন/সকল পুরুষ/স্ত্রী) যেন সাহায্য করি	جَمَعْ مُتَكَلِّمْ

تَصْرِيْفُ فِعْلِ الْاَمْرِ الْحَاضِرِ لِلْمَجْهُوْلِ

আদেশসূচক মধ্যম পুরুষ কর্মবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

تَصْرِيْفُ : রূপান্তর	مَعْنَى : অর্থ	اِسْمُ الصِّيْغَةِ
لِتُنْصَرْ	তুমি (একজন পুরুষ) সাহায্যপ্রাপ্ত হও	وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ
لِتُنْصَرَا	তোমরা (দুজন পুরুষ) সাহায্যপ্রাপ্ত হও	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ
لِتُنْصَرُوْا	তোমরা (সকল পুরুষ) সাহায্যপ্রাপ্ত হও	جَمَعْ مُذَكَّر حَاضِرْ
لِتُنْصَرِىْ	তুমি (একজন স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হও	وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ
لِتُنْصَرَا	তোমরা (দুজন স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হও	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
لِتُنْصَرْنَ	তোমরা (সকল স্ত্রী) সাহায্যপ্রাপ্ত হও	جَمَعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ

تَصْرِيْفُ فِعْلِ الْأَمْرِ الْغَائِبِ وَالْمُتَكَلِّمِ لِلْمَجْهُوْلِ

আদেশসূচক নাম পুরুষ ও উত্তম পুরুষ কর্মবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

রূপান্তর : تَصْرِيْفٌ	অর্থ : مَعْنَى	اِسْمُ الصِّيْغَةِ
لِيُنْصَرْ	তাকে (একজন পুরুষ) সাহায্য করা হোক	وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ
لِيُنْصَرَا	তাদের (দুজন পুরুষ) সাহায্য করা হোক	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر غَائِبْ
لِيُنْصَرُوْا	তাদের (সকল পুরুষ) সাহায্য করা হোক	جَمْعْ مُذَكَّرِ غَائِبْ
لِتُنْصَرْ	তাকে (একজন স্ত্রী) সাহায্য করা হোক	وَاحِدِ مُؤَنَّثِ غَائِبْ
لِتُنْصَرَا	তাদের (দুজন স্ত্রী) সাহায্য করা হোক	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّثِ غَائِبْ
لِيُنْصَرْنَ	তাদের (সকল স্ত্রী) সাহায্য করা হোক	جَمْعْ مُؤَنَّثِ غَائِبْ
لِأُنْصَرْ	আমাকে (একজন পুরুষ/স্ত্রী) সাহায্য করা হোক	وَاحِدِ مُتَكَلِّمْ
لِنُنْصَرْ	আমাদের (দুজন/সকল পুরুষ/স্ত্রী) সাহায্য করা হোক	جَمْعْ مُتَكَلِّمْ

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। فِعْلُ الْأَمْـرِ কে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে? প্রত্যেক প্রকার উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

২। أَمْرُ حَاضِرْ مَعْرُوْف গঠনের নিয়ম লেখ।

৩। ذِهَابٌ মাসদার দ্বারা أَمْـرُ حَـاضِـرْ مَـعْـرُوْف -এর রূপান্তর অর্থসহ লেখ।

৪। নিচের শব্দগুলো দ্বারা أَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف -এর تصريف লেখ:

اِغْسِلْ - اِفْتَحْ - اِمْدَحْ - اِذْهَبْ - اُدْخُلْ - اُتْرُكْ .

৫। নিচের শব্দগুলো দ্বারা أَمْرُ حَاضِرْ مَجْهُوْل -এর تَصْرِيْف লেখ:

لِتُمْنَعْ - لِتُمْدَحْ - لِتُفْتَحْ .

৬। নিচের শব্দগুলো দ্বারা أَمْرُ غَائِبْ مَعْرُوْف -এর تصريف লেখ:

لِيَفْقَهْ - لِيَسْمَعْ - لِيَذْهَبْ .

২০১৮

اَلدَّرْسُ التَّاسِعُ : নবম পাঠ

فِعْلُ النَّهْيِ وَتَصْرِيْفَاتُهُ

ফে‘লে নাহী ও উহার রূপান্তরসমূহ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ . (তুমি আল্লাহর সাথে শিরক করো না)।

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ . (তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না)।

لَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا. (তুমি অপচয় করো না)।

উপরের উদাহরণগুলোতে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে, নিচে দাগ দেয়া প্রত্যেকটি শব্দ দ্বারা কোনো কিছু করা থেকে নিষেধ বোঝায়। অতএব নিষেধ বোঝানোর কারণে এগুলোকে **فِعْلُ النَّهْيِ** বলে।

اَلْقَوَاعِدُ

فِعْلُ النَّهْي-এর পরিচয় : যে **فِعْلْ** দ্বারা কোনো কিছু করা থেকে নিষেধ করা বোঝায়, তাকে **فِعْلُ النَّهْي** বলে। যেমন- **لَا تَضْرِبْ** - তুমি প্রহার করো না।

فِعْلُ النَّهْي-এর গঠন প্রণালী : প্রথমে **مُضَارِعْ**-এর পূর্বে নিষেধসূচক **لَا** যোগ করলে **فِعْلُ النَّهْي**-এর **صِيْغَةْ** গঠিত হয়। **لَا** পাঁচ **صِيْغَةْ**-তে **سُكُوْن** দেয়, যদি শেষ হরফটি **حَرْفِ عِلَّةْ** না হয়। **صِيْغَةْ** পাঁচটি হলো-

١- وَاحِدِ مُذَكَّرِ غَائِبْ ٢- وَاحِدِ مُؤَنَّثِ غَائِبْ ٣- وَاحِدِ مُذَكَّرِ حَاضِرْ ٤- وَاحِدِ مُتَكَلِّمْ
٥- جَمْعِ مُتَكَلِّمْ

তবে **لَامْ كَلِمَةْ** বা শেষ অক্ষরটি **حَرْف عِلَّةْ** হলে, তা ফেলে দিতে হয়। যেমন- **تَرْمِيْ** থেকে **لا تَرْمِ** আর সাতটি **صِيْغَةْ** হতে **نُوْنِ اِعْرَابِيْ** কে বিলুপ্ত করতে হয়। চার **تَثْنِيَةْ** দুই **جَمْعِ مُذَكَّرِ** **حَاضِرْ** ও **غَائِبْ** আর একটি **وَاحِدِ مُؤَنَّثِ حَاضِرْ**।

تَصْرِيْفُ فِعْلِ النَّهْيِ اَلْحَاضِرِ لِلْمَعْرُوْفِ

নিষেধসূচক মধ্যম পুরুষ কর্তৃবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

রূপান্তর : تَصْرِيْفُ	অর্থ : مَعْنَى	اِسْمُ الصِّيْغَةِ
لاَ تَفْتَحْ	তুমি (একজন পুরুষ) খোলো না	وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ
لاَ تَفْتَحَا	তোমরা (দুজন পুরুষ) খোলো না	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر حَاضِرْ
لاَ تَفْتَحُوْا	তোমরা (সকল পুরুষ) খোলো না	جَمْعْ مُذَكَّر حَاضِرْ
لاَ تَفْتَحِيْ	তুমি (একজন স্ত্রী) খোলো না	وَاحِد مُؤَنَّث حَاضِرْ
لاَ تَفْتَحَا	তোমরা (দুজন স্ত্রী) খোলো না	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث حَاضِرْ
لاَ تَفْتَحْنَ	তোমরা (সকল স্ত্রী) খোলো না	جَمْعْ مُؤَنَّث حَاضِرْ

تَصْرِيْفُ فِعْلِ النَّهْيِ اَلْغَائِبِ وَالْمُتَكَلِّمِ لِلْمَعْرُوْفِ

নিষেধসূচক নাম ও উত্তম পুরুষ কর্তৃবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

রূপান্তর : تَصْرِيْفُ	অর্থ : مَعْنَى	اِسْمُ الصِّيْغَةِ
لاَ يَفْتَحْ	সে (একজন পুং) যেন না খোলে	وَاحِدِ مُذَكَّرِ غَائِبْ
لاَ يَفْتَحَا	তারা (দুজন পুং) যেন না খোলে	تَثْنِيَةْ مُذَكَّرِ غَائِبْ
لاَ يَفْتَحُوْا	তারা (সকল পুং) যেন না খোলে	جَمْعْ مُذَكَّرِ غَائِبْ
لاَ تَفْتَحْ	সে (একজন স্ত্রী) যেন না খোলে	وَاحِدِ مُؤَنَّثِ غَائِبْ
لاَ تَفْتَحَا	তারা (দুজন স্ত্রী) যেন না খোলে	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّثِ غَائِبْ
لاَ يَفْتَحْنَ	তারা (সকল স্ত্রী) যেন না খোলে	جَمْعْ مُؤَنَّثِ غَائِبْ
لاَ أَفْتَحْ	আমি (একজন পুং/স্ত্রী) যেন না খোলি	وَاحِدِ مُتَكَلِّمْ
لاَ نَفْتَحْ	আমরা (দুজন/সকল পুরুষ/স্ত্রী) যেন না খোলি	جَمْعْ مُتَكَلِّمْ

২০১৮

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১. فِعْلُ النَّهْيِ কাকে বলে ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

২. فِعْلُ النَّهْيِ গঠনের নিয়ম উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

৩. فِعْلُ النَّهْيِ -এর যেসব صيغة থেকে نُوْنُ الْإِعْرَابْ বিলুপ্ত হয় সেগুলো কী কী? লেখ।

৪. নিচের শব্দগুলো দ্বারা نَهْى حَاضِرْ مَعْرُوْف -এর تَصْرِيْف লেখ :

لَاتَذْهَبْ – لَاتَمْدَحْ - لَاتَفْهَمْ - لَا تَمْنَعْ - لَا تَجْلِسْ - لَا تَدْخُلْ .

৫. নিচের শব্দগুলো দ্বারা نَهْي حَاضِرْ مَجْهُوْل -এর تَصْرِيْف লেখ:

لَا تُمْدَحْ – لَا تُقْتَلْ – لَاتُسْمَعْ – لَا تُنْصَرْ - لَا تُظْلِمْ .

৬. নিচের শব্দগুলো দ্বারা نَهْي غَائِبْ مَعْرُوْف - এর تصريف লেখ:

لَايَذْهَبْ – لَايَفْهَمْ – لَايَمْدَحْ- لَا يَكْتُبْ - لَا يَكْذِبْ .

اَلدَّرْسُ الْعَاشِرُ : দশম পাঠ

اَلْأَسْمَاءُ الْمُشْتَقَّاتُ

মুশতাক ইসমসমূহ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

اَلْمُجْتَمَعُ يَحْتَاجُ اِلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ (সমাজে সৎলোকের প্রয়োজন)।

يَرْجُوْ الْحَاجُّ حَجًّا مَّبْرُوْرًا. (হজ্জ পালনকারী কবুল হজ্জ আশা করেন)।

يُسْمَعُ الْأَذَانُ مِنَ الْمَسَاجِدِ. (মসজিদগুলো হতে আযান শোনা যায়)।

فَتَحْتُ الْقُفْلَ بِالْمِفْتَاحِ . (আমি চাবি দ্বারা তালা খুলেছি)।

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقَاكُمْ . (যিনি তাকওয়াবান তিনি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাবান)।

وَاللهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ . (আল্লাহ অন্তর সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত)।

زَيْدٌ حَسَنُ الْوَجْهِ . (যায়েদ সুন্দর চেহারার অধিকারী)।

উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে, নিচে দাগ দেয়া এক একটি শব্দ এক একটি ওযনের। প্রথম উদাহরণে اَلصَّالِحُ শব্দটি اِسْمُ الْفَاعِلِ; দ্বিতীয় উদাহরণে مَبْرُوْرًا শব্দটি اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ; তৃতীয় উদাহরণে مَسَاجِد শব্দটি اِسْمُ الظَّرْفِ; চতুর্থ উদাহরণে مِفْتَاحْ শব্দটি اِسْمُ الْاٰلَه; পঞ্চম উদাহরণে اَكْرَمُ শব্দটি اِسْمُ التَّفْضِيْلِ ; ষষ্ঠ উদাহরণে عَلِيْمٌ শব্দটি اِسْمُ الْفَاعِلِ لِلْمُبَالَغَة এবং সপ্তম উদাহরণে حَسَنٌ শব্দটি اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ -এর صِيْغَةْ।

اَلْقَوَاعِدُ

اَلْأَسْمَاءُ الْمُشْتَقَّاتُ-এর পরিচয় : কতিপয় اِسْمُ ক্রিয়াপদ থেকে গঠিত হয়। সাধারণত مُضَارِعْ থেকে এগুলো গঠিত হয়। এ কারণে এগুলোকে اَلْأَسْمَاءُ الْمُشْتَقَّاتُ বলা হয়। সুতরাং যেসব اِسْمْ কোনো فِعْلٌ (ক্রিয়া) হতে গঠিত হয়, উহাদেরকে اَلْأَسْمَاءُ الْمُشْتَقَّاتُ বলে। যেমন- دَارِسٌ (পাঠক), مَدْرُوْسٌ (পঠিত), مَدْخَلٌ (প্রবেশপথ), مِنْشَرٌ (চালার যন্ত্র) ইত্যাদি।

اَلْأَسْمَاءُ الْمُشْتَقَّةُ-এর প্রকারভেদ : اَلْأَسْمَاءُ الْمُشْتَقَّةُ সাত প্রকার। যথা-

١- اِسْمُ الْفَاعِلْ ؛ ٢- اِسْمُ الْمَفْعُوْلْ ؛ ٣- اِسْمُ الظَّرْفْ ؛ ٤- اِسْمُ الْأَلَةْ ؛ ٥- اِسْمُ التَّفْضِيْلْ ؛ ٦- اِسْمُ الْفَاعِلِ لِلْمُبَالَغَة ؛ ٧- اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ.

اِسْمُ الْفَاعِلِ-এর বর্ণনা

اِسْمُ الْفَاعِلْ-এর পরিচয় : فِعْل থেকে গঠিত যে اِسْم দ্বারা ক্ষণস্থায়ী গুণবাচক অর্থ ও উহার কর্তা বোঝায়, তাকে اِسْمُ الْفَاعِلْ (কর্তৃবাচক বিশেষ্য) বলে। যেমন- قَادِمٌ (আগন্তুক), نَاصِرٌ (সাহায্যকারী), فَاتِحٌ (বিজয়ী) ইত্যাদি।

গঠন প্রণালী: مُضَارِعْ مَعْرُوْف থেকে اِسْمُ الْفَاعِلْ গঠিত হয়। প্রথমে فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف থেকে عَلَامَةُ الْمُضَارِعْ বিলুপ্ত করে فَاء কালেমায় فَتْحَةْ তথা যবর দিতে হয়। فَاء ও عَيْن -এর মাঝে একটি اَلِفْ যুক্ত করতে হয়। অতঃপর عَيْن কালেমায় كَسْرَةْ তথা যের না থাকলে كَسْرَةْ দিতে হবে ও لَامْ কালেমায় تَنْوِيْن (দুপেশ) দিতে হয়। যেমন- يَفْعَلُ থেকে فَاعِلٌ , يَـجْلِسُ থেকে جَالِسٌ , يَنْصُرُ থেকে نَاصِرٌ ও يَسْمَعُ থেকে سَامِعٌ ইত্যাদি।

تَصْرِيْفُ اِسْمِ الْفَاعِلْ

কর্তৃবাচক বিশেষ্যের রূপান্তর

تَصْرِيْفٌ : রূপান্তর		مَعْنَى : অর্থ	اِسْمُ الصِّيْغَةِ
مَوْزُوْنْ بِهِ	مَوْزُوْنْ		
فَاعِلٌ	نَاصِرٌ	সাহায্যকারী একজন (পুরুষ)	وَاحِد مُذَكَّر
فَاعِلَانِ	نَاصِرَانِ	সাহায্যকারী দুজন (পুরুষ)	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر
فَاعِلُوْنَ	نَاصِرُوْنَ	সাহায্যকারী সকল (পুরুষ)	جَمْعْ مُذَكَّر
فَاعِلَةٌ	نَاصِرَةٌ	সাহায্যকারীনী একজন (স্ত্রী)	وَاحِد مُؤَنَّث
فَاعِلَتَانِ	نَاصِرَتَانِ	সাহায্যকারীনী দুজন (স্ত্রী)	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث
فَاعِلَاتٌ	نَاصِرَاتٌ	সাহায্যকারীনী সকল (স্ত্রী)	جَمْعْ مُؤَنَّث

اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ-এর বর্ণনা

اِسْمُ الْمَفْعُوْلْ-এর পরিচয় : فِعْل থেকে গঠিত যে اِسْم দ্বারা গুণবাচক অর্থ এবং এ অর্থ যার উপর পতিত হয় সে সত্তাকে বোঝায়, তাকে اِسْمُ الْمَفْعُوْلْ (কর্মবাচক বিশেষ্য) বলা হয়। যেমন– مَنْصُوْرٌ (সাহায্যপ্রাপ্ত), مَضْرُوْبٌ (প্রহৃত), مَقْتُوْلٌ (নিহত) ইত্যাদি।

গঠন প্রণালী : فِعْل مُضَارِعْ مَجْهُوْل থেকে اِسْمُ الْمَفْعُوْلْ গঠিত হয়। প্রথমে فِعْل مُضَارِعْ مَجْهُوْل থেকে عَلَامَةُ الْمُضَارِعْ কে বিলুপ্ত করে সে স্থানে একটি যবরবিশিষ্ট মীম যোগ করতে হয়। অতঃপর عَيْن কালেমায় পেশ দিয়ে عَين ও لَامْ কালেমার মাঝে একটি জযমবিশিষ্ট وَاوْ যোগ করতে হয় এবং لَامْ কালেমায় تَنْوِيْنٌ (দুপেশ) দিতে হয়।

যেমন- يُنْصَرُ থেকে مَنْصُوْرٌ ও يُفْتَحُ থেকে مَفْتُوْحٌ ইত্যাদি।

تَصْرِيْفُ اِسْمِ الْمَفْعُوْلِ

কর্মবাচক বিশেষ্যের রূপান্তর

تَصْرِيْفٌ : রূপান্তর		مَعْنَى : অর্থ	اِسْمُ الصِّيْغَةِ
مَوْزُوْنْ بِهِ	مَوْزُوْنْ		
مَفْعُوْلٌ	مَنْصُوْرٌ	সাহায্যপ্রাপ্ত একজন (পুরুষ)	وَاحِد مُذَكَّر
مَفْعُوْلاَنِ	مَنْصُوْرَانِ	সাহায্যপ্রাপ্ত দুজন (পুরুষ)	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر
مَفْعُوْلُوْنَ	مَنْصُوْرُوْنَ	সাহায্যপ্রাপ্ত সকল (পুরুষ)	جَمْعْ مُذَكَّر
مَفْعُوْلَةٌ	مَنْصُوْرَةٌ	সাহায্যপ্রাপ্তা একজন (স্ত্রী)	وَاحِد مُؤَنَّث
مَفْعُوْلَتَانِ	مَنْصُوْرَتَانِ	সাহায্যপ্রাপ্তা দুজন (স্ত্রী)	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث
مَفْعُوْلاَتٌ	مَنْصُوْرَاتٌ	সাহায্যপ্রাপ্তা সকল (স্ত্রী)	جَمْعْ مُؤَنَّث

اِسْمُ الظَّرْفِ-এর বর্ণনা

اِسْمُ الظَّرْفِ-এর পরিচয় : فِعْل থেকে গঠিত যে اِسْم ঐ فِعْل সংঘটিত হওয়ার স্থান বা কাল বোঝায়, তাকে اِسْمُ الظَّرْفِ (স্থানবাচক বিশেষ্য) বলে।

اِسْمُ الظَّرْفِ-এর প্রকার : اِسْمُ الظَّرْفِ দু প্রকার। যথা-

১. ظَرْفُ الزَّمَانِ (সময়বাচক বিশেষ্য) ও

২. ظَرْفُ الْمَكَانِ (স্থানবাচক বিশেষ্য)।

১.ظَرْفُ الزَّمَانِ : فِعْل থেকে গঠিত যে اِسْم ঐ فِعْل সংঘটিত হওয়ার সময় বা কালকে বোঝায়, তাকে ظَرْفُ الزَّمَانِ (সময়বাচক বিশেষ্য) বলে। যেমন- مَوْعِدٌ (প্রতিশ্রুতির সময়)।

২.ظَرْفُ الْمَكَانِ : فِعْل থেকে গঠিত যে اسم ঐ فِعْل সংঘটিত হওয়ার স্থান বোঝায়, তাকে ظَرْفُ الْمَكَانِ (স্থানবাচক বিশেষ্য) বলে। যেমন- مَسْجِدٌ (সাজদার স্থান)।

গঠন প্রণালী : فِعْل مُضَارِعْ হতে اِسْمُ الظَّرْفِ গঠিত হয়। তিন অক্ষরবিশিষ্ট فِعْل مُضَارِعْ থেকে اِسْمُ الظَّرْفِ গঠন করতে হলে مَفْعَلٌ বা مَفْعِلٌ ওযনে গঠন করতে হয়।

প্রথমে فِعْل مُضَارِعْ-এর শুরু থেকে عَلَامَةُ الْمُضَارِعْ কে বিলুপ্ত করে সে স্থানে একটি যবরবিশিষ্ট মীম যোগ করতে হয়। عَيْن কালেমায় পেশ থাকলে যবর দিতে হয় এবং لَامْ কালেমায় تَنْوِيْن (দুপেশ) দিতে হয়। যেমন- يَكْتُبُ থেকে مَكْتَبٌ , يَجْلِسُ থেকে مَجْلِسٌ ও يَنْصُرُ থেকে مَنْصَرٌ ও يَلْعَبُ থেকে مَلْعَبٌ ইত্যাদি।

تَصْرِيْفُ اِسْمِ الظَّرْف

স্থান/কালবাচক বিশেষ্যের রূপান্তর

تَصْرِيْفٌ : রূপান্তর		مَعْنَى : অর্থ	اِسْمُ الصِّيْغَةِ
مَوْزُوْنْ بِهِ	مَوْزُوْنْ		
مَفْعَلٌ	مَدْخَلٌ	প্রবেশ করার একটি স্থান	وَاحِد
مَفْعَلَانِ	مَدْخَلَانِ	প্রবেশ করার দুটি স্থান	تَثْنِيَةْ
مَفَاعِلُ	مَدَاخِلُ	প্রবেশ করার অনেক স্থান	جَمْعْ

اِسْمُ الْأٰلَةِ-এর বর্ণনা

اِسْمُ الْأٰلَةِ-এর পরিচয় : فِعْل থেকে গঠিত যে اِسْم দ্বারা ঐ فِعْل সম্পাদন করার যন্ত্র বা হাতিয়ার বোঝায়, তাকে اِسْمُ الْأٰلَةِ (যন্ত্রবাচক বিশেষ্য) বলা হয়। যেমন- مِصْعَدٌ (উপরে উঠার একটি যন্ত্র বা লিফ্‌ট)।

اِسْمُ الْأٰلَةِ **তিন প্রকার।** যথা–

১. اَلصُّغْرٰى (ক্ষুদ্র); ২. اَلْوُسْطٰى (মধ্যম); ৩. اَلْكُبْرٰى (বৃহৎ)

গঠন প্রণালী : فِعْل مُضَارِعْ হতে তিনটি ওযনে তিন প্রকারের اِسْمُ الْأٰلَةِ গঠিত হয়। যথা–

ক. اَلصُّغْرٰى (ক্ষুদ্র) : عَلَامَةُ الْمُضَارِعْ বিলুপ্ত করে সেস্থানে একটি যেরবিশিষ্ট মীম যোগ করতে হয়। عَيْن কালেমায় যবর না থাকলে যবর দিতে হয় এবং لَامْ কালেমায় تَنْوِيْن (দুপেশ) দিতে হয়। যেমন- يَفْعَلُ থেকে مِفْعَلٌ

খ. اَلْوُسْطٰى (মধ্যম) : صُغْرٰى-এর لَامْ কালেমায় যবর দিয়ে উহার পরে একটি দুপেশ যুক্ত গোল তা (ة) বসালে وُسْطٰى-এর সীগাহ গঠিত হয়। যেমন- مِفْعَلٌ হতে مِفْعَلَةٌ

গ. اَلْكُبْرٰى (বৃহৎ) : صُغْرٰى-এর عَيْن কালেমার পরে একটি اَلِفْ বৃদ্ধি করলেই كُبْرٰى-এর সীগাহ গঠিত হয়। যেমন- مِفْعَلٌ হতে مِفْعَالٌ

উল্লেখ্য, শ্রেণি ও বচনভেদে اِسْمُ الْأٰلَةِ-এর নয়টি সীগাহ হয়।

تَصْرِيْفُ اِسْمِ الْأٰلَةِ

যন্ত্রবাচক বিশেষ্যের রূপান্তর

تَصْرِيْفٌ : রূপান্তর		مَعْنَى : অর্থ	اِسْمُ الصِّيْغَةِ
مَوْزُوْنٌ بِهِ	مَوْزُوْنٌ		
مِفْعَلٌ	مِنْخَلٌ	চালার একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র	وَاحِد صُغْرٰى
مِفْعَلَانِ	مِنْخَلَانِ	চালার দুটি ক্ষুদ্র যন্ত্র	تَثْنِيَةْ صُغْرٰى
مَفَاعِلُ	مَنَاخِلُ	চালার অনেক ক্ষুদ্র যন্ত্র	جَمْعْ صُغْرٰى

২০১৮

تَصْرِيْفٌ : রূপান্তর		مَعْنَى : অর্থ	اِسْمُ الصِّيْغَةِ
مَوْزُوْنٌ بِهِ	مَوْزُوْنٌ		
مِفْعَلَةٌ	مِنْخَلَةٌ	চালার একটি মধ্যম যন্ত্র	وَاحِد وُسْطٰى
مِفْعَلَتَانِ	مِنْخَلَتَانِ	চালার দুটি মধ্যম যন্ত্র	تَثْنِيَةٌ وُسْطٰى
مَفَاعِلُ	مَنَاخِلُ	চালার অনেক মধ্যম যন্ত্র	جَمْعٌ وُسْطٰى
مِفْعَالٌ	مِنْخَالٌ	চালার একটি বৃহৎ যন্ত্র	وَاحِد كُبْرٰى
مِفْعَالَانِ	مِنْخَالَانِ	চালার দুটি বৃহৎ যন্ত্র	تَثْنِيَةٌ كُبْرٰى
مَفَاعِيْلُ	مَنَاخِيْلُ	চালার অনেক বৃহৎ যন্ত্র	جَمْعٌ كُبْرٰى

বি:দ্র: উল্লিখিত তিনটি ওযন (مِفْعَالٌ – مِفْعَلَةٌ – مِفْعَلٌ) প্রত্যেকটিকে সাধারণত একই فِعْل থেকে গঠন করা হয় না; বরং কোনো فِعْل থেকে مِفْعَلٌ এর ওযনে গঠন করা হয়। যেমন- يَصْعَدُ থেকে مِصْعَدٌ ইত্যাদি। কোনো فِعْل থেকে مِفْعَلَةٌ-এর ওযনে গঠন করা হয়। যেমন- يَلْعَقُ থেকে مِلْعَقَةٌ ইত্যাদি। আবার কোনো فِعْل থেকে مِفْعَالٌ-এর ওযনে গঠন করা হয়। যেমন- يَعْرُجُ থেকে مِعْرَاجٌ ইত্যাদি।

اِسْمُ التَّفْضِيْلِ-এর বর্ণনা

اِسْمُ التَّفْضِيْلُ-এর পরিচয় : فِعْل থেকে গঠিত যে اِسْم দ্বারা সমগুণবিশিষ্ট একাধিক ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্য হতে একটিকে অপরটির ওপর অগ্রাধিকার দেয়া বা তুলনা করা বোঝায়, তাকে اِسْمُ التَّفْضِيْلُ (তুলনামূলক আধিক্য অর্থজ্ঞাপক বিশেষ্য) বলা হয়। যেমন- أَعْلَمُ (অধিক জ্ঞানী)।

গঠন প্রণালী : فِعْل مُضَارِعْ থেকে اِسْمُ التَّفْضِيْلُ গঠিত হয়। اِسْمُ التَّفْضِيْلُ-এর مُذَكَّرْ ও مُؤَنَّث-এর সীগাহ গঠনের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো-

مُذَكَّرْ : فِعْل مُضَارِعْ-এর শুরু থেকে عَلَامَةُ الْمُضَارِعْ বিলুপ্ত করে সেস্থানে একটি যবরবিশিষ্ট هَمْزَة বসাতে হয় এবং عَيْن কালেমায় যবর না থাকলে যবর দিতে হয়। যেমন- يَصْفَرُ হতে أَصْفَرُ

مُؤَنَّث : فِعْل مُضَارِعْ -এর শুরু থেকে عَلَامَةُ الْمُضَارِعْ কে বিলুপ্ত করে فَاء কালিমায় পেশ দিতে হয় এবং عَين কালেমায় জযম ও لَام কালেমার পরে একটি أَلِف الْمَقْصُوْرَةْ যোগ করতে হয়। যেমন- تَصْغُرُ থেকে صُغْرٰى

اِسْمُ التَّفْضِيْلْ -এর সীগাহ ৬টি নিম্নে এর রূপান্তর দেখানো হলো-

تَصْرِيْفُ اِسْمِ التَّفْضِيْلِ

তুলনামূলক আধিক্য অর্থজ্ঞাপক বিশেষ্যের রূপান্তর

تَصْرِيْفٌ : রূপান্তর		مَعْنَى : অর্থ	اِسْمُ الصِّيْغَةِ
مَوْزُوْنْ بِهِ	مَوْزُوْنْ		
أَفْعَلُ	أَحْسَنُ	অধিক সুন্দর (একজন পুরুষ)	وَاحِدِ مُذَكَّر
أَفْعَلَانِ	أَحْسَنَانِ	অধিক সুন্দর (দুজন পুরুষ)	تَثْنِيَةْ مُذَكَّر
أَفْعَلُوْنَ/أَفَاعِلُ	أَحْسَنُوْنَ /أَحَاسِنُ	অধিক সুন্দর (সকল পুরুষ)	جَمْعْ مُذَكَّر
فُعْلٰى	حُسْنٰى	অধিক সুন্দরী (একজন স্ত্রী)	وَاحِدِ مُؤَنَّث
فُعْلَيَانِ	حُسْنَيَانِ	অধিক সুন্দরী (দুজন স্ত্রী)	تَثْنِيَةْ مُؤَنَّث
فُعَلٌ/فُعْلَيَاتٌ	حُسَنٌ/حُسْنَيَاتٌ	অধিক সুন্দরী (সকল স্ত্রী)	جَمْعْ مُؤَنَّث

أَوْزَانُ اِسْمِ الْفَاعِلِ لِلْمُبَالَغَةِ-এর বর্ণনা

পচিরয় : যে اِسْم -এর মধ্যে ক্রিয়া সম্পাদনকারী গুণ অধিকহারে বিদ্যমান থাকে, তাকে اِسْمُ الْفَاعِلِ لِلْمُبَالَغَةِ (আধিক্যবোধক গুণবাচক বিশেষ্য) বলে। মূল তিন অক্ষরবিশিষ্ট ক্রিয়া হতে গঠিত اِسْمُ الْفَاعِلِ لِلْمُبَالَغَةِ -এর প্রসিদ্ধ ওযন ১৩টি । যথা-

اَلْمَوْزُوْنُ بِهِ	اَلْمَوْزُوْنُ	اَلْمَعْنٰى
١- فَعِلٌ	حَذِرٌ	অধিক সতর্ক
٢- فَعِيْلٌ	عَلِيْمٌ	অধিক জ্ঞানী
٣- فَعُوْلٌ	غَفُوْرٌ	অধিক ক্ষমাশীল
٤- فَعَّالٌ	عَلَّامٌ	অধিক জ্ঞানী
٥- فُعَّالٌ	كُبَّارٌ	অধিক বড়
٦- مِفْعَلٌ	مِفْضَلٌ	অধিক সম্মানিত
٧- مِفْعَالٌ	مِفْضَالٌ	অধিক মর্যাদার অধিকারী
٨- مِفْعِيْلٌ	مِنْطِيْقٌ	অধিক বাকপটু
٩- فُعُّوْلٌ	قُدُّوْسٌ	অধিক পবিত্র
١٠- فَعَّالَةٌ	عَلَّامَةٌ	অধিক জ্ঞানী
١١- فَيْعُوْلٌ	قَيُّوْمٌ	দণ্ডায়মান
١٢- فِعِّيْلٌ	صِدِّيْقٌ	অধিক সত্যবাদী
١٣- فَاعُوْلٌ	فَارُوْقٌ	অধিক পার্থক্যকারী

تَاءُ الْمُبَالَغَةِ : অনেক সময় اِسْمُ الْفَاعِلِ لِلْمُبَالَغَةِ-এর সীগার শেষে আরো বেশি আধিক্য বোঝানোর জন্য تَاءُ الْمُبَالَغَةُ যোগ করা হয়। যেমন- عَلَّامَةٌ -মহাজ্ঞানী, فَخَّامَةٌ - অধিক মর্যাদাবান।

اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ-এর বর্ণনা

اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ-এর পরিচয় : صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ এমন এক اِسْمُ مُشْتَقْ-কে বলে, যা কোনো গুণকে গুণাধীকারীর জন্য স্থায়ীভাবে বোঝায়। এটি তিন অক্ষরবিশিষ্ট فِعْلُ لَازِمْ হতে স্থায়ীভাবে কোনো গুণ বোঝানোর জন্য গঠিত হয়।

যেমন- حَسَنٌ (স্থায়ী সৌন্দর্যের অধিকারী)।

নিম্নে বহুল প্রচলিত صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ -এর কতিপয় ওযন দেয়া হলো–

ক্রমিক নং	اَلْمَوْزُوْنُ بِهِ	اَلْمَوْزُوْنُ	অর্থ	বাব
১.	فَعْلٌ	صَعْبٌ	কঠিন, শক্ত	كَرُمَ
২.	فِعْلٌ	صِفْرٌ	শূন্য	سَمِعَ
৩.	فُعْلٌ	صُلْبٌ	প্রচণ্ড শক্তিশালী	كَرُمَ
৪.	فَعَلٌ	حَسَنٌ	সুন্দর, ভালো, পুণ্য	كَرُمَ
৫.	فَعِلٌ	خَشِنٌ	কঠিন, মজবুত	كَرُمَ
৬.	فَعُلٌ	نَدُسٌ	চালাক	سَمِعَ
৭.	فِعْلٌ	زِيْمٌ	এলোমেলো, বিরক্তিকর	ضَرَبَ
৮.	فِعِلٌ	بِلِزٌ	মোটা	ضَرَبَ
৯.	فُعَلٌ	حُطَمٌ	চতুষ্পদ জন্তুকে রুক্ষভাবে চালক	ضَرَبَ
১০.	فُعُلٌ	جُنُبٌ	অপবিত্র	ضَرَبَ
১১.	أَفْعَلُ	أَحْمَرُ	লাল	ضَرَبَ
১২.	فَاعِلٌ	كَابِرٌ	বড়, জ্যেষ্ঠ	ضَرَبَ
১৩.	فَيْعِلٌ	جَيِّدٌ	খুব ভালো, উত্তম। (মূল جيود ছিল)	كَرُمَ
১৪.	فُعَالٌ	شُجَاعٌ	সাহসী পুরুষ	نَصَرَ
১৫.	فِعَالٌ	هِجَانٌ	সাদা উট	كَرُمَ
১৬.	فَعَّالٌ	بَرَّاقٌ	উজ্জ্বল	كَرُمَ
১৭.	فَعِيْلٌ	كَرِيْمٌ	দানশীল	كَرُمَ
১৮.	فَعُوْلٌ	رَؤُوْفٌ	দয়ালু	فَتَحَ
১৯.	فَعْلَانٌ	عَطْشَانٌ	পিপাসিত	سَمِعَ
২০.	فَعَالٌ	جَبَانٌ	ভীতু	سَمِعَ

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১. اِسْمُ الْمُشْتَقْ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

২. اِسْمُ الْفَاعِلْ কাকে বলে? উহার গঠন প্রণালী উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৩. اِسْمُ الْمَفْعُوْل কাকে বলে? উহার গঠন প্রণালী উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৪. اِسْمُ الظَّرْف কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৫. اِسْمُ الْأَلَة কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কী কী? উদহারণসহ লেখ।

৬. اِسْمُ التَّفْضِيْل কাকে বলে? উহা কতপ্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৭. اِسْمُ الْفَاعِلْ لِلْمُبَالَغَة-এর ওজনসমূহ উদাহরণসহ লেখ।

৮. صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ-এর ওজনসমূহ উদাহরণসহ লেখ

৯. নিচের فِعْلُ مُضَارِعْ গুলো থেকে اِسْمُ اْلفَاعِلْ গঠন করে অর্থসহ রূপান্তর লেখ :

يَطْلُبُ – يَكْتُبُ – يَسْمَعُ – يَدْخُلُ – يَنْصُرُ – يَفْتَحُ – يَكْرُمُ .

১০. নিচের ইসমগুলোর সীগাহ, বহস ও অর্থ নির্ণয় কর :

مِفْتَاحٌ – مِلْعَقَةٌ – مِعْرَاجٌ – مِسْوَاكٌ – مِصْعَدٌ – مِضْرَبَةٌ – مَسَاجِدُ – أَعْلَمُ – اَكَابِرُ – فُضْلَى- اَقْرَبُوْنَ – سَامِعٌ – شَاكِرُوْنَ – كَاتِبَةٌ – ذَاهِبَانِ – ضَارِبَاتٌ – طَالِبَتَانِ.

اَلدَّرْسُ الْحَادِىْ عَشَرَ : একাদশ পাঠ

أَبْوَابُ الْفِعْلِ

ফে'লের بَابْ সমূহ

اَلاَفْعَالُ الْمُتَصَرِّفَةُ মূল حَرْفِ-এর গঠন অনুসারে দু ভাগে বিভক্ত। যথা-

১. ثُـلَاثِـىٌّ ও ২. رُبَـاعِـىٌّ

ثُلَاثِـىٌّ-এর বর্ণনা : যার فِعْل مَاضِيْ-এর সীগায় حَرْفُ أَصْلِى তিনটি রয়েছে, তাকে ثُلَاثِـىٌّ বলে। যেমন- نَصَرَ، سَمِعَ، كَرُمَ، صَبَرَ ইত্যাদি। ثُلَاثِـىٌّ দু প্রকার। যথা-

১. ثُلَاثِـىْ مُـجَرَّدْ ও ২. ثُلَاثِـىْ مَزِيْدْ فِيْهِ

১. ثُلَاثِـىْ مُجَرَّدْ : যার مَاضِيْ-এর সীগায় حَرْف اَصْلِى ব্যতীত অতিরিক্ত কোনো حَرْفْ পাওয়া যায় না, তাকে ثُلَاثِـىْ مُـجَرَّدْ বলে। যেমন- نَصَرَ، سَمِعَ ও ضَرَبَ ইত্যাদি।

ثُلَاثِـىْ مُـجَرَّدْ আবার দু ভাগে বিভক্ত। যেমন- ১. مُطَّرِدٌ ও ২. شَاذٌّ ।

مُطَّرِدْ : যে فِعْل-এর وَزَنْ বেশি ব্যবহৃত হয়, তাকে مُطَّرِدْ বলে। যেমন- ضَرَبَ- حَمِدَ

شَاذْ : যে فِعْل-এর وَزَن কম ব্যবহৃত হয়, তাকে شَاذْ বলে। যেমন- فَضِلَ- كَادَ

২. ثُلَاثِـىْ مَزِيْدْ فِيْهِ : যার مَاضِيْ-এর সীগায় حَرْفُ اَصْلِى ছাড়াও অতিরিক্ত حَرْف পাওয়া যায়, তাকে ثُلَاثِـىْ مَزِيْدْ فِيْهِ বলে। যেমন- سَاعَدَ، اِجْتَنَبَ ও أَكْرَمَ ইত্যাদি।

ثُلَاثِـىْ مَزِيْدْ فِيْهِ আবার দু প্রকার। যথা- ১. مُلْحَقْ بِرُبَاعِى ও ২. غَيْرُ مُلْحَقْ بِرُبَاعِى

رُبَاعِى-এর বর্ণনা : যার فِعْل مَاضِيْ-এর সীগাহতে حَرْفُ أَصْلِى চারটি রয়েছে, তাকে رُبَاعِى বলে। যেমন- بَعْثَرَ ؛ رُبَاعِى দু প্রকার। যথা- ১. رُبَاعِى مُجَرَّد ও ২. رُبَاعِى مَزِيد فِيْه

رُبَاعِى مَزِيْد فِيْه আবার দু প্রকার। যথা-

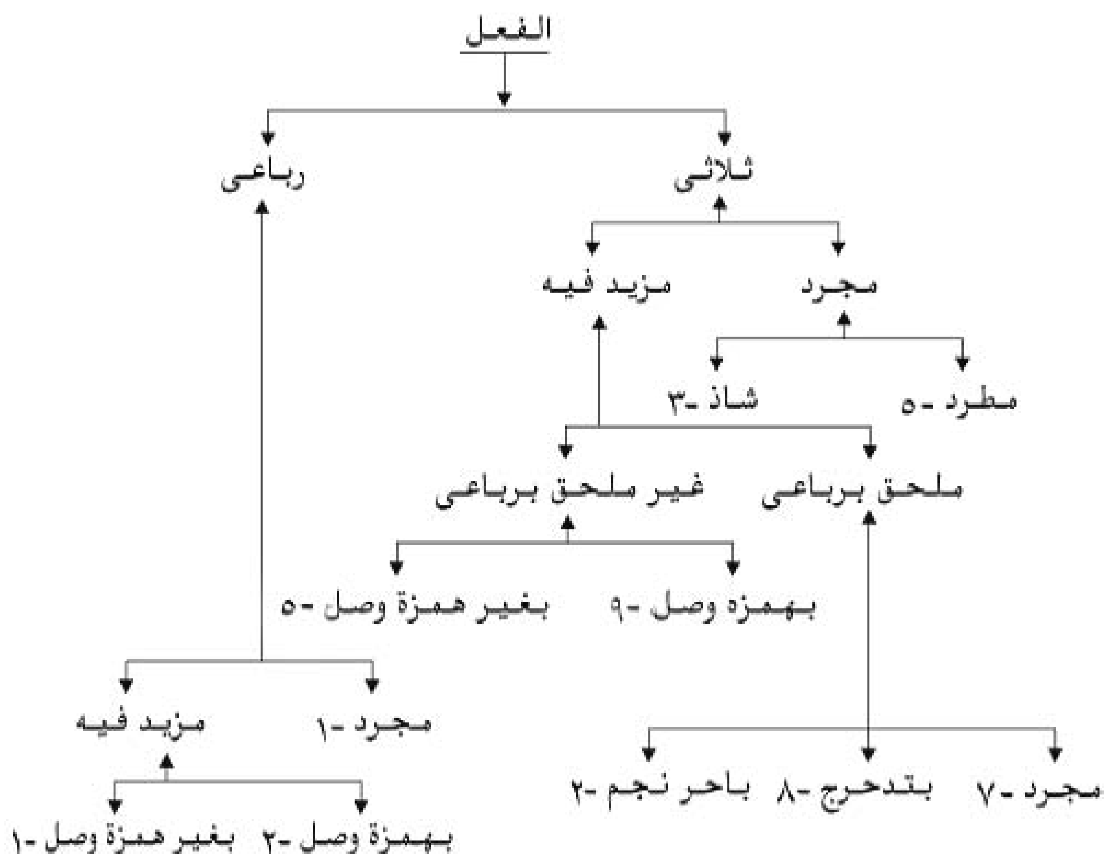
১. رُبَاعِى مَزِيد فِيْه بِهَمْزَةِ الْوَصْلِ ; যথা- اِبْرَنْشَقَ - اِحْرَنْجَمَ

২. رُبَاعِى مَزِيد فِيْه بِغَيْرِ هَمْزَةِ الْوَصْلِ যথা- تَدَحْرَجَ - تَسَرْبَلَ

সংক্ষেপে فِعْل-এর بَابْ সমূহ

ثُلاَثِىْ مُجَرَّدْ	مُطَّرِدٌ -এর ৫ বাব	١- نَصَرَ ٢- ضَرَبَ ٣- سَمِعَ ٤- فَتَحَ ٥- كَرُمَ
	شَاذْ-এর ৩ বাব	١- حَسِبَ ٢- فَضِلَ ٣- كَادَ
ثُلاَثِىْ مَزِيْد فِيْه	هَمْزَةُ الْوَصلْ-এর ৯ বাব	١- اِفْتِعَالٌ ٢- اِسْتِفْعَالٌ ٣- اِنْفِعَال ٤- اِفْعِلاَلٌ ٥- اِفْعِيْلاَلٌ ٦- اِفْعِيْعَالٌ ٧- اِفْعِوَّالٌ ٨- اِفَّاعُلٌ ٩- اِفَّعُّلٌ
	بِغَيْرِ هَمْزَةِ الْوَصل-এর ৫ বাব	١- إِفْعَالٌ ٢- تَفْعِيْلٌ ٣- تَفَعُّلٌ ٤- تَفَاعُلٌ ٥- مُفَاعَلَةٌ
رُبَاعِى	رُبَاعِى مُجَرَّدْ -এর ১ বাব	١- فَعْلَلَةٌ
	بِهَمْزَةِ الْوَصل-এর ২ বাব	١- اِفْعِنْلاَلٌ ٢- اِفْعِلَّالٌ
	بِغَيْرِ هَمْزَةِ الْوَصل-এর ১বাব	١- تَفَعْلُلٌ
ثُلاَثِىْ مَزِيْد فِيْه	مُلْحَقْ بِرُبَاعِى مُجَرَّدْ -এর ৭ বাব	١- فَعْلَلَةٌ ٢- فَعْنَلَةٌ ٣- فَعْوَلَةٌ ٤- فَوْعَلَةٌ ٥- فَيْعَلَةٌ ٦- فَعْيَلَةٌ ٧- فَعْلاَةٌ
	مُلْحَقْ بِرُبَاعِى بِتَدَحْرَجَ-এর ৮ বাব	١- تَفَعْلُلٌ ٢- تَفَعْنُلٌ ٣- تَمَفْعُلٌ ٤- تَفَعْلُتٌ ٥- تَفَوْعُلٌ ٦- تَفَعْوُلٌ ٧- تَفَيْعُلٌ ٨- تَفَعْيُلٌ
	مُلْحَقْ بِرُبَاعِى بِاِحْرَنْجَمَ-এর ২ বাব	١- اِفْعِنْلاَلٌ ٢- اِفْعِنْلاَءٌ

চিত্রের সাহায্যে مُنْشَعِبْ-এর باب সমূহ



ثُلَاثِيْ مُجَرَّدْ -এর সর্বমোট ৮ বাব	সর্বমোট ৪৩ বাব
ثُلَاثِيْ مَزِيْدْ فِيْهِ مُلْحَقْ بِرُبَاعِى -এর সর্বমোট ১৭ বাব	
ثُلَاثِيْ مَزِيْدْ فِيْهِ غَيْر مُلْحَقْ بِرُبَاعِى -এর সর্বমোট ১৪ বাব	
رُبَاعِى مُجَرَّدْ -এর ১ বাব	
رُبَاعِى مَزِيْدْ فِيْهِ -এর সর্বমোট ৩ বাব	

আরবি ভাষার ৪৩ বাব থেকে প্রসিদ্ধ ১১টি বাবের আলোচনা নিম্নে প্রদান করা হলো-

اَلْبَابُ الاَوَّلُ : প্রথম বাব

فَعَلَ ، يَفْعُلُ (نَصَرَ ، يَنْصُرُ)

এ بَابْ-এর فِعْلْ مَاضِيْ مَعْرُوْفْ এর عَيْنْ كَلِمَةْ-এর যবরবিশিষ্ট হয় এবং فِعْلْ مُضَارِعْ مَعْرُوْفْ-এর عَيْنْ كَلِمَةْ পেশবিশিষ্ট হয়। যেমন- اَلنَّصْرُ وَالنُّصْرَةُ (সাহায্য করা)। এ বাবের تَصْرِيْفٌ হলো-

نَصَرَ ، يَنْصُرُ ، نَصْرًا ، فَهُوَ نَاصِرٌ ، وَنُصِرَ ، يُنْصَرُ ، نَصْرًا ، فَهُوَ مَنْصُوْرٌ، اَلْأَمْرُ مِنْهُ اُنْصُرْ ، وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَنْصُرْ ، وَالظَّرْفُ مِنْهُ مَنْصَرٌ ، وَالآلَةُ مِنْهُ مِنْصَرٌ ، وَمِنْصَرَةٌ وَمِنْصَارٌ وَتَثْنِيَتُهُمَا مَنْصَرَانِ وَمِنْصَرَانِ ، وَالْـجَمْعُ مِنْهُمَا مَنَاصِرُ وَمَنَاصِيْرُ ، أَفْعَلُ التَّفْضِيْلِ مِنْهُ أَنْصَرُ، وَالْمُؤَنَّثُ مِنْهُ نُصْرٰى ، وَتَثْنِيَتُهُمَا أَنْصَرَانِ وَنُصْرَيَانِ وَالْـجَمْعُ مِنْهُمَا أَنْصَرُوْنَ وَأَنَاصِرُ وَنُصَرٌ وَنُصْرَيَاتٌ.

এ بَابْ-এর অধিক ব্যবহৃত কয়েকটি مَصْدَرْ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

مَصْدَرْ	অর্থ	مَاضِيْ	مُضَارِعْ	أَمْرٌ	نَهْيٌ	اِسْمُ الْفَاعِلْ
اَلْقُعُوْدُ	বসা	قَعَدَ	يَقْعُدُ	اُقْعُدْ	لَا تَقْعُدْ	قَاعِدٌ
اَلتَّرْكُ	ছেড়ে দেয়া	تَرَكَ	يَتْرُكُ	اُتْرُكْ	لَا تَتْرُكْ	تَارِكٌ
اَلطَّلَبُ	তালাশ করা	طَلَبَ	يَطْلُبُ	اُطْلُبْ	لَا تَطْلُبْ	طَالِبٌ
اَلْفَسَادُ	বিশৃঙ্খলা করা	فَسَدَ	يَفْسُدُ	اُفْسُدْ	لَا تَفْسُدْ	فَاسِدٌ
اَلْحُكْمُ	বিচার করা	حَكَمَ	يَحْكُمُ	اُحْكُمْ	لَا تَحْكُمْ	حَاكِمٌ
اَلنَّقْضُ	ভঙ্গ করা	نَقَضَ	يَنْقُضُ	اُنْقُضْ	لَا تَنْقُضْ	نَاقِضٌ
اَلنَّظْرُ	দেখা	نَظَرَ	يَنْظُرُ	اُنْظُرْ	لَا تَنْظُرْ	نَاظِرٌ
اَلْكُفْرُ	অমান্য করা	كَفَرَ	يَكْفُرُ	اُكْفُرْ	لَا تَكْفُرْ	كَافِرٌ
اَلدِّرَاسَةُ	অধ্যয়ন করা	دَرَسَ	يَدْرُسُ	اُدْرُسْ	لَا تَدْرُسْ	دَارِسٌ
اَلرُّقُوْدُ	ঘুমানো	رَقَدَ	يَرْقُدُ	اُرْقُدْ	لَا تَرْقُدْ	رَاقِدٌ
اَلنَّسْجُ	বোনা	نَسَجَ	يَنْسُجُ	اُنْسُجْ	لَا تَنْسُجْ	نَاسِجٌ
اَلسَّتْرُ	গোপন করা	سَتَرَ	يَسْتُرُ	اُسْتُرْ	لَا تَسْتُرْ	سَاتِرٌ
اَلْحَرْثُ	চাষ করা	حَرَثَ	يَحْرُثُ	اُحْرُثْ	لَا تَحْرُثْ	حَارِثٌ

اَلْبَابُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় বাব

فَعَلَ ، يَفْعِلُ (ضَرَبَ ، يَضْرِبُ)

এ بَابْ-এর فِعْلِ مَاضِيْ مَعْرُوْف-এর عَيْنْ كَلِمَةْ যবরবিশিষ্ট হয় এবং فِعْلْ مُضَارِعْ مَعْرُوْف-এর عَيْنْ كَلِمَةْ যেরবিশিষ্ট হয়। যেমন- اَلضَّرْبُ وَالضَّرْبَةُ (প্রহার করা ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করা)।

এ বাবের تَصْرِيْف হলো-

ضَرَبَ ، يَضْرِبُ ، ضَرْبًا ، فَهُوَ ضَارِبٌ ، وَضُرِبَ ، يُضْرَبُ ، ضَرْبًا فَهُوَ مَضْرُوْبٌ، اَلْأَمْرُ مِنْهُ اِضْرِبْ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَضْرِبْ ، وَالظَّرْفُ مِنْهُ مَضْرِبٌ وَالْآلَةُ مِنْهُ مِضْرَبٌ، وَمِضْرَبَةٌ، وَمِضْرَابٌ، وَتَثْنِيَتُهُمَا مَضْرِبَانِ وَمِضْرَبَانِ وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا مَضَارِبُ وَمَضَارِيْبُ، أَفْعَلُ التَّفْضِيْلِ مِنْهُ أَضْرَبُ وَالْمُؤَنَّثُ مِنْهُ ضُرْبٰي وَتَثْنِيَتُهُمَا أَضْرَبَانِ وَضُرْبَيَانِ وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا أَضْرَبُوْنَ ، وَأَضَارِبُ ، وَضُرَبٌ وَضُرْبَيَاتٌ .

এ بَابْ-এর অধিক ব্যবহৃত কয়েকটি مَصْدَرْ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

مَصْدَرْ	অর্থ	مَاضِيْ	مُضَارِعْ	أَمْرٌ	نَهْيٌ	اِسْمُ الْفَاعِلِ
اَلضَّرْبُ	প্রহার করা	ضَرَبَ	يَضْرِبُ	اِضْرِبْ	لاَ تَضْرِبْ	ضَارِبٌ
اَلْغَسْلُ	ধৌত করা	غَسَلَ	يَغْسِلُ	اِغْسِلْ	لاَ تَغْسِلْ	غَاسِلٌ
اَلْمَعْرِفَةُ	জানা/চেনা	عَرَفَ	يَعْرِفُ	اِعْرِفْ	لاَ تَعْرِفْ	عَارِفٌ
اَلْعَرْضُ	পেশ করা	عَرَضَ	يَعْرِضُ	اِعْرِضْ	لاَ تَعْرِضْ	عَارِضٌ
اَلْحَذْفُ	বিলুপ্ত করা	حَذَفَ	يَحْذِفُ	اِحْذِفْ	لاَ تَحْذِفْ	حَاذِفٌ
اَلْمَغْفِرَةُ	ক্ষমা করা	غَفَرَ	يَغْفِرُ	اِغْفِرْ	لاَ تَغْفِرْ	غَافِرٌ
اَلْفَصْلُ	পৃথক করা	فَصَلَ	يَفْصِلُ	اِفْصِلْ	لاَ تَفْصِلْ	فَاصِلٌ
اَلْخَتْمُ	শেষ করা	خَتَمَ	يَخْتِمُ	اِخْتِمْ	لاَ تَخْتِمْ	خَاتِمٌ
اَلظُّلْمُ	অত্যাচার করা	ظَلَمَ	يَظْلِمُ	اِظْلِمْ	لاَ تَظْلِمْ	ظَالِمٌ
اَلْغَرْسُ	রোপণ করা	غَرَسَ	يَغْرِسُ	اِغْرِسْ	لاَ تَغْرِسْ	غَارِسٌ
اَلْجُلُوْسُ	বসা	جَلَسَ	يَجْلِسُ	اِجْلِسْ	لاَ تَجْلِسْ	جَالِسٌ

اَلْبَابُ الثَّالِثُ : তৃতীয় বাব

فَعِلَ ، يَفْعَلُ (سَمِعَ، يَسْمَعُ)

এ **بَابْ**-এর **فِعْل مَاضِىْ مَعْرُوْف** এর **عَيْن كَلِمَةْ** এর যেরবিশিষ্ট এবং **فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف**-এর **عَيْن كَلِمَةْ** যবরবিশিষ্ট হয়। যথা- **اَلسَّمْعُ وَالسِّمَاعَةُ** (শ্রবণ করা, কান পেতে রাখা)। এ বাবের **تَصْرِيْف** হলো-

سَمِعَ ، يَسْمَعُ ، سَمْعًا فَهُوَ سَامِعٌ ، وَسُمِعَ ، يُسْمَعُ ، سَمْعًا فَهُوَ مَسْمُوْعٌ ، اَلْأَمْرُ مِنْهُ اِسْمَعْ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَسْمَعْ ، اَلظَّرْفُ مِنْهُ مَسْمَعٌ وَالآلَةُ مِنْهُ مِسْمَعٌ، وَمِسْمَعَةٌ، وَمِسْمَاعٌ، وَتَثْنِيَتُهُمَا مَسْمَعَانِ وَمِسْمَعَانِ وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا مَسَامِعُ وَمَسَامِيْعُ، أَفْعَلُ التَّفْضِيْلِ مِنْهُ أَسْمَعُ، وَالْمُؤَنَّثُ مِنْهُ سُمْعٰى وَتَثْنِيَتُهُمَا أَسْمَعَانِ وَسُمْعَيَانِ وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا أَسْمَعُوْنَ وَأَسَامِعُ وَسُمَعٌ وَسُمْعَيَاتٌ .

এ **باب**-এর অধিক ব্যবহৃত কয়েকটি **مصدر** নিম্নে প্রদত্ত হলো :

مَصْدَرْ	অর্থ	مَاضِىْ	مُضَارِعْ	أَمْرٌ	نَهْىٌ	اِسْمُ الْفَاعِلِ
اَلْعِلْمُ	অবগত হওয়া	عَلِمَ	يَعْلَمُ	اِعْلَمْ	لاَ تَعْلَمْ	عَالِمٌ
اَلْحِفْظُ	মুখস্থ করা	حَفِظَ	يَحْفَظُ	اِحْفَظْ	لاَ تَحْفَظْ	حَافِظٌ
اَلْجَهْلُ	অজ্ঞ থাকা	جَهِلَ	يَجْهَلُ	اِجْهَلْ	لاَ تَجْهَلْ	جَاهِلٌ
اَلْحَمْدُ	প্রশংসা করা	حَمِدَ	يَحْمَدُ	اِحْمَدْ	لاَ تَحْمَدْ	حَامِدٌ
اَلْفَهْمُ	বোঝা	فَهِمَ	يَفْهَمُ	اِفْهَمْ	لاَ تَفْهَمْ	فَاهِمٌ
اَلْغَضَبُ	রাগান্বিত হওয়া	غَضِبَ	يَغْضَبُ	اِغْضَبْ	لاَ تَغْضَبْ	غَاضِبٌ
اَلشَّهَادَةُ	সাক্ষ্য দেওয়া	شَهِدَ	يَشْهَدُ	اِشْهَدْ	لاَ تَشْهَدْ	شَاهِدٌ
اَلْبُخْلُ	কৃপণতা করা	بَخِلَ	يَبْخَلُ	اِبْخَلْ	لاَ تَبْخَلْ	بَاخِلٌ
اَلْفَرَحُ	খুশি হওয়া	فَرِحَ	يَفْرَحُ	اِفْرَحْ	لاَ تَفْرَحْ	فَارِحٌ
اَلْحُزْنُ	চিন্তিত হওয়া	حَزِنَ	يَحْزَنُ	اِحْزَنْ	لاَ تَحْزَنْ	حَازِنٌ
اَللُّبْسُ	পরিধান করা	لَبِسَ	يَلْبَسُ	اِلْبَسْ	لاَ تَلْبِسْ	لَابِسٌ

اَلْبَابُ الرَّابِعُ : চতুর্থ বাব

فَعَلَ ، يَفْعَلُ (فَتَحَ يَفْتَحُ)

এ بَاب-এর فِعْل مَاضِىْ مَعْرُوْف এবং فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف উভয়ের عَيْن كَلِمَةْ যবরবিশিষ্ট হয়। যথা- اَلْفَتْحُ (খুলে দেওয়া)। এ বাবের تصريف হলো-

فَتَحَ ، يَفْتَحُ ، فَتْحًا فَهُوَ فَاتِحٌ ، وَفُتِحَ ، يُفْتَحُ ، فَتْحًا ، فَهُوَ مَفْتُوْحٌ ، اَلْأَمْرُ مِنْهُ اِفْتَحْ ، وَالنَّهْيُ عَنْهُ لا تَفْتَحْ وَالظَّرْفُ مِنْهُ مَفْتَحٌ وَالْأَلَةُ مِنْهُ مِفْتَحٌ ، وَمِفْتَحَةٌ ، وَمِفْتَاحٌ، وَتَثْنِيَتُهُمَا مَفْتَحَانِ وَمِفْتَحَانِ وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا مَفَاتِحُ وَمَفَاتِيْحُ ، أَفْعَلُ التَّفْضِيْل مِنْهُ أَفْتَحُ ، وَالْمُؤَنَّثُ مِنْهُ فُتْحٰى وَتَثْنِيَتُهُمَا أَفْتَحَانِ وَفُتْحَيَانِ وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا أَفْتَحُوْنَ وَأَفَاتِحُ وَفُتَحٌ وَفُتْحَيَاتٌ .

এ بَاب-এর অধিক ব্যবহৃত কয়েকটি مصدر নিম্নে প্রদত্ত হলো :

مَصْدَرْ	অর্থ	مَاضِىْ	مُضَارِعْ	أَمْرٌ	نَهْىٌ	اِسْمُ الْفَاعِلِ
اَلذِّهَابُ	গমন করা	ذَهَبَ	يَذْهَبُ	اِذْهَبْ	لاَ تَذْهَبْ	ذَاهِبٌ
اَلسُّؤَالُ	প্রশ্ন করা	سَأَلَ	يَسْأَلُ	اِسْأَلْ	لاَ تَسْأَلْ	سَائِلٌ
اَلْقِرَاءَةُ	পড়া	قَرَأَ	يَقْرَأُ	اِقْرَأْ	لاَ تَقْرَأْ	قَارِئٌ
اَلْمَنْعُ	বাধা দেওয়া	مَنَعَ	يَمْنَعُ	اِمْنَعْ	لاَ تَمْنَعْ	مَانِعٌ
اَلْجَرْحُ	আঘাত করা	جَرَحَ	يَجْرَحُ	اِجْرَحْ	لاَ تَجْرَحْ	جَارِحٌ
اَلنَّجَاحُ	কৃতকার্য হওয়া	نَجَحَ	يَنْجَحُ	اِنْجَحْ	لاَ تَنْجَحْ	نَاجِحٌ
اَللَّعْنُ	অভিশাপ দেওয়া	لَعَنَ	يَلْعَنُ	اِلْعَنْ	لاَ تَلْعَنْ	لاَعِنٌ
اَلزَّرْعُ	চাষ করা	زَرَعَ	يَزْرَعُ	اِزْرَعْ	لاَ تَزْرَعْ	زَارِعٌ
اَلْقَطْعُ	কাটা	قَطَعَ	يَقْطَعُ	اِقْطَعْ	لاَ تَقْطَعْ	قَاطِعٌ
اَلْبَدْءُ	শুরু হওয়া	بَدَأَ	يَبْدَأُ	اِبْدَأْ	لاَ تَبْدَأْ	بَادِئٌ
اَلظُّهُوْرُ	প্রকাশ পাওয়া	ظَهَرَ	يَظْهَرُ	اِظْهَرْ	لاَ تَظْهَرْ	ظَاهِرٌ
اَلنُّصْحُ	উপদেশ দেওয়া	نَصَحَ	يَنْصَحُ	اِنْصَحْ	لاَ تَنْصَحْ	نَاصِحٌ
اَلْمَدْحُ	প্রশংসা করা	مَدَحَ	يَمْدَحُ	اِمْدَحْ	لاَ تَمْدَحْ	مَادِحٌ

اَلْبَابُ الْـخَامِسُ : পঞ্চম বাব

فَعُلَ ، يَفْعُلُ (كَرُمَ ، يَكْرُمُ)

এ بَاب-এর مَاضِىْ مَعْرُوْف فِعْل এবং مُضَارِعْ مَعْرُوْف فِعْل উভয়ের عَيْن كَلِمَةْ পেশবিশিষ্ট হবে। যথা- اَلْكَرَامَةُ وَالْكَرَمُ (সম্মানিত হওয়া)।

كَرُمَ ، يَكْرُمُ ، كَرَمًا وَكَرَامَةً ، فَهُوَ كَرِيْمٌ ، اَلْأَمْرُ مِنْهُ اُكْرُمْ ، وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَكْرُمْ ، اَلظَّرْفُ مِنْهُ مَكْرَمٌ وَالاٰلَةُ مِنْهُ مِكْرَمٌ ، وَمِكْرَمَةٌ ، وَمِكْرَامٌ ، وَتَثْنِيَتُهُمَا مَكْرَمَانِ ، وَمِكْرَمَانِ ، وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا مَكَارِمُ وَمَكَارِيْمُ ، أَفْعَلُ التَّفْضِيْلِ مِنْهُ أَكْرَمُ ، وَالْمُؤَنَّثُ مِنْهُ كُرْمٰى ، وَتَثْنِيَتُهُمَا أَكْرَمَانِ ، وَكُرْمَيَانِ ، وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا أَكْرَمُوْنَ ، وَأَكَارِمُ ، وَكُرَمٌ ، وَكُرْمَيَاتٌ.

এ بَاب-এর অধিক ব্যবহৃত কয়েকটি مصدر নিম্নে প্রদত্ত হলো :

مَصْدَرْ	অর্থ	مَاضِىْ	مُضَارِعْ	أَمْرٌ	نَهْىٌ	اِسْمُ الْفَاعِلِ
اَلْقُرْبُ	নিকটবর্তী হওয়া	قَرُبَ	يَقْرُبُ	اُقْرُبْ	لَاتَقْرُبْ	قَرِيْبٌ
اَلْبُعْدُ	দূরবর্তী হওয়া	بَعُدَ	يَبْعُدُ	اُبْعُدْ	لَا تَبْعُدْ	بَعِيْدٌ
اَلْكَثْرَةُ	অধিক হওয়া	كَثُرَ	يَكْثُرُ	اُكْثُرْ	لَا تَكْثُرْ	كَثِيْرٌ
اَلشَّرَافَةُ	ভদ্র হওয়া	شَرُفَ	يَشْرُفُ	اُشْرُفْ	لَا تَشْرُفْ	شَرِيْفٌ
اَلْحُسْنُ	সুন্দর হওয়া	حَسُنَ	يَحْسُنُ	اُحْسُنْ	لَا تَحْسُنْ	حَسِيْنٌ
اَلْقِصْرُ	খাট হওয়া	قَصُرَ	يَقْصُرُ	اُقْصُرْ	لَا تَقْصُرْ	قَصِيْرٌ
اَلْكِبْرُ	বড় হওয়া	كَبُرَ	يَكْبُرُ	اُكْبُرْ	لَا تَكْبُرْ	كَبِيْرٌ
اَللُّطْفُ	সূক্ষ্ম হওয়া	لَطُفَ	يَلْطُفُ	اُلْطُفْ	لَا تَلْطُفْ	لَطِيْفٌ
اَلثِّقْلُ	ভারী হওয়া	ثَقُلَ	يَثْقُلُ	اُثْقُلْ	لَا تَثْقُلْ	ثَقِيْلٌ
اَلْبَرَاعَةُ	দক্ষ হওয়া	بَرُعَ	يَبْرُعُ	اُبْرُعْ	لَا تَبْرُعْ	بَرِيْعٌ
اَلصَّعُوْبَةُ	কঠিন হওয়া	صَعُبَ	يَصْعُبُ	اُصْعُبْ	لَا تَصْعُبْ	صَعِيْبٌ
اَلْعِظَمُ	বড় হওয়া	عَظُمَ	يَعْظُمُ	اُعْظُمْ	لَا تَعْظُمْ	عَظِيْمٌ

اَلْبَابُ السَّادِسُ : ষষ্ঠ বাব

بَاب اِفْتِعَالْ

এ বাবের فِعْل مَاضِيْ-এর শুরুতে هَمْزَةُ الْوَصَل এবং فَاء كَلِمَةْ ও عَيْن كَلِمَةْ-এর মাঝে تاء অতিরিক্ত হয়। যেমন– اَلْاِجْتِنَابُ- পরিহার করা, বিরত থাকা। এ বাবের تَصْرِيْف হলো-

اِجْتَنَبَ يَجْتَنِبُ اِجْتِنَابًا فَهُوَ : مُجْتَنِبٌ وَاُجْتُنِبَ يُجْتَنَبُ اِجْتِنَابًا فَهُوَ : مُجْتَنَبٌ اَلْأَمْرُ مِنْهُ : اِجْتَنِبْ وَالنَّهْيُ عَنْهُ : لَا تَجْتَنِبْ.

এ باب-এর অধিক ব্যবহৃত কয়েকটি مصدر নিম্নে প্রদত্ত হলো :

مَصْدَرْ	অর্থ	مَاضِيْ	مُضَارِعْ	أَمْرٌ	نَهْيٌ	اِسْمُ الْفَاعِلِ
اَلاِقْتِبَاسُ	চয়ন করা	اِقْتَبَسَ	يَقْتَبِسُ	اِقْتَبِسْ	لاَ تَقْتَبِسْ	مُقْتَبِسٌ
اَلاِعْتِزَالُ	পৃথক হয়ে যাওয়া	اِعْتَزَلَ	يَعْتَزِلُ	اِعْتَزِلْ	لاَ تَعْتَزِلْ	مُعْتَزِلٌ
اَلاِلْتِمَاسُ	তালাশ করা	اِلْتَمَسَ	يَلْتَمِسُ	اِلْتَمِسْ	لاَ تَلْتَمِسْ	مُلْتَمِسٌ
اَلاِحْتِمَالُ	সম্ভাবনা থাকা	اِحْتَمَلَ	يَحْتَمِلُ	اِحْتَمِلْ	لاَ تَحْتَمِلْ	مُحْتَمِلٌ
اَلاِشْتِرَاكُ	অংশগ্রহণ করা	اِشْتَرَكَ	يَشْتَرِكُ	اِشْتَرِكْ	لاَ تَشْتَرِكْ	مُشْتَرِكٌ
اَلاِنْتِصَارُ	বিজয় লাভ করা	اِنْتَصَرَ	يَنْتَصِرُ	اِنْتَصِرْ	لاَ تَنْتَصِرْ	مُنْتَصِرٌ

اَلْبَابُ السَّابِعُ : সপ্তম বাব

بَاب اِسْتِفْعَالْ

এ বাবের فِعْل مَاضِيْ-এর শুরুতে هَمْزَةُ الْوَصَل এবং سين ও تاء অতিরিক্ত হয়। যেমন, اَلْاِسْتِنْصَارُ - সাহায্য প্রার্থনা করা। এ বাবের تَصْرِيْف হলো-

اِسْتَنْصَرَ يَسْتَنْصِرُ اِسْتِنْصَارًا فَهُوَ : مُسْتَنْصِرٌ وَاُسْتُنْصِرَ يُسْتَنْصَرُ اِسْتِنْصَارًا فَهُوَ : مُسْتَنْصَرٌ اَلْأَمْرُ مِنْه : اِسْتَنْصِرْ وَالنَّهْيُ عَنْهُ: لَا تَسْتَنْصِرْ.

২০১৮

এ باب-এর অধিক ব্যবহৃত কয়েকটি مصدر নিম্নে প্রদত্ত হলো :

مَصْدَرٌ	অর্থ	مَاضِيْ	مُضَارِعٌ	أَمْرٌ	نَهْيٌ	اِسْمُ الْفَاعِلِ
اَلْاِسْتِغْفَارُ	ক্ষমা চাওয়া	اِسْتَغْفَرَ	يَسْتَغْفِرُ	اِسْتَغْفِرْ	لاَ تَسْتَغْفِرْ	مُسْتَغْفِرٌ
اَلاِسْتِخْلاَفُ	খলিফা বানানো	اِسْتَخْلَفَ	يَسْتَخْلِفُ	اِسْتَخْلِفْ	لاَ تَسْتَخْلِفْ	مُسْتَخْلِفٌ
اَلاِسْتِمْتَاعُ	ভোগ করা	اِسْتَمْتَعَ	يَسْتَمْتِعُ	اِسْتَمْتِعْ	لاَ تَسْتَمْتِعْ	مُسْتَمْتِعٌ
اَلاِسْتِيْذَانُ	অনুমতি চাওয়া	اِسْتَأْذَنَ	يَسْتَأْذِنُ	اِسْتَأْذِنْ	لاَ تَسْتَأْذِنْ	مُسْتَأْذِنٌ
اَلاِسْتِسْلاَمُ	আনুগত্য করা	اِسْتَسْلَمَ	يَسْتَسْلِمُ	اِسْتَسْلِمْ	لاَ تَسْتَسْلِمْ	مُسْتَسْلِمٌ
اَلاِسْتِكْبَارُ	বড়াই করা	اِسْتَكْبَرَ	يَسْتَكْبِرُ	اِسْتَكْبِرْ	لاَ تَسْتَكْبِرْ	مُسْتَكْبِرٌ
اَلاِسْتِعْمَالُ	ব্যবহার করা	اِسْتَعْمَلَ	يَسْتَعْمِلُ	اِسْتَعْمِلْ	لاَ تَسْتَعْمِلْ	مُسْتَعْمِلٌ

اَلْبَابُ الثَّامِنُ : অষ্টম বাব

بَاب اِفْعَال

এ বাবের فِعْل مَاضِيْ-এর فَاء كَلِمَةْ-এর পূর্বে هَمْزَة قَطْعِيَّة হয়। যেমন - اَلْإِكْرَامُ - সম্মান করা। এ বাবের تَصْرِيْف হলো-

أَكْرَمَ يُكْرِمُ إِكْرَامًا فَهُوَ : مُكْرِمٌ وأُكْرِمَ يُكْرَمُ إِكْرَامًا فَهُوَ : مُكْرَمٌ اَلْأَمْرُ مِنْهُ : أَكْرِمْ وَالنَّهْىُ عَنْهُ : لاَ تُكْرِمْ

এ باب-এর অধিক ব্যবহৃত কয়েকটি مصدر নিম্নে প্রদত্ত হলো :

مَصْدَرٌ	অর্থ	مَاضِيْ	مُضَارِعٌ	أَمْرٌ	نَهْيٌ	اِسْمُ الْفَاعِلِ
اَلْإِسْلاَمُ	ইসলাম গ্রহণ করা	أَسْلَمَ	يُسْلِمُ	أَسْلِمْ	لاَ تُسْلِمْ	مُسْلِمٌ
اَلْإِذْهَابُ	দূর করে দেওয়া	أَذْهَبَ	يُذْهِبُ	أَذْهِبْ	لاَ تُذْهِبْ	مُذْهِبٌ
اَلْإِعْلاَنُ	ঘোষণা দেওয়া	أَعْلَنَ	يُعْلِنُ	أَعْلِنْ	لاَ تُعْلِنْ	مُعْلِنٌ
اَلْإِكْمَالُ	পরিপূর্ণ করা	أَكْمَلَ	يُكْمِلُ	أَكْمِلْ	لاَ تُكْمِلْ	مُكْمِلٌ
اَلْإِعْلاَمُ	জানিয়ে দেওয়া	أَعْلَمَ	يُعْلِمُ	أَعْلِمْ	لاَ تُعْلِمْ	مُعْلِمٌ
اَلْإِخْبَارُ	অন্ধকার হয়ে যাওয়া	أَخْبَرَ	يُخْبِرُ	أَخْبِرْ	لَا تُخْبِرْ	مُخْبِرٌ

اَلْبَابُ التَّاسِعُ : নবম বাব

بَاب تَفْعِيْل

এ বাবের فِعْل مَاضِيْ-এর عَيْن كَلِمَةْ টি مُكَرَّرْ হয়। যেমন- اَلتَّصْرِيْف - রূপান্তর করা। এ বাবের تَصْرِيْف হলো-

صَرَّفَ يُصَرِّفُ تَصْرِيْفًا فَهُوَ : مُصَرِّفٌ وصُرِّفَ يُصَرَّفُ تَصْرِيْفًا فَهُوَ : مُصَرَّفٌ اَلْأَمْرُ مِنْهُ : صَرِّفْ وَالنَّهْىُ عَنْه : لَا تُصَرِّفْ.

এ باب-এর অধিক ব্যবহৃত কয়েকটি مصدر নিম্নে প্রদত্ত হলো :

مَصْدَرْ	অর্থ	مَاضِىْ	مُضَارِعْ	أَمْرٌ	نَهْىٌ	اِسْمُ الْفَاعِلِ
اَلتعْذِيْبُ	শাস্তি দেওয়া	عَذَّبَ	يُعَذِّبُ	عَذِّبْ	لاَ تُعَذِّبْ	مُعَذِّبٌ
اَلتَرْجِيْحُ	প্রাধান্য দেওয়া	رَجَّحَ	يُرَجِّحُ	رَجِّحْ	لاَ تُرَجِّحْ	مُرَجِّحٌ
اَلتطْهِيْرُ	পবিত্র করা	طَهَّرَ	يُطَهِّرُ	طَهِّرْ	لاَ تُطَهِّرْ	مُطَهِّرٌ
اَلتحْرِيْكُ	নাড়া দেওয়া	حَرَّكَ	يُحَرِّكُ	حَرِّكْ	لاَ تُحَرِّكْ	مُحَرِّكٌ
اَلتَّمْلِيْكُ	মালিক বানানো	مَلَّكَ	يُمَلِّكُ	مَلِّكْ	لاَ تُمَلِّكْ	مُمَلِّكٌ

اَلْبَابُ الْعَاشِرُ : দশম বাব

بَاب تَفَعُّل

এ বাবের فِعْل مَاضِي-এর فَاء كَلِمَةْ-এর পূর্বে تاء এবং عَيْن كَلِمَةْ টি مُكَرَّرْ হয়। যেমন– اَلتَّقَبُّلُ - গ্রহণ করা, কবুল করা। এ বাবের تصريف হলো-

تَقَبَّلَ يَتَقَبَّلُ تَقَبُّلاً فَهُوَ : مُتَقَبِّلٌ وتُقُبِّلَ يُتَقَبَّلُ تَقَبُّلاً فَهُوَ : مُتَقَبَّلٌ اَلْأَمْرُ مِنْه : تَقَبَّلْ وَالنَّهْىُ عَنْهُ : لاَ تَتَقَبَّلْ

২০১৮

এ باب-এর অধিক ব্যবহৃত কয়েকটি مصدر নিম্নে প্রদত্ত হলো :

اِسْمُ الْفَاعِلِ	نَهْيٌ	أَمْرٌ	مُضَارِعٌ	مَاضِيْ	অর্থ	مَصْدَرْ
مُتَبَسِّمٌ	لاَ تَتَبَسَّمْ	تَبَسَّمْ	يَتَبَسَّمُ	تَبَسَّمَ	মুচকি হাসা	اَلتَّبَسُّمُ
مُتَعَلِّمٌ	لاَ تَتَعَلَّمْ	تَعَلَّمْ	يَتَعَلَّمُ	تَعَلَّمَ	শিক্ষার্জন করা	اَلتَّعَلُّمُ
مُتَكَلِّمٌ	لاَ تَتَكَلَّمْ	تَكَلَّمْ	يَتَكَلَّمُ	تَكَلَّمَ	কথা বলা	اَلتَّكَلُّمُ
مُتَجَنِّبٌ	لاَ تَتَجَنَّبْ	تَجَنَّبْ	يَتَجَنَّبُ	تَجَنَّبَ	বিরত থাকা	اَلتَّجَنُّبُ
مُتَهَجِّدٌ	لاَ تَتَهَجَّدْ	تَهَجَّدْ	يَتَهَجَّدُ	تَهَجَّدَ	তাহাজ্জুদ পড়া	اَلتَّهَجُّدُ
مُتَفَكِّرٌ	لاَ تَتَفَكَّرْ	تَفَكَّرْ	يَتَفَكَّرُ	تَفَكَّرَ	চিন্তা-গবেষণা করা	اَلتَّفَكُّرُ

اَلْبَابُ الْحَادِيْ عَشَرَ : একাদশ বাব

بَاب مُفَاعَلَةْ

এ বাবের فِعْل مَاضِيْ-এর فَاء كَلِمَةْ-এবং عَيْن كَلِمَةْ-এর মাঝে أَلِف অতিরিক্ত হয়। যেমন– اَلْمُقَاتَلَةُ وَ الْقِتَالُ - পরস্পর লড়াই করা। এ বাবের تَصْرِيْف হলো-

قَاتَلَ يُقَاتِلُ مُقَاتَلَةً وَقِتَالاً فَهُوَ : مُقَاتِلٌ وقُوْتِلَ يُقَاتَلُ مُقَاتَلَةً وَقِتَالاً فَهُوَ : مُقَاتَلٌ اَلْأَمْرُ مِنْهُ : قَاتِلْ وَالنَّهْيُ عَنْهُ : لَا تُقَاتِلْ .

এ باب-এর অধিক ব্যবহৃত কয়েকটি مصدر নিম্নে প্রদত্ত হলো :

اِسْمُ الْفَاعِلِ	نَهْيٌ	أَمْرٌ	مُضَارِعٌ	مَاضِيْ	অর্থ	مَصْدَرْ
مُعَاقِبٌ	لاَ تُعَاقِبْ	عَاقِبْ	يُعَاقِبُ	عَاقَبَ	শাস্তি দেওয়া	اَلْمُعَاقَبَةُ
مُخَادِعٌ	لاَ تُخَادِعْ	خَادِعْ	يُخَادِعُ	خَادَعَ	ধোঁকা দেওয়া	اَلْمُخَادَعَةُ
مُبَارِكٌ	لاَ تُبَارِكْ	بَارِكْ	يُبَارِكُ	بَارَكَ	বরকত দেওয়া	اَلْمُبَارَكَةُ
مُجَادِلٌ	لاَ تُجَادِلْ	جَادِلْ	يُجَادِلُ	جَادَلَ	ঝগড়া করা	اَلْمُجَادَلَةُ

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। ثُلَاثِىْ مجرد কাকে বলে? এর সর্বমোট بَاب কয়টি ও কী কী? উল্লেখ কর।

২। ثُلَاثِىْ ও رُبَاعِى কাকে বলে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৩। ثُلَاثِىْ مَزِيْدْ فِيْهِ কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কী কী? লেখ।

৪। ثُلَاثِىْ مَزِيْد فِيه غَيْر مُلْحَقْ بِرُبَاعِى -এর সর্বমোট বাব কয়টি ও কী কী? উল্লেখ কর।

৫। اَلطَّلَبُ মাসদার দ্বারা صَرْفُ صَغِيْر বর্ণনা কর।

৬। اَلْكِتَابَةُ মাসদার দ্বারা صَرْفُ صَغِيْر উল্লেখ কর।

৭। اَلْغُسْلُ কোন বাবের মাসদার? উহা দ্বারা صَرْفُ صَغِيْر উল্লেখ কর।

اَلْوَحْدَةُ الثَّانِيَةِ : দ্বিতীয় ইউনিট

قِسْمُ عِلْمِ النَّحْوِ
ইলমে নাহু অংশ

اَلدَّرْسُ الْأَوَّلُ : প্রথম পাঠ

تَعْرِيْفُ عِلْمِ النَّحْوِ
ইলমে নাহুর পরিচয়

عِلْمُ النَّحْوِ-এর পরিচয় :

عِلْمٌ ও اَلنَّحْوُ দুটি শব্দের সমন্বয়ে عِلْمُ النَّحْوِ গঠিত। عِلْمٌ শব্দটি একবচন। বহুবচনে عُلُوْمٌ অর্থ- বিদ্যা, জ্ঞান, শাস্ত্র, জানা ইত্যাদি। আর نَحْوٌ শব্দটি একবচন, বহুবচনে أَنْحَاءٌ অর্থ- ইচ্ছা পোষণ, অনুরূপ, দিক, পথ, উপমা ইত্যাদি। সুতরাং عِلْمُ النَّحْوِ-এর সমন্বিত অর্থ হলো- নাহুর জ্ঞান বা নাহু শাস্ত্র।

পরিভাষায় عِلْمُ النَّحْوِ হলো–

عِلْمُ النَّحْوِ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ أَحْوَالُ أَوَاخِرِ الْكَلَامِ إِعْرَابًا وَبِنَاءً.

অর্থাৎ, ইলমে নাহু হলো এমন শাস্ত্র, যার দ্বারা مُعْرَبْ ও مَبْنِيْ হওয়ার দিক থেকে আরবি বাক্যের শেষের অবস্থাসমূহ জানা যায়।

বস্তুত যে নিয়ম-কানুন জানার দ্বারা مُعْرَبْ ও مَبْنِيْ হওয়ার দিক থেকে বাক্যে ব্যবহৃত ইসম, ফে'ল ও হরফ-এর শেষ অক্ষরের إِعْرَابْ তথা رَفْعْ বা نَصَبْ বা جَرْ-এর অবস্থা এবং বিভিন্ন শব্দের পরস্পরের সাথে সংযোজন করে বাক্য গঠন করার পদ্ধতি জানা যায়, তাকে عِلْمُ النَّحْوِ বলে।

عِلْمُ النَّحْوِ -এর আলোচ্য বিষয় :

ইলমে নাহুর আলোচ্য বিষয় হলো- كَلِمَةٌ ও كَلَامٌ তথা শব্দ ও বাক্য।

عِلْمُ النَّحْوِ -এর উদ্দেশ্য :

নাহু শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হলো- আরবি ভাষা ব্যবহারে শাব্দিক ভুল-ভ্রান্তি থেকে মেধাশক্তিকে বাঁচিয়ে রাখা।

عِلْمُ النَّحْوِ -এর নামকরণ ও সংকলনের ইতিহাস :

বর্ণিত আছে, একদা হযরত আবুল আসওয়াদ আদ দুয়াইলী (রহ.) নামক জনৈক তাবেয়ী এক ব্যক্তিকে إِنَّ اللهَ بَرِئٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهُ আয়াতে رَسُوْلُهُ শব্দের لَامْ বর্ণে পেশের স্থলে যের দিয়ে পড়তে শুনেন। এর অর্থ হলো নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের প্রতি ও তাঁর রসূলের প্রতি অসন্তুষ্ট। এ অর্থটি আয়াতটির বাস্তব উদ্দেশ্যের বিপরীত এবং এটা কুফরী কালাম। এর বিশুদ্ধ পঠন হলো وَرَسُوْلُهُ (লাম বর্ণে পেশ দিয়ে) অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূল (ﷺ) মুশরিকদের থেকে মুক্ত।

প্রথমোক্ত পঠন শুনে আবুল আসওয়াদ আদ দুয়াইলী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মনঃক্ষুণ্ন হয়ে হযরত আলী (رضي الله عنه)-এর দরবারে গিয়ে এ ঘটনা ব্যক্ত করে বলেন যে, মানুষ নিয়ম-কানুন না জানার কারণে কুফরী কালাম করে থাকে। মুহতারাম! আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন, তবে আমি এমন একটি বিধি-বিধান তৈরি করবো, যা দ্বারা মানুষ শুদ্ধ আরবি বলতে ও লিখতে পারবে। তখন আলী (رضي الله عنه) বলেন, أُقْصُدْ نَحْوَهُ অর্থাৎ, অনুরূপ মনোনিবেশ কর। এক্ষেত্রে হযরত আলী (رضي الله عنه) কিছু দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। অতঃপর হযরত আবুল আসওয়াদ আদ দুয়াইলী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তাঁর কথা মতো বেশ কিছু নিয়ম-কানুন লিখে হযরত আলী (رضي الله عنه)-কে দেখান। তখন আলী (رضي الله عنه) বলেন, مَا أَحْسَنَ هٰذَا النَّحْوَ اَلَّذِىْ نَحَوْتَهُ অর্থাৎ, তুমি যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছো, তা কতই না সুন্দর!

এভাবে আলী (رضي الله عنه) তাঁর বক্তব্যে বার বার نَحْوُ শব্দটি ব্যবহার করার কারণে পরবর্তীকালে সকল সুধীবৃন্দ এ শব্দটিকেই শাস্ত্রটির নামকরণ হিসেবে পছন্দ করেন। তাই এ শাস্ত্রের নামকরণ করেন عِلْمُ النَّحْوِ (ইলমুন নাহু)।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। عِلْمُ النَّحْوِ এর সংজ্ঞা বর্ণনা কর।

২। عِلْمُ النَّحْوِ এর موضوع ও غرض সম্পর্কে আলোচনা কর।

اَلدَّرْسُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় পাঠ

اَلْاِسْمُ وَأَقْسَامُهُ

ইসম ও উহার প্রকারসমূহ

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

الف		ب		ج	
غَنَمٌ	একটি ছাগল	خَدِيْجَةُ	খাদিজা	إِبْرَاهِيْمُ	ইবরাহীম
قَلَمٌ	একটি কলম	اَلدَّجَاجَةُ	মুরগীটি	اَلْبَيْتُ	বাড়িটি
جَوَّالٌ	একটি মোবাইল	اَلْمُعَلِّمَةُ	শিক্ষয়ত্রী	مِصْرُ	মিসর
د		ه		و	
طَالِبٌ	একজন ছাত্র	طَالِبَانِ	দুজন ছাত্র	طُلَّابٌ	অনেক ছাত্র
صَدِيْقٌ	একজন বন্ধু	صَدِيْقَانِ	দুজন বন্ধু	أَصْدِقَاءُ	অনেক বন্ধু
رَجُلٌ	একজন লোক	رَجُلَانِ	দুজন লোক	رِجَالٌ	অনেক লোক

উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ্য কর। প্রত্যেকটি শব্দ দ্বারা এক একটি নামবাচক শব্দ বোঝায়। '**الف**' ও '**ج**' অংশের শব্দগুলো দ্বারা পুরুষবাচক বোঝানো হয়েছে এবং শব্দগুলোর শেষে '**ة**' (গোল তা) নেই। কিন্তু '**ب**' অংশের শব্দগুলো দ্বারা স্ত্রীবাচক বোঝানো হয়েছে এবং প্রত্যেকটি শব্দের শেষে '**ة**' (গোল-তা) রয়েছে।

অন্যদিকে '**الف**' অংশের প্রত্যেকটি শব্দ অনির্দিষ্ট কোনো একজন ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায়। আর '**ب**' অংশের প্রতিটি শব্দ নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায়।

অন্যদিকে '**د**' অংশের শব্দগুলো একজন ব্যক্তি বা একটি বস্তু বোঝায়। '**ه**' অংশের শব্দগুলো দুজন ব্যক্তি বা দুটি বস্তু বোঝায়। '**و**' অংশের শব্দগুলো দুয়ের অধিক ব্যক্তি বা বস্তু বোঝায়।

اَلْقَوَاعِدُ

اِسْمٌ-এর পরিচয় : اِسْمٌ শব্দটি একবচন। বহুবচনে أَسْمَاءٌ অর্থ- নাম, বিশেষ্য, উচ্চ হওয়া ইত্যাদি। পরিভাষায় যে শব্দ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, বস্তু, স্থান, সময়, সংখ্যা, দোষ, গুণ, অবস্থা ও কাজের নাম বোঝায় এবং যে শব্দ অন্য শব্দের সহযোগিতা ছাড়াই নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে সক্ষম ও যে শব্দ কোনো কালের সাথে সম্পৃক্ত নয়, তাকে اِسْمٌ বলে। যেমন-

ক. ব্যক্তির নাম : نَعِيْمٌ – فَاطِمَةُ – إِبْرَاهِيْمُ – مَحْمُوْدٌ – سَعِيْدٌ – خَالِدٌ

খ. বস্তুর নাম : سَبُّوْرَةٌ – حَقِيْبَةٌ – كُرَّاسَةٌ – كِتَابٌ – قَلَمٌ – كُرْسِيٌّ

গ. জাতির নাম : فَرَسٌ – غَنَمٌ – جَمَلٌ – بَقَرٌ – جِنٌّ – إِنْسَانٌ

ঘ. স্থানের নাম : سُوْقٌ – مَدْرَسَةٌ – مَسْجِدٌ – مَدِيْنَةٌ – دَاكَا

ঙ. সময়ের নাম : نَهَارٌ- لَيْلٌ – يَوْمٌ – شَهْرٌ – سَنَةٌ – أُسْبُوْعٌ – سَاعَةٌ

চ. সংখ্যার নাম : مِائَةٌ – سِتَّةٌ – خَمْسَةٌ – أَرْبَعَةٌ – ثَلَاثَةٌ – عَشَرَةٌ

ছ. কাজের নাম : اَلنَّصْرُ – اَلدُّخُوْلُ – اَلْقِرَاءَةُ – اَلنَّظْرُ – اَلْأَكْلُ – اَلشُّرْبُ

জ. দোষ ও গুণের নাম : شَرٌّ – خَيْرٌ – جَاهِلٌ – عَالِمٌ- أَبْيَضُ – أَسْوَدُ

ঝ. অবস্থার নাম : طَالِبٌ – لَاعِبٌ – اٰكِلٌ – ضَاحِكٌ – جَالِسٌ – نَائِمٌ – قَاعِدٌ – قَائِمٌ

اِسْم-এর প্রকার : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে اِسْم -এর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। যথা-

ক. লিঙ্গভেদে اِسْم দু প্রকার। যথা– ১। مُذَكَّرْ (পুংলিঙ্গ) ও ২। مُؤَنَّثْ (স্ত্রীলিঙ্গ)।

مُذَكَّرْ -এর বর্ণনা : যে اِسْم দ্বারা পুরুষবাচক ব্যক্তি, প্রাণী ইত্যাদি বোঝায়, তাকে مُذَكَّرْ (পুংলিঙ্গ) বলে। যেমন- ثَوْرٌ، رَجُلٌ، خَالِدٌ، بَكْرٌ ইত্যাদি।

مُؤَنَّثْ -এর বর্ণনা : যে اِسْم দ্বারা স্ত্রীবাচক ব্যক্তি বা প্রাণী বোঝায়, তাকে مُؤَنَّثْ (স্ত্রীলিঙ্গ) বলে। যেমন- عَيْنٌ ، دَجَاجَةٌ ، طَاوِلَةٌ، فَاطِمَةُ ইত্যাদি।

২০১৮

مُؤَنَّثْ তিন প্রকার। যেমন-

১. مُؤَنَّثٌ حَقِيْقِيٌّ , ২. مُؤَنَّثٌ غَيْرُ حَقِيْقِيٍّ ও ৩. مُؤَنَّثٌ سِمَاعِيٌّ

১. مُؤَنَّثٌ حَقِيْقِيٌّ : যে اِسْم দ্বারা বাস্তবে স্ত্রীবাচক ব্যক্তি বা প্রাণী বোঝায়, তাকে مُؤَنَّثْ حَقِيْقِيٌّ বলে। এরূপ مُؤَنَّثْ-এর বিপরীতে বাস্তবে مُذَكَّرْ থাকে।

যেমন- فَاطِمَةٌ ، إِمْرَأَةٌ ، دَجَاجَةٌ ইত্যাদি।

২. مُؤَنَّثٌ غَيْرُ حَقِيْقِيٍّ : যে اِسْم দ্বারা বাস্তবে স্ত্রীবাচক ব্যক্তি বা প্রাণী বোঝায় না, তবে এর মাঝে مُؤَنَّثْ -এর চিহ্ন পাওয়া যায়, তাকে مُؤَنَّثٌ غَيْرُ حَقِيْقِيٍّ বলে।

যেমন- طَاوِلَةٌ ،فَاكِهَةٌ ইত্যাদি।

৩. مُؤَنَّثٌ سِمَاعِيٌّ : যে اِسْم দ্বারা প্রকৃত স্ত্রীবাচক কোনো সত্তাকে বোঝায় না, যার মধ্যে مُؤَنَّثْ -এর কোনো চিহ্নও পাওয়া যায় না। বরং আরবরা যাকে مُؤَنَّثْ হিসেবে ব্যবহার করে এরূপ ইসমকে مُؤَنَّثٌ سِمَاعِيٌّ (শ্রুত স্ত্রীলিঙ্গ) বলে।

যেমন- شَمْسٌ ،دَارٌ ،عَيْنٌ ،يَدٌ ،أَرْضٌ ইত্যাদি

مُؤَنَّثْ -এর আলামত : مُؤَنَّثْ -এর আলামতগুলো হলো-

১। শব্দের শেষে 'ة' (গোল তা) হওয়া। যেমন– كَاتِبَةٌ ، شَاعِرَةٌ ، عَائِشَةُ

২। শব্দের শেষে أَلِفُ مَقْصُوْرَةٌ হওয়া। যেমন– فُضْلٰى ، سَلْمٰى ، كُرْمٰى

৩। শব্দের শেষে أَلِفُ مَمْدُوْدَةٌ হওয়া। যেমন- حَمْرَاءُ ، صَحْرَاءُ

৪। শব্দের শেষে উহ্য ة (গোল তা) হওয়া। যেমন- أَرْضٌ শব্দটি মূলে أَرْضَةٌ ছিল।

খ. নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্টের ভিত্তিতে اِسْم দু প্রকার। যথা-

১. مَعْرِفَةٌ (নির্দিষ্টবাচক বিশেষ্য)ও ২. نَكِرَةٌ (অনির্দিষ্টবাচক বিশেষ্য)

مَعْرِفَةٌ -এর পরিচয় : যে اِسْـم দ্বারা নির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা অন্য কিছুকে বোঝায়, তাকে مَعْرِفَةٌ (নির্দিষ্টবাচক বিশেষ্য) বলে। যেমন- زَيْدٌ (যায়েদ), اَلْقَلَمُ (কলমটি) ইত্যাদি।

مَعْرِفَةٌ -এর ব্যবহার পদ্ধতি হল-

১. مَعْرِفَةٌ -এর শুরুতে أَل ব্যবহার হয়, কিন্তু শেষে تَنْوِيْنٌ হয় না। যেমন- اَلْقَلَمُ (কলমটি)

২. نَكِرَةٌ- কে مَعْرِفَةٌ করার জন্যে প্রথমে أَل যুক্ত করতে হয়। যেমন- قَلَمٌ থেকে اَلْقَلَمُ

نَكِرَةٌ -এর পরিচয় : যে اِسْم দ্বারা অনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা অন্য কিছুকে বোঝায়, তাকে نَكِرَةٌ (অনির্দিষ্টবাচক বিশেষ্য) বলে। نَكِرَةٌ -এর আলামত হলো, শব্দের শেষে تَنْوِيْنٌ হওয়া। যেমন- كِتَابٌ (একটি বই), قَمِيْصٌ (একটি জামা) ইত্যাদি।

نَكِرَةٌ-কে مَعْرِفَةٌ করার পদ্ধতি : نَكِرَةٌ-কে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে مَعْرِفَةٌ করা যায়। যথা-

১. نَكِرَةٌ শব্দের প্রথমে أَلِفْ وَلَامْ যুক্ত করে। যেমন- اَلرَّجُلُ

২. কোনো نَكِرَةٌ ইসেমকে مَعْرِفَةٌ -এর দিকে إِضَافَةٌ করে مَعْرِفَةٌ গঠন করা যায়।
যেমন- كِتَابٌ থেকে كِتَابُ اللهِ

গ. বচনভেদে اِسْم তিন প্রকার। যথা–

১. وَاحِدٌ , ২. تَثْنِيَةٌ ও ৩. جَمْع

১. **وَاحِدٌ-এর পরিচয় :** যে শব্দ দ্বারা একজন ব্যক্তি বা একটি বস্তু বোঝায়, তাকে وَاحِدٌ (একবচন) বলে। যেমন– كِتَابٌ -একটি বই।

২. **تَثْنِيَةٌ-এর পরিচয় :** যে শব্দ দ্বারা দুজন ব্যক্তি বা দুটি বস্তু বোঝায়, তাকে تَثْنِيَةٌ (দ্বিবচন) বলে। যেমন- كِتَابَانِ - দুটি বই।

تَثْنِيَةٌ-এর গঠন প্রণালী : وَاحِدٌ-এর শেষে ان অথবা ين যুক্ত করে تَثْنِيَةٌ গঠন করতে হয়।
যেমন-

قَلَمٌ + يْنِ = قَلَمَيْنِ	قَلَمٌ + اَنِ = قَلَمَانِ
رَجُلٌ + يْنِ = رَجُلَيْنِ	رَجُلٌ + اَنِ = رَجُلَانِ

৩. **جَمْع-এর পরিচয় :** যে শব্দ দ্বারা দুয়ের অধিক ব্যক্তি বা বস্তু বোঝানো হয়, তাকে جَمْع (বহুবচন) বলে। যেমন- كُتُبٌ - অনেক বই।

جَمْع -এর প্রকার : جَمْع প্রথমত দু প্রকার। যথা-

১. اَلْجَمْعُ السَّالِمُ ও ২. اَلْجَمْعُ الْمُكَسَّرُ

যে جَمْـع-এর মাঝে وَاحِـدْ-এর ভিত্তি বহাল থেকে যায়, তাকে اَلْجَمْـعُ السَّـالِمُ বলে এবং যে جَمْع-এর মাঝে وَاحِدْ-এর ভিত্তি ঠিক থাকে না; বরং ভেঙ্গে যায়, তাকে اَلْجَمْعُ الْمُكَسَّر বলে।

وَاحِدْ থেকে اَلْـجَمْعُ الْمُكَسَّرُ গঠনের নির্দিষ্ট কোনো নিয়মপদ্ধতি নেই। আরবদের ব্যবহার অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়। তবে اَلْجَمْعُ السَّالِمُ গঠনের নির্দিষ্ট নিয়মপদ্ধতি রয়েছে। যথা–

وَاحِدْ-এর শেষে ون ، يـن বা ات যুক্ত করে جَمْـعُ سَـالِمٌ গঠন করতে হয়। ون বা يـن দ্বারা গঠিত جَمْع কে جَمْع مُذَكَّرِ سَالِمْ আর ات দ্বারা গঠিত جَمْع কে جَمْع مُؤَنَّثِ سَالِمْ বলে।

اَلْجَمْعُ السَّالِمُ		وَاحِدْ		اَلْجَمْعُ الْمُكَسَّرُ	وَاحِدْ
جَمْع مُذَكَّرِ	عَالِمُوْنَ/ عَالِمِيْنَ	عَالِمٌ		رِجَالٌ	رَجُلٌ
سَالِمْ	مُدَرِّسُوْنَ / مُدَرِّسِيْنَ	مُدَرِّسٌ		مَسَاجِدُ	مَسْجِدٌ
جَمْع مُؤَنَّثِ	طَالِبَاتٌ	طَالِبَةٌ		أَقْلَامٌ	قَلَمٌ
سَالِمْ	صَابِرَاتٌ	صَابِرَةٌ		غِلْمَانٌ	غُلَامٌ

جَمْع-এর আরো কিছু প্রকার :

১. جَمْـع مُنْـتَهٰى الْجُمُـوْعِ : যে جَمْـع কে আর جَمْـع করা যায় না তাকে جَمْع مُنْتَهٰى الْجُمُوْعِ বলে। এ جَمْع-এর অধিক ব্যবহৃত দুটি وزن নিম্নে দেয়া হলো-

(الف) مَفَاعِلُ যথা- مَسَاجِدُ

(ب) مَفَاعِيْلُ যথা- مَصَابِيْحُ، مَفَاتِيْحُ

২. جَمْع مِنْ غَيْرِ لَفْظ : যে جَمْـع-এর নিজস্ব কোনো وَاحِـدْ শব্দ নেই; বরং ভিন্ন وَاحِـدْ শব্দ রয়েছে, তাকে جَمْع مِنْ غَيْرِ لَفْظ বলে। যথা- إِمْرَأَةٌ থেকে نِسَاءٌ

৩. اِسْمُ الْجَمْعِ : যে وَاحِدْ-এর শব্দ جَمْع-এর অর্থ প্রদান করে, তাকে اِسْمُ الْجَمْع বলে। যেমন- قَوْمٌ - জাতি/গোষ্ঠী, شَعْبٌ - সম্প্রদায় / জাতি, وَفْدٌ - প্রতিনিধি দল ইত্যাদি।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। اِسْم কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

২। مُذَكَّرْ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৩। مُؤَنَّثْ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৪। مُؤَنَّثْ -এর আলামত কয়টি কী কী?

৫। مُؤَنَّثْ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৬। مَعْرِفَةْ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৭। نَكِرَةْ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৮। وَاحِدْ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৯। تَثْنِيَةْ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

১০। جَمْع কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

১১। تَثْنِيَةْ কিভাবে গঠন করতে হয়? উদাহরণসহ লেখ।

১২। جَمْع কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

১৩। নিম্নের শব্দগুলোর কোনটি مَعْرِفَةْ এবং কোনটি نَكِرَةْ তা নির্ণয় কর:

هِرَّةٌ - جَوَّالٌ - غُلَامٌ - هٰذَا- رَسُوْلُ اللهِ - غَنَمٌ - اَلْبَقَرَةُ - اَلشَّهْرُ

১৪। নিম্নে বর্ণিত শব্দগুলোর বচন পরিবর্তন কর:

مَفَاتِيْحُ – طَالِبٌ – أَقْلَامٌ – أَيْدِىْ – مُؤْمِنَاتٌ – مَدْرَسَةٌ – دَرَّاجَةٌ – مَعْهَدٌ – حَقِيْبَاتٌ – بَطْنٌ – بُيُوْتٌ – عُيُوْنٌ .

اَلدَّرْسُ الثَّالِثُ : তৃতীয় পাঠ
اَلْمَوْصُوْفُ وَالصِّفَةُ
মাউসূফ ও সিফাত

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর -

رَأَيْتُ رَجُلًا بَخِيْلاً (আমি একজন কৃপণ লোককে দেখলাম)।

جَاءَنِي طَالِبٌ ذَكِيٌّ (আমার কাছে একজন মেধাবী ছাত্র এলো)।

رَأَيْتُ طِفْلًا نَائِمًا (আমি একজন ঘুমন্ত শিশু দেখলাম)।

উপরের বাক্যগুলোতে ذَكِيٌّ - بَخِيْلٌ ও نَائِمًا শব্দগুলো হলো صِفَةٌ। লক্ষ্য করলে দেখা যায় ذَكِيٌّ শব্দটি তার পূর্বের طَالِبٌ শব্দটির গুণ, بَخِيْلًا শব্দটির তার পূর্বের رَجُلًا শব্দটির দোষ এবং نَائِمًا শব্দটি তার পূর্বের طِفْلًا শব্দটির অবস্থা বর্ণনা করেছে।

সুতরাং যে শব্দ তার পূর্বের শব্দের দোষ, গুণ, অবস্থা বা সংখ্যা ইত্যাদি বর্ণনা করে, তাকে صِفَةٌ বলে এবং যার দোষ, গুণ, অবস্থা বা সংখ্যা বর্ণনা করে, তাকে مَوْصُوْفٌ বলে।

اَلْقَوَاعِدُ

مَوْصُوْفْ ও صِفَةْ -এর পরিচয় : مَوْصُوْفْ শব্দটি اِسْمُ الْمَفْعُوْل -এর সীগাহ। অর্থ- গুণান্বিত, বিশেষিত। আর صِفَةْ শব্দটি একবচন, বহুবচনে أَوْصَافٌ অর্থ হলো- দোষ, গুণ, বিশেষণ ইত্যাদি। পরিভাষায় যে اِسْم -এর গুণ, দোষ বা অবস্থা বর্ণনা করা হয়, তাকে مَوْصُوْفْ বলা হয়। আর যে اِسْم দ্বারা অন্য কোনো اِسْم -এর গুণ, দোষ বা অবস্থা বর্ণনা করা হয়, তাকে صِفَةْ বলা হয়।

যেমন- جَاءَنِي رَجُلٌ عَالِمٌ (আমার নিকট একজন বিদ্বান ব্যক্তি এসেছে)।

উপরিউক্ত উদাহরণে عَالِمٌ শব্দটি দ্বারা رَجُلٌ শব্দটির গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। তাই رَجُلٌ শব্দটি এখানে مَوْصُوْفٌ হয়েছে। আর عَالِمٌ শব্দটি এখানে صِفَةْ হয়েছে।

مَوْصُوْفٌ ও صِفَةٌ-এর হুকুম :

ক. বাক্যে صِفَةٌ পরে বসে এবং مَوْصُوْفٌ আগে বসে। যেমন- قَلَمٌ جَدِيْدٌ - নতুন কলম। এখানে قَلَمٌ হলো مَوْصُوْفٌ এবং جَدِيْدٌ হলো صِفَةٌ

খ. مَوْصُوْفٌ ও صِفَةٌ মিলে مُرَكَّبٌ نَاقِصٌ গঠিত হয়। একে مُرَكَّبٌ تَوْصِيْفِيٌّও বলা হয়।

গ. ১০ টি বিষয়ে صِفَةٌ টি مَوْصُوْف এর অনুরূপ হয়। তা হলো-

১। مَوْصُوْف টি وَاحِدْ হলে صِفَةٌ টিও وَاحِدْ হবে। যেমন- جَاءَنِيْ رَجُلٌ عَالِمٌ

২। مَوْصُوْف টি تَثْنِيَة হলে صِفَةٌ টিও تَثْنِيَةٌ হবে। যেমন- جَاءَنِيْ رَجُلَانِ عَالِمَانِ

৩। موصوف টি جمع হলে صِفَة টিও جمع হবে। যেমন- جَاءَنِيْ الرِّجَالُ الْعُلَمَاءُ

৪। مَوْصُوْف টি نَكِرَة হলে صِفَة টিও نَكِرَة হবে। যেমন- جَاءَنِيْ مُعَلِّمٌ مَاهِرٌ

৫। مَوْصُوْف টি مَعْرِفَة হলে صفة টিও مَعْرِفَة হবে। যেমন- جَاءَنِيْ الْمُعَلِّمُ الْمَاهِرُ

৬। مَوْصُوْف টি مُذَكَّر হলে صفة টিও مُذَكَّرْ হবে। যেমন- جَاءَنِيْ اِبْنٌ صَالِحٌ

৭। مَوْصُوْف টি مُؤَنَّثْ হলে صفة টিও مُؤَنَّث হবে। যেমন- جَاءَتْنِيْ بِنْتٌ صَالِحَةٌ

৮। مَوْصُوْف টি مَرْفُوْع হলে صفة টিও مَرْفُوْع হবে। যেমন- هٰذا قَلَمٌ جَدِيْدٌ

৯। مَوْصُوْف টি مَنْصُوْب হলে صفة টিও مَنْصُوْب হবে। যেমন- اِشْتَرَيْتُ قَلَمًا جَمِيْلًا

১০। مَوْصُوْف টি مَجْرُوْر হলে صفة টিও مَجْرُوْر হবে। যেমন- كَتَبْتُ بِقَلَمٍ جَدِيْدٍ

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। مَوْصُوْف কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখো।

২। صِفَةٌ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখো।

৩। مَوْصُوْف ও صِفَةٌ নির্ণয় কর :

لِبَاسٌ جَمِيْلٌ ، مَاءٌ عَذْبٌ ، دَوَاءٌ مُضِرٌّ ، ضَيْفٌ كَرِيْمٌ ، مَدْرَسَةٌ دِيْنِيَّةٌ ، لَبَنٌ أَبْيَضُ ، مَدْرَسَةٌ اِبْتِدَائِيَّةٌ، فَاكِهَةٌ لَذِيْذَةٌ ، حَقِيْبَةٌ صَغِيْرَةٌ ، عِلْمٌ نَافِعٌ .

اَلدَّرْسُ الرَّابِعُ : চতুর্থ পাঠ

اَلضَّمَائِرُ

দমীরসমূহ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

هُوَ تَاجِرٌ	(সে ব্যবসায়ী)।
هُمْ مُسْلِمُوْنَ	(তারা মুসলমান)।
أَنْتَ طَالِبٌ	(তুমি ছাত্র)।
أَنْتُمْ مُفْلِحُوْنَ	(তোমরা সফলকাম)।
أَنَا مُعَلِّمٌ	(আমি শিক্ষক)।

উপরের উদাহরণগুলোতে লক্ষ্য করলে তুমি দেখতে পাবে যে, প্রতিটি বাক্যে একটি করে শব্দের নিচে দাগ দেয়া হয়েছে। এই দাগ দেয়া শব্দগুলোর প্রতিটি কোনো না কোনো اِسْم -এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- هُوَ - সে, هُمَا - তারা দুজন, أَنْتُمْ - তোমরা সকলে ইত্যাদি। এ কারণে নিম্নরেখাবিশিষ্ট শব্দগুলোকে ضَمَائِرُ বলে।

اَلْقَوَاعِدُ

ضَمِيْر-এর পরিচয় : ضَمِيْر শব্দটি একবচন। বহুবচনে ضَمَائِرُ অর্থ- সর্বনাম। পরিভাষায় اِسْم -এর পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহার হয়, তাকে ضَمِيْر বলা হয়। আর اِسْم -এর পরিবর্তে ব্যবহৃত সব ضَمِيْر-কে একত্রে ضَمَائِرْ বলে। যেমন- جِئْتُ أَنَا وَزَيْدٌ (আমি ও যায়েদ এসেছি।) এখানে أنا শব্দটি ضَمِيْر সর্বনাম।

ضَمِيْر-এর প্রকার : ضَمِيْر প্রথমত তিন প্রকার। যথা-

১. ضَمِيْرٌ مَرْفُوْعٌ : যে ضَمِيْر কর্তৃকারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ رفع-এর স্থলে বসে তাকে ضَمِيْرٌ مَرْفُوْعٌ (কর্তৃকারকের সর্বনাম) বলে।

যথা- قُلْتُ এখানে ت হলো ضَمِيْر مَرْفُوْع এবং هُوَ أَخِيْ এখানে هُوَ হলো ضَمِيْر مَرْفُوْع

২. ضَمِيْرٌ مَنْصُوْبٌ: যে ضَمِيْر কর্মকারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ نصب-এর স্থলে বসে, তাকে ضَمِيْرٌ مَنْصُوْبٌ (কর্মকারকের সর্বনাম) বলে।

যথা- نَصَرْتُ إِيَّاهُ এখানে إِيَّاهُ হলো ضَمِيْرٌ مَنْصُوْبٌ

৩. ضَمِيْرٌ مَجْرُوْرٌ : যে ضَمِيْر -حَرْفُ جَارْ অথবা مُضَاف এর পরে বসে, অর্থাৎ جر এর স্থলে পতিত হয়, তাকে ضَمِيْرٌ مَجْرُوْرٌ (সমন্ধসূচক সর্বনাম) বলে।

যথা- سَلَّمْتُ عَلَيْهِ এখানে ِه হলো ضَمِيْرٌ مَجْرُوْرٌ

ব্যবহারের অবস্থার দিক থেকে ضَمِيْرٌ আবার দু প্রকার। যথা-

১. ضَمِيْرٌ مُتَّصِلٌ: যে ضَمِيْر কোনো اِسْم – فِعْل ও حَرْف এর সাথে মিলিত হয়ে ব্যবহৃত হয়, তাকে ضَمِيْرٌ مُتَّصِلٌ (সংযুক্ত সর্বনাম) বলে।

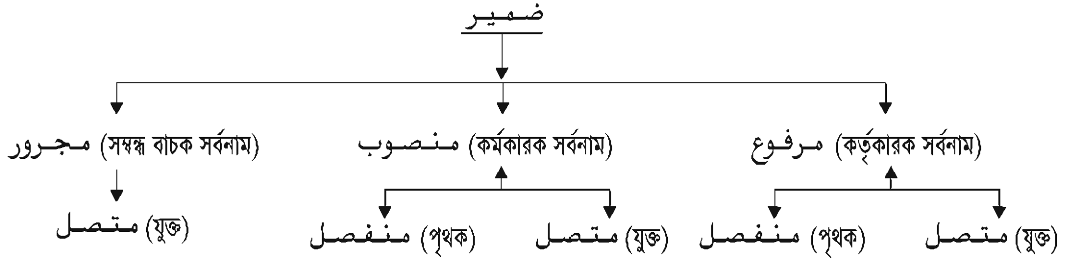
যথা- قَلَمُهُ ، لَنَا ، يَأْمُرُكُمْ ، كَتَبْتُ

২. ضَمِيْرٌ مُنْفَصِلٌ: যে ضَمِيْر কোনো اِسْم – فِعْل ও حَرْف এর সাথে যুক্ত হয় না; বরং আলাদাভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে ضَمِيْرٌ مُنْفَصِلٌ (বিচ্ছিন্ন সর্বনাম) বলে।

যথা- إِيَّاكَ نَعْبُدُ ، هُوَ عَالِمٌ

অতএব সর্বমোট ضَمِيْر মোট পাঁচ প্রকার। যথা-

١- ضَمِيْرٌ مَرْفُوْعٌ مُتَّصِلٌ
٢- ضَمِيْرٌ مَرْفُوْعٌ مُتَّصِلٌ
٣- ضَمِيْرٌ مَنْصُوْبٌ مُتَّصِلٌ
٤- ضَمِيْرٌ مَنْصُوْبٌ مُنْفَصِلٌ
٥- ضَمِيْرٌ مَجْرُوْرٌ مُنْفَصِلٌ



নিম্নে বিভিন্ন প্রকারের ضَمِيْر উল্লেখ করা হলো-

ضَمِيْر مَرْفُوْع مُتَّصِلْ		ضَمِيْر مَرْفُوْع مُنْفَصِلْ	অর্থ
....	فَعَلَ	هُوَ	সে (একজন পুরুষ)
ا	فَعَلَا	هُمَا	তারা (দুজন পুরুষ)
وْا	فَعلُوْا	هُمْ	তারা (সকল পুরুষ)
....	فَعَلَتْ	هِيَ	সে (একজন স্ত্রী)
ا	فَعلَتَا	هُمَا	তারা (দুজন স্ত্রী)
نَ	فَعلْنَ	هُنَّ	তারা (সকল স্ত্রী)
تَ	فَعَلْتَ	أَنْتَ	তুমি (একজন পুরুষ)
تُمَا	فَعَلْتُمَا	أَنْتُمَا	তোমরা (দুজন পুরুষ)
تُمْ	فَعَلْتُمْ	أَنْتُمْ	তোমরা (সকল পুরুষ)
تِ	فَعَلْتِ	أَنْتِ	তুমি (একজন স্ত্রী)
تُمَا	فَعَلْتُمَا	أَنْتُمَا	তোমরা (দুজন স্ত্রী)
تُنَّ	فَعَلْتُنَّ	أَنْتُنَّ	তোমরা (সকল স্ত্রী)
تُ	فَعَلْتُ	أَنَا	আমি (একজন পুং/স্ত্রী)
نَا	فَعلْنَا	نَحْنُ	আমরা (দুজন/সকল পুরুষ/স্ত্রী)

ضَمِيْر مَنْصُوْبِ			ضَمِيْر مَجْرُوْرِ مُتَّصِلْ	
مُتَّصِلْ	مُنْفَصِلْ	অর্থ	مَجْرُوْرِ مُتَّصِلْ	অর্থ
نَصَرَهُ	إِيَّاهُ	তাকে (পুং)	لَهُ	তার আছে (পুং)
نَصَرَهُمَا	إِيَّاهُمَا	তাদের দুজনকে (পুং)	لَهُمَا	তাদের দুজনের আছে (পুং)
نَصَرَهُمْ	إِيَّاهُمْ	তাদের সকলকে (পুং)	لَهُمْ	তাদের সকলের আছে (পুং)
نَصَرَهَا	إِيَّاهَا	তাকে (স্ত্রী)	لَهَا	তার আছে (স্ত্রী)
نَصَرَهُمَا	إِيَّاهُمَا	তাদের দুজনকে (স্ত্রী)	لَهُمَا	তাদের দুজনের আছে (স্ত্রী)
نَصَرَهُنَّ	إِيَّاهُنَّ	তাদের সকলকে (স্ত্রী)	لَهُنَّ	তাদের সকলের আছে (স্ত্রী)
نَصَرَكَ	إِيَّاكَ	তোমাকে (পুং)	لَكَ	তোমার আছে (পুং)
نَصَرَكُمَا	إِيَّاكُمَا	তোমাদের দুজনকে (পুং)	لَكُمَا	তোমাদের দুজনের আছে (পুং)
نَصَرَكُمْ	إِيَّاكُمْ	তোমাদের সকলকে (পুং)	لَكُمْ	তোমাদের সকলের আছে (পুং)
نَصَرَكِ	إِيَّاكِ	তোমাকে (স্ত্রী)	لَكِ	তোমার আছে (স্ত্রী)
نَصَرَكُمَا	إِيَّاكُمَا	তোমাদের দুজনকে (স্ত্রী)	لَكُمَا	তোমাদের দুজনের আছে (স্ত্রী)
نَصَرَكُنَّ	إِيَّاكُنَّ	তোমাদের সকলকে (স্ত্রী)	لَكُنَّ	তোমাদের সকলের আছে (স্ত্রী)
نَصَرَنِيْ	إِيَّايَ	আমাকে (পুং/স্ত্রী)	لِيْ	আমার আছে (পুং/স্ত্রী)
نَصَرَنَا	إِيَّانَا	আমাদেরকে (পুং/স্ত্রী)	لَنَا	আমাদের আছে (পুং/স্ত্রী)

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। ضَمِيْر কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। ضَمِيْر مَرْفُوْع مُنْفَصِلْ কয়টি? ধারাবাহিকভাবে ضَمِيْر গুলো লেখ।

৩। ضَمِيْر مَجْرُوْرِ مُتَّصِلْ কয়টি ও কী কী? লেখ।

৩। কোনটি কোন ضَمِيْر লেখ।

لَـهَا ، لَنَا ، أَنْتَ ، نَصَرَكَ ، ضَرَبْنَا ، هُوَ ، إِيَّاكُمْ ، أَنْتُنَّ ، ضَرَبَهُمْ ، لَـهُمَا .

اَلدَّرْسُ الْخَامِسُ : পঞ্চম পাঠ

أَدَوَاتُ الْاِسْتِفْهَامِ

ইসতিফহামের হরফসমূহ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

১. مَنْ أَنْتَ؟ (তুমি কে?)

২. أَيَّ كِتَابٍ تُرِيْدُ؟ (তুমি কোন বইটি চাও?)

৩. كَيْفَ تُسَافِرُ؟ (তুমি কিভাবে সফর করবে?)

৪. أَيَّانَ تُسَافِرُ؟ (তুমি কখন সফর করবে?)

৫. مَتٰى تَذْهَبُ؟ (তুমি কখন যাবে?)

৬. كَمْ طَالِبًا فِي الصَّفِّ (ক্লাসে কতজন ছাত্র আছে?)

৭. أَنّٰى لَكَ هٰذَا؟ (তোমার জন্যে এটা কোথা থেকে আসলো?)

৮. مَا تُرِيْدُ؟ (তুমি কী চাও?)

৯. مَاذَا تُرِيْدُ؟ (তুমি কী চাও?)

১০. أَيْنَ تَذْهَبُ (তুমি কোথায় যাবে?)

১১. أَ تَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ؟ (তুমি কি মাদরাসায় যাবে?)

১২. هَلْ لَكَ قَلَمٌ؟ (তোমার কি কলম আছে?)

দেখা গেলো যে, উপরের বাক্যগুলোতে مَنْ ؛ أَيُّ ؛ كَيْفَ؛ أَيَّانَ ؛ مَتٰي ؛ كَمْ ؛ أَنّٰي؛ مَا ؛ مَاذَا ؛ أَ ؛ أَيْنَ ও هَلْ-এ বারোটি শব্দ দ্বারা প্রশ্ন করা হয়েছে। অতএব, যে সব শব্দ দ্বারা প্রশ্ন করা হয়, তাদেরকে أَدَوَاتُ الْاِسْتِفْهَامِ বলা হয়। এগুলোর মধ্যে أَيُّ হলো مُعْرَبْ বাকিগুলো হলো مَبْنِي। তাছাড়া প্রথম দশটি اِسْمٌ ও শেষ দুটি حَرْفٌ -এর অন্তর্ভুক্ত।

اَلْقَوَاعِدُ

أَدَوَاتُ الْاِسْـتِفْهَامِ -এর পরিচয় : যেসব শব্দ দ্বারা কোনো কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, উহাদেরকে أَدَوَاتُ الْاِسْـتِفْهَامِ বলে। أَدَوَاتُ الْاِسْـتِفْهَامِ সাধারণত বাক্যের প্রথমে বসে। যেমন–

لِمَاذَا غِبْتَ بِالْأَمْسِ؟ - তুমি কেন গতকাল অনুপস্থিত ছিলে?

كَمْ طَالِبًا فِي فَصْلِكَ؟ - তোমার ক্লাসে কতজন ছাত্র?

لِمَنْ هٰذَا الْقَلَمُ؟ - এ কলমটি কার?

أَدَوَاتُ الْاِسْتِفْهَامِ বারোটি। যথা-

১	مَنْ - কে? لِمَنْ - কার?	৪	كَمْ - কত?	৭	كَيْفَ - কেমন?	১০	أَيَّانَ - কখন?
২	مَتٰى - কখন?	৫	هَلْ - কি?	৮	أَيٌّ - কোনটি?	১১	هَلْ/أَ - কি?
৩	مَاذَا/مَا - কী?	৬	لِمَ/لِمَاذَا -কেন?	৯	أَيْنَ - কোথায়?	১২	أَنّٰى - কোথা থেকে?

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। أَدَوَاتُ الْاِسْتِفْهَامِ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। যে কোনো পাঁচটি أَدَوَاتُ الْاِسْتِفْهَامِ অর্থসহ লেখ।

৩। أَدَوَاتُ الْاِسْتِفْهَامِ কয়টি ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৪। নিচের বাক্যগুলো থেকে أَدَوَاتُ الْاِسْتِفْهَامِ খুঁজে বের কর :

أَيْنَ تَذْهَبُ ؟ أَكَرِيْمٌ قَائِمٌ ؟ مَا تُرِيْدُ ؟ هَلْ مِنْ مَزِيْد؟ مَا اِسْمُكَ ؟ هَلْ تَرَاهُ ؟ أَنّٰى لَكَ هٰذَا؟ هَلْ خَرَجَ بَكْرٌ؟ مَاذَا تُرِيْدُ؟ مَنْ أَنْتَ ؟

اَلدَّرْسُ السَّادِسُ : ষষ্ঠ পাঠ
أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ
ইসমে ইশারাসমূহ

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর–

هٰذَا قَلَمٌ (এটি একটি কলম)।　　ذٰلِكَ كِتَابٌ (ঐ একটি বই)।

هٰذَانِ قَلَمَانِ (এই দুটি কলম)।　　ذٰنِكَ كِتَابَانِ (ঐ দুটি বই)।

هٰذِهِ أَقْلَامٌ (এগুলো কলম)।　　تِلْكَ كُتُبٌ (ঐগুলো বই)।

উপরের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় هٰذَا – هٰذَانِ – هٰذِهِ – ذٰلِكَ – ذٰنِكَ – تِلْكَ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যে সকল اِسْم দ্বারা কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা অন্য কোনো কিছুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়, উহাদেরকে أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ বলে।

اَلْقَوَاعِدُ

أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ-এর পরিচয় : যেসব اِسْـم নিকটের কিংবা দূরের ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করে, তাদেরকে أَسْمَاءُ الْإِشَارَةْ বলে। যেমন- هٰذَا مَسْـجِدٌ (এটি একটি মসজিদ)। এ বাক্যে هٰذَا নিকটবর্তী অর্থ বোঝায় এবং ذٰلِكَ مَسْـجِدٌ (ঐটি একটি মসজিদ)। বাক্যে ذٰلِـكَ দূরবর্তী অর্থ বোঝায়।

أَسْمَاءُ الْإِشَارَةْ দু প্রকার। যথা–

১। أَسْـمَاءُ الْإِشَـارَةِ لِلْقَرِيْـبْ : যে اِسْـم নিকটবর্তী কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করে, উহাদেরকে أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ لِلْقَرِيْبْ বলে। যেমন– هٰذَا أَخِيْ (এ আমার ভাই)।

২। أَسْـمَاءُ الْإِشَـارَةِ لِلْبَعِيْـدْ: যেসব اِسْـم দূরবর্তী কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করে, উহাদেরকে أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ لِلْبَعِيْدْ বলে। যেমন– ذٰلِكَ كِتَابٌ (ঐটি একটি বই)।

أَسْمَاءُ الْإِشَارَةْ-এর সংখ্যা : أَسْمَاءُ الْإِشَارَةْ মোট ১২টি। যথা–

লিঙ্গ	أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ لِلْقَرِيْبْ		أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ لِلْبَعِيْدْ	
مُذَكَّرٌ (পুরুষ বাচক)	هٰذَا	এটা	ذٰلِكَ	ঐটি
	هٰذَانِ	এ দুটি	ذٰنِكَ	ঐ দুটি
	هٰؤُلَاءِ	এগুলো	أُوْلٰئِكَ	ঐগুলো
مُؤَنَّثْ (স্ত্রী বাচক)	هٰذِهِ	এটি	تِلْكَ	ঐটি
	هَاتَانِ	এ দুটি	تَانِكَ	ঐ দুটি
	هٰؤُلَاءِ	এগুলো	أُوْلٰئِكِ	ঐগুলো

اِسْمُ الإِشَارَةِ-এর ব্যবহারবিধি :

১। اِسْمُ الإِشَارَةِ সব সময় مُشَارٌ إِلَيْـهِ তথা তার পরবর্তী শব্দ অনুযায়ী ব্যবহার হবে। অর্থাৎ, مذكر-এর জন্যে اِسْمُ الْإِشَارَةِ টিও مُذَكَّرٌ হয় এবং مُؤَنَّـثْ-এর জন্যে اِسْـمُ الْإِشَـارَةِ -টিও مُؤَنَّثْ হয়। যেমন- هٰذَا كِتَابٌ (এটা একটি বই) , هٰذِهِ كُرَّاسَةٌ (এটি একটি খাতা)।

২। বচনভেদে مُشَارٌ إِلَيْهِ একবচনের ক্ষেত্রে اِسْـمُ الإِشَـارَةِ -টি একবচনের হয় এবং مُشَـارٌ إِلَيْهِ টি যদি تَثْنِيَةْ বা جَمْع হয় তাহলে اِسْمُ الإِشَارَةِ টিও تَثْنِيَةْ বা جَمْع হয়। যেমন-

هٰذَا الْكِتَابُ جَدِيْدٌ	هٰذِهِ الطَّالِبَةُ مُسَافِرَةٌ
هٰذَانِ الْكِتَابَانِ جَدِيْدَانِ	هَاتَانِ الطَّالِبَتَانِ مُسَافِرَتَانِ
هٰؤُلَاءِ الطُّلَّابُ مُسَافِرُوْنَ	هٰؤُلَاءِ الطَّالِبَاتُ مُسَافِرَاتٌ

উল্লেখ্য, عَاقِلْ এর جمع এর জন্যে অধিকাংশ সময় هٰؤُلَاءِ ও أُوْلٰئِكَ ব্যবহৃত হয়। তবে কখনো কখনো عَاقِلْ এর جَمْع مُكَسَّر এর ক্ষেত্রে تِلْكَও ব্যবহার হয়ে থাকে। যথা– تِلْكَ الرُّسُلُ

غَيْرُ عَاقِلْ-এর جمع-এর জন্যে تِلْكَ ও هٰذِهِ ব্যবহৃত হয়। যেমন–

هٰذِهِ الْأَشْجَارُ ، تِلْكَ الْأَشْجَارُ

عَاقِلْবলতে আল্লাহ, মানুষ, জ্বিন ও ফেরেশতা বোঝানো হয় এবং غَيْرُ عَاقِلْ বলতে বাকি সবকিছুকে বোঝানো হয়।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। أَسْمَاءُ الإِشَارَةْ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। أَسْمَاءُ الإِشَارَةْ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণ দাও।

৩। أَسْمَاءُ الإِشَارَةْ لِلْقَرِيْبِ কাকে বলে? উহা কয়টি? লেখ।

৪। أَسْمَاءُ الإِشَارَةْ لِلْبَعِيْدِ কাকে বলে? উহা কয়টি? লেখ।

৫। أَسْمَاءُ الإِشَارَةْ কয়টি ও কী কী?

৬। নিম্নের اسم الإشارة قريب গুলো اسم الإشارة بعيد দ্বারা পরিবর্তন করে লেখ।

	مؤنث غير عاقل	مذكر غير عاقل	مؤنث عاقل	مذكر عاقل
وَاحِدْ	هٰذِهِ الشَّجَرَةُ	هٰذَا الْكِتَابُ	هٰذِهِ الْمَرْأَةُ	هٰذَا الرَّجُلُ
تَثْنِيَةْ	هَاتَانِ الشَّجَرَتَانِ	هَذَانِ الْكِتَابَانِ	هَاتَانِ الْمَرْأَتَانِ	هٰذَانِ الرَّجُلَانِ
تَثْنِيَةْ	هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ	هَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ	هَاتَيْنِ الْمَرْأَتَيْنِ	هٰذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ
جَمْع	هٰذِهِ الْأَشْجَارُ	هٰذِهِ الْكُتُبُ	هٰؤُلَاءِ النِّسَاءُ	هٰؤُلَاءِ الرِّجَالُ

اَلدَّرْسُ السَّابِعُ : সপ্তম পাঠ

اَلْأَسْمَاءُ الْمَوْصُوْلَةُ

আসমায়ে মাউসূলা

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর -

اَلَّذِيْ جَاءَ أَمْسِ هُوَ عَمِّيْ (যিনি গতকাল এসেছিল, তিনি আমার চাচা)।

اَلَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنَ الْبَيْتِ هُمْ إِخْوَتِيْ (যারা ঘর থেকে বেরিয়েছে তারা আমার ভাই)।

هٰذَا هُوَ الْكِتَابُ الَّذِيْ أَخَذْتُ مِنْكَ (এটা সে কিতাব যেটা আমি তোমার নিকট থেকে নিয়েছি)।

هٰؤُلَاءِ هُمُ الطُّلَّابُ الَّذِيْنَ دَرَّسْتُهُمْ (এরা ঐ সমস্ত ছাত্র যাদেরকে আমি শিক্ষা দিয়েছি)।

উপরের বাক্যগুলোর প্রথম বাক্যে **اَلَّذِيْ** অর্থ যে, দ্বিতীয় বাক্যে **اَلَّذِيْنَ** অর্থ যারা, তৃতীয় বাক্যে **اَلَّذِيْ** অর্থ যেটা এবং চতুর্থ বাক্যে **اَلَّذِيْنَ** অর্থ যাদেরকে, এগুলো **اَلْأَسْمَاءُ الْمَوْصُوْلَةُ** বলে।

اَلْقَوَاعِدُ

أَسْمَاءُ الْمَوْصُوْلِ-এর পরিচয় : যারা, যিনি, যাকে, যাদেরকে বা যেটা ও যেগুলো ইত্যাদি শব্দ বোঝানোর জন্যে আরবি ভাষায় যে সব শব্দ ব্যবহার করা হয়, সেগুলোকে **اَلْأَسْمَاءُ الْمَوْصُوْلَةُ** বলে।

وَاحِدْ - تَثْنِيَة - جَمع ও **مُذَكَّر - مُؤَنَّث** এর জন্যে নির্দিষ্ট **أَسْمَاءُ الْمَوْصُوْلِ** রয়েছে। নিম্নে তা পেশ করা হলো–

اَلْجِنْسُ (লিঙ্গ)	اَلْوَاحِدُ(একচন)	اَلتَّثْنِيَةُ (দ্বিবচন)	اَلْـجَمْعُ(বহুচন)
مُذَكَّرْ (পুরুষ বাচক)	اَلَّذِيْ (যে, যার একজন পুং)	اَللَّذَانِ ، اَللَّذَيْنَ (যে, যার দুজন পুং)	اَلَّذِيْنَ (যার, যাদের পুং)
مُؤَنَّثْ (স্ত্রী বাচক)	اَلَّتِيْ (যে, যার একজন স্ত্রী)	اَللَّتَانِ ، اَللَّتَيْنِ (যে, যার দুজন স্ত্রী)	اَللَّاتِيْ ، اَللَّوَاتِيْ (যার, যাদের স্ত্রী)

এটা ছাড়া আরো কয়েকটি শব্দ রয়েছে, যেগুলো কখনো أَسْمَاءُ الْمَوْصُوْلِ অর্থে, কখনো অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। তার মধ্যে مَنْ ও مَا অন্যতম। যেমন–

১। مَنْ : أَعْرِفُ مَنْ تَكَلَّمَ مَعَكَ (তোমার সাথে যে কথা বললো তাকে আমি চিনি)।

২। مَا : قَرَأْتُ مَا فِي الْكِتَابِ (বইটিতে যা আছে তা আমি পড়লাম)।

বি.দ্র. ১। مَن শব্দটি عَاقِلْ এর জন্যে এবং مَا শব্দটি غَيْرُ عَاقِلْ এর জন্যে ব্যবহৃত হয়।

২। عَاقِلْ এর جمع এর ক্ষেত্রে প্রায় اَلَّتِي ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং غَيْرُ عَاقِلٍ এর جمع এর জন্য اَلَّذِيْنَ - اَللَّاي - اَللَّاتِيْ - اَللَّوَاتِيْ ব্যবহৃত হয়।

৩। ضَمِيْرُ الصِّلَةْ ও صِلَةُ الْمَوْصُوْل : اِسْمُ الْمَوْصُوْل এর পর একটা বাক্য অবশ্যই উল্লেখ করা হয়, ঐ বাক্যটিকে صِلَةُ الْمَوْصُوْل বলা হয় এবং বাক্যের মাঝে একটি ضَمِيْر থাকে, যা পূর্বের اِسْمُ الْمَوْصُوْل-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাকে ضَمِيْرُ الصِّلَةْ বলে।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। اِسْمُ الْمَوْصُوْل কাকে বলে?

২। مَنْ ও ما এর মাঝে পার্থক্য নির্ণয় কর।

৩। عَاقِلْ এর جَمْع এর জন্যে কোনো اِسْمُ الْمَوْصُوْل ব্যবহার হয়? লেখ।

৪। اِسْمُ الْمَوْصُوْل-এর পর যে جملة টি আসে ঐ جُمْلَةْ টির নাম কী? এবং جُمْلَةْ এর মাঝে যে ضَمِيْر থাকে, তার নাম কী?

৫। নিচের ইবারত থেকে اِسْمُ الْمَوْصُوْل বের কর:

مَنْ أَنْتَ ؟ اَلَّذِيْ ضَرَبَكَ هُوَ أَخُوْ زَيْدٍ . اَلَّذِيْ جَاءَ هُوَ رَجُلٌ عَالِمٌ . اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الظَّالِمُوْنَ. اَلَّذِيْ يَجْتَهِدُ هُوَ قَائِمٌ. اَلَّذِيْ تَكَلَّمَ هُوَ أَخُوْ زَيْدٍ. اَلَّذِيْ نَصَرَكَ هُوَ أَخِيْ، مَنْ قَامَ هُوَ صَدِيْقِيْ .

اَلدَّرْسُ الثَّامِنُ : অষ্টম পাঠ

اَلْإِضَــافَـــةُ

ইযাফাত

নিচের উদাহরণগুলির প্রতি লক্ষ্য কর–

(أَلف)	(ب)
شَعْرٌ (চুল)	شَعْرُ الرَّأْسِ (মাথার চুল)।
كِتَابٌ (বই)	كِتَابُ خَالِدٍ (খালিদের বই)।
كَاتِبٌ (লেখক)	كَاتِبُ الرِّسَالَةِ (চিঠির লেখক)।

উপরের أَلف অংশের اسم সমূহ একক। অন্য কোনো اسم এর সাথে তাদের সম্বন্ধ নেই। কিন্তু ب অংশেও এ اسم গুলো রয়েছে তবে একক নয়; বরং شَعْرٌ শব্দটি اَلرَّأْسُ এর সাথে, كِتَابٌ শব্দটি خَالِدٌ এর সাথে এবং كَاتِبٌ শব্দটি اَلرِّسَالَةُ এর সাথে সম্বন্ধ যুক্ত হয়েছে।

এভাবে একটি اسم অন্য একটি اسم এর সাথে সম্বন্ধ যুক্ত হওয়াকে نَـحْوٌ-এর পরিভাষায় إِضَافَةْ বলা হয়। যাকে সম্বন্ধ যুক্ত করা হয় তাকে مُضَافْ এবং যার সাথে সম্বন্ধ করা হয় তাকে مُضَافٌ إِلَيْهِ বলে। তাহলে বোঝা গেলো, شَعْرُ– كِتَابُ ও كَاتِبُ শব্দসমূহ مُضَافْ এবং اَلرَّأْسُ – خَالِدٌ ও اَلرِّسَالَةُ শব্দসমূহ مُضَافٌ إِلَيْهِ

اَلْقَوَاعِدُ

إِضَافَةْ-এর পরিচয় :

বাক্যে একটি اِسْم -এর সাথে অপর একটি اِسْم -এর সম্বন্ধ স্থাপন করাকে إِضَافَةْ বলে। প্রথম শব্দকে مُضَـافْ এবং দ্বিতীয় শব্দকে مُضَـافْ إِلَيْـهِ বলে। যেমন– كِتَـابُ زَيْـدٍ (যায়েদের কিতাব)। এখানে كِتَابٌ হলো مُضَافْ এবং زَيْدٌ হলো مُضَافْ إِلَيْهِ।

مُضَافْ ও مُضَافْ إِلَيْهِ চেনার সহজ পদ্ধতি : আরবি থেকে বাংলায় অনুবাদ করার সময় দুটি শব্দের মাঝে 'র' অথবা 'এর' আসলে বুঝতে হবে, শব্দ দুটির মাঝে إِضَافَةْ-এর সম্পর্ক রয়েছে। এদের একটি مُضَافْ এবং অপরটি مُضَافْ إِلَيْهِ।

(ألف) مُضَاف + مُضَافْ إِلَيْهِ		(ب) مُضَاف + مُضَافْ إِلَيْهِ	
الْعَيْنِ	دُمُوْعُ	চোখের	পানি
الشَّجَرَةِ	وَرَقُ	গাছের	পাতা
اَلْبَحْرِ	سَمَكُ	সমুদ্রের	মাছ

আরবি ভাষায় مُضَافْ প্রথমে এবং مُضَافْ إِلَيْه পরে আসে; কিন্তু বাংলা ভাষায় مُضَافْ إِلَيْه প্রথমে এবং مُضَافْ পরে আসে।

مُضَافْ ও مُضَافْ إِلَيْه এর কতিপয় নিয়ম :

১। إِضَافَةٌ করার সময় مُضَافْ এর تَنْوِيْنٌ পড়ে যায়। যেমন- قَلَمٌ থেকে قَلَمُ بَكْرٍ

২। إِضَافَةٌ করার সময় مُضَافْ এর أل বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন- اَلْقَلَمُ থেকে قَلَمُ فَاطِمَةَ

৩। مُضَافْ إِلَيْه সর্বদা যেরবিশিষ্ট হয়। যেমন– قَلَمُ رَجُلٍ ، قَلَمُ الرَّجُلِ

৪। عَامِلْ অনুসারে مُضَافْ এর বিভিন্ন প্রকারের إِعْرَابٌ হয়। যেমন–

هٰذَا قَلَمُ خَالِدٍ ، إِنَّ قَلَمَ خَالِدٍ جَدِيْدٌ ، كَتَبْتُ بِقَلَمِ خَالِدٍ.

৫। مُضَافْ ও مُضَافْ إِلَيْه মিলে পূর্ণ বাক্য হয় না, বরং বাক্যের অংশ হয়।

৬। مُضَافْ কখনো اِسْمُ جَامِدٍ হয়। কখনো اِسْمُ مُشْتَقْ তথা صِيْغَةُ الصِّفَةِ হয়। আবার কখনো مَعْرِفَةْ হয়। আবার কখনো نَكِرَةْ হয়। কখনো اِسْمُ ظَاهِرْ হয়। কখনো ضَمِيْر হয়। যেমন–

قَدَمُ الرَّجُلِ (লোকটির পা)।

صَائِمُ النَّهَارِ (দিনের বেলার রোযাদার)।

كِتَابُ اللهِ (আল্লাহর কিতাব)।

وَلَدُ أُمٍّ (জনৈকা মায়ের সন্তান)।

عَدُوُّ الْإِنْسَانِ (মানুষের শত্রু)।

عَدُوُّنَا (আমাদের শত্রু)।

إضافة-এর উপকারিতা :

১। مُضَافْ إِلَيْه টি যদি معرفة হয়, তখন مضاف টি معرفة হয়ে যায়। যথা– كِتَابُ خَالِدٍ

২। আর مُضَافٌ إِلَيْهِ টি যদি نَكِرَةٌ হয়, তখন مضاف টি خاص হয়ে যায়। অর্থাৎ অনেকটা معرفة এর মতো হয়ে যায়। যথা– ثَوْبُ رَجُلٍ

৩। কখনো مضاف কে تَنْوِيْن মুক্ত করে শুধু উচ্চারণে সহজ করার জন্য إِضَافَةٌ করা হয়। যথা– ضَارِبُ زَيْدٍ (মূলে ছিল ضَارِبٌ زَيْدًا)।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। إِضَافَةٌ - مُضَافٌ ও مُضَافٌ إِلَيْهِ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। مُضَافٌ ও مُضَافٌ إِلَيْهِ চেনার সহজ পদ্ধতি কী? লেখ।

৩। বাংলা ও আরবি ভাষায় مضاف ও مضاف إليه এর অবস্থান নির্ণয় কর।

৪। إِضَافَةٌ এর উপকারিতা কী? উদাহরণসহ লেখ।

৫। مضاف ও مضاف إليه এর أحكام কী কী? লেখ।

৬। ألف অংশের শব্দগুলোর সাথে ب অংশের উপযুক্ত শব্দ মিলিয়ে إضافة গঠন কর :

(ب)	(الف)	(ب)	(ألف)
اللحم	نجم	المسجد	إمام
المدرسة	طالب	البحر	تراب
السماء	بائع	الأرض	سمك

اَلدَّرْسُ التَّاسِعُ : নবম পাঠ

اَلْجُمْلَةُ وَأَقْسَامُهَا

জুমলা ও উহার প্রকারসমূহ

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর -

(ب)	(ألف)
غُلَامُ زَيْدٍ (যায়েদের গোলাম)	زَيْدٌ جَالِسٌ (যায়েদ বসা)।
فِي الدَّارِ (ঘরে)	رَأَيْتُ خَالِدًا يَضْحَكُ (আমি খালিদকে হাসতে দেখেছি)।
حَضْرَمَوْتُ (হাদরামাউত)	اِذْهَبْ إِلَى السُّوْقِ (তুমি বাজারে যাও)।

উপরের ألف অংশের উদাহরণগুলোর প্রতি ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, উদাহরণগুলোর প্রত্যেকটিতে দুই বা ততোধিক শব্দ মিলিত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশ করেছে। কিন্তু ب অংশের উদাহরণগুলো দ্বারা পূর্ণাঙ্গ কোনো অর্থ বোঝায় না। যদিও উদাহরণগুলোর প্রত্যেকটিতে দুটি করে শব্দ রয়েছে। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশের কারণে ألف অংশের প্রত্যেকটি বাক্যকে جُمْلَة বলে। আর পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশ না করার কারণে আর ب অংশের শব্দগুচ্ছকে مُرَكَّبٌ غَيْرُ مُفِيْدٍ বলে।

اَلْقَوَاعِدُ

جُمْلَةٌ-এর পরিচয় : যে শব্দ সমষ্টি দ্বারা বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় এবং শ্রোতাও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝতে পারে, তাকে جُمْلَةٌ বা مُرَكَّب تَامْ (পূর্ণাঙ্গ বাক্য) বলে।

উল্লেখ্য, جُمْلَةٌ-এর মাঝে বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে যাতে শ্রোতার মনে কোনোরূপ প্রশ্ন জাগবে না। আরবিতে جُمْلَةٌ -এর অপর নাম كَلَامٌ বা বাক্য।

সুতরাং আরবি বাক্য হতে হলে নিম্নের তিনটি বিষয় সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকতে হবে। যথা-

১. কমপক্ষে দুই বা ততোধিক كَلِمَةٌ বা পদ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হতে হবে।

২. দুটির একটি مُسْنَدْ إِلَيْهِ বা উদ্দেশ্য হতে হবে।

৩. অপরটি مُسْنَدْ বা বিধেয় হতে হবে।

جُمْلَةْ -এর প্রকার : جُمْلَةْ দু প্রকার। যথা-

১. اَلْجُمْلَةُ الْخَبَرِيَّةُ (বর্ণনামূলক বাক্য) ও

২. اَلْجُمْلَةُ الْإِنْشَائِيَّةُ (রচনামূলক বাক্য)।

১. اَلْجُمْلَةُ الْخَبَرِيَّةُ-এর সংজ্ঞা : যে বাক্যের বক্তাকে তার বক্তব্যের ব্যাপারে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী বলা যায়, তাকে اَلْجُمْلَةُ الْخَبَرِيَّةُ (বর্ণনামূলক বাক্য) বলে। যেমন- زَيْدٌ قَائِمٌ (যায়েদ দণ্ডায়মান), خَالِدٌ عَالِمٌ (খালিদ জ্ঞানী), صُمْتُ اللَّيْلَ (আমি রাতে রোযা রেখেছি)।

২. اَلْجُمْلَةُ الْإِنْشَائِيَّةُ-এর সংজ্ঞা : যে বাক্যের বক্তাকে তার বক্তব্যের কারণে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী কোনোটাই বলা যায় না, তাকে اَلْجُمْلَةُ الْإِنْشَائِيَّةُ (রচনামূলক বাক্য) বলে। যেমন- اُنْصُرْ زَيْدًا (যায়েদকে সাহায্য কর) لَا تَغِبْ أَحَدًا (তুমি কারও গিবত কর না)।

اَلْجُمْلَةُ الْخَبَرِيَّةُ আবার দু প্রকার। যথা-

১. اَلْجُمْلَةُ الْاِسْمِيَّةُ (ইসম প্রধান বাক্য) ও

২. اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ (ফে‘ল প্রধান বাক্য)।

১. اَلْجُمْلَةُ الْاِسْمِيَّةُ-এর সংজ্ঞা : যে বাক্যের প্রথম অংশ اِسْم হয়, তাকে اَلْجُمْلَةُ الْاِسْمِيَّةُ (ইসম প্রধান বাক্য) বলা হয়। যেমন- زَيْدٌ عَالِمٌ (যায়েদ জ্ঞানী ব্যক্তি)। এ বাক্যের প্রথম অংশকে مُبْتَدَأٌ বলে এবং অন্য অংশটিকে خَبَرٌ বলে। আর উভয় মিলে اَلْجُمْلَةُ الْاِسْمِيَّةُ হয়।

২. اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ -এর সংজ্ঞা : যে বাক্যের প্রথম অংশ ফে‘ল হয়, তাকে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ (ফে‘ল প্রধান বাক্য) বলে এবং যার দ্বারা فِعْلٌ সম্পাদিত হয়, তাকে فَاعِلٌ বলে। যেমন- خَرَجَ رَاشِدٌ (রাশেদ বের হলো)। উভয় মিলে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ গঠিত হয়।

اَلْجُمْلَةُ الْإِنْشَائِيَّةُ-এর প্রকার : اَلْجُمْلَةُ الْإِنْشَائِيَّةُ মোট দশ প্রকার। যথা-

১. اَلْأَمْرُ : আদেশসূচক বাক্য। যেমন- اُنْصُرْ (সাহায্য কর)।

২. اَلنَّهْيُ : নিষেধসূচক বাক্য। যেমন- لَا تَضْرِبْ (প্রহার কর না)।

৩. اَلْاِسْتِفْهَامُ : প্রশ্নবোধক বাক্য । যেমন- هَلْ نَصَرَ زَيْدٌ ؟ (যায়েদ কি সাহায্য করেছে?)

৪. اَلتَّمَنِّي : আকাঙ্ক্ষাবোধক বাক্য। যেমন- لَيْتَ خَالِدًا حَاضِرٌ (যদি খালিদ উপস্থিত হতো!)

৫. اَلتَّرَجِّي : আশাবোধক বাক্য। যেমন- لَعَلَّ خَالِدًا غَائِبٌ (সম্ভবত খালিদ অনুপস্থিত)।

৬. اَلْعُقُوْدُ : চুক্তিবোধক বাক্য। যেমন- بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ (আমি ক্রয়-বিক্রয় করলোাম)।

৭. اَلنِّدَاءُ : আহবানসূচক বাক্য। যেমন- يَا زَيْدُ تَعَال (হে যায়েদ! আসো)।

৮. اَلْعَرْضُ: অনুরোধসূচক বাক্য। যেমন- أَلَا تَنْزِلُ بِنَا فَتُصِيْبَ خَيْرًا (তুমি আমাদের নিকট আসো না কেনো, তাহলে তোমার কল্যাণ হতো)।

৯. اَلْقَسْمُ : শপথজ্ঞাপক বাক্য। যেমন- وَاللهِ لَأَ نْصُرَنَّ زَيْدًا (আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই যায়েদকে সাহায্য করবো)।

১০. اَلتَّعَجُّبُ : বিস্ময়বোধক বাক্য। যেমন- مَا أَحْسَنَ هٰذِهِ الْعِمَارَةَ (এই বিল্ডিংটি কত সুন্দর!)

নিম্নের তিন প্রকার বাক্যও اَلْجُمْلَةُ الإِنْشَائِيَّةُ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। যথা-

১. اَلدُّعَاءُ : মঙ্গল বা অমঙ্গল কামনাসূচক বাক্য। যেমন- جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا (আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন)।

২. اَلْمَدْحُ : প্রশংসাসূচক বাক্য। যেমন- نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ (যায়েদ কতো ভালো লোক) ।

৩. اَلذَّمُّ : নিন্দাজ্ঞাপক বাক্য। যেমন- بِئْسَ الرَّجُلُ فِرْعَوْنُ (ফেরাউন কতো খারাপ লোক)।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। كَلَامْ কাকে বলে ? كَلَام কতো প্রকার ও কী কী ? উদাহরণসহ লেখ।

২। اَلْجُمْلَةُ الْاِسْمِيَّةُ ও اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ বলতে কী বোঝায় ? উদাহরণসহ লেখ।

৩। الجملة الانشائية কত প্রকার ও কী কী ? উদাহরণসহ লেখ।

৪। الجملة الخبرية কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২০১৮

৫। الجملة الإنشائية কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৬। নিচের ইবারতটি পড় এবং তা থেকে ৩টি الجملة الفعلية ও ৩টি الجملة الإسمية লেখ।

١- اَلطَّعَامُ ضَرُوْرِيٌّ لِلْجَسَدِ .

٢- كُلُّ حَيْوَانٍ يَأْكُلُ الطَّعَامَ .

٣- اِنَّ اللّٰه تَعَالٰى حَرَّضَ عِبَادَهُ عَلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ .

٤- يَنَالُ الْإِنْسَانُ الطَّعَامَ .

٥- قَالَ الْوَالِدُ : كُلْ مَا شِئْتَ وَلَا تُسْرِفْ شَئْيًا.

٦- فَقَالَ الْوَلَدُ : تَا اللّٰهِ ، لَا أَسْرِفُ قَطُّ.

৭। নিম্নবর্ণিত বাক্যগুলো কোন প্রকারের তা লেখ-

أ- اُنْصُرْ خَالِدًا.

ب- ذَهَبَ زَيْدٌ .

ج- هَلْ عُمَرُ غَائِبٌ ؟

د- إِنَّ اللّٰه عَلِيْمٌ.

ه- وَاللّٰه لَأَنْصُرَنَّ زَيْدًا.

و- لَا تَضْحَكْ كَثِيْرًا.

ز- لَيْتَ صَدِيْقِيْ فَائِزٌ .

ح- يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ! اُنْصُرْنَا .

ط- مَا أَحْسَنَ هٰذَا الْكِتَابَ.

ي- بِئْسَ الظَّالِمُ أَبُوْ جَهْلٍ.

اَلدَّرْسُ الْعَاشِرُ : দশম পাঠ

اَلْمُبْتَدَأُ وَالْـخَبَرُ

মুবতাদা ও খবর

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর–

خَالِدٌ عَالِمٌ (খালিদ একজন জ্ঞানী)।

عَلِيٌّ قَائِمٌ (আলী দাঁড়ানো)।

উপরোক্ত বাক্যদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য কর। বাক্যে خَالِدٌ ও عَلِيٌّ হলো مُسْنَدْ إِلَيْهِ এবং عَالِمٌ ও قَائِمٌ হলো مُسْنَدْ; কারণ, خَالِدٌ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সে একজন জ্ঞানী এবং আলী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সে দাঁড়ানো।

مُسْنَدْ إِلَيْهِ টি যদি বাক্যের প্রথমে আসে এবং তার পূর্বে কোনো প্রকার عَامِلْ না থাকে তাকে مُبْتَدَأْ বলে এবং এরূপ বাক্যের مُسْنَدْ কে خَبَر বলে।

اَلْقَوَاعِدُ

مُبْتَدَأْ ও خَبَرْ-এর পরিচয় :

যে اِسْـم সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয় বা কোনো সংবাদ প্রদান করা হয়, তাকে مُبْتَـدَأْ বলা হয়। আর مُبْتَـدَأْ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় বা যে সংবাদ প্রদান করা হয়, তাকে خَـبَرْ বলা হয়। যেমন আল্লাহর বাণী- اَللّٰهُ نُوْرُ السَّـمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ (আল্লাহর আসমান ও জমীনের নূর)। এ আয়াতে الله শব্দটি مُبْتَدَأْ এবং نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْض হলো خَبَرْ

مُبْتَدَأْ ও خَبَرْ -এর হুকুম :

১। مُبْتَدَأْ প্রধানত مَعْرِفَة এবং خَبَر সাধারণত نَكِرَة হয়।

২। مُبْتَدَأْ সব সময় اِبْتِدَاء কর্তৃক এবং خَبَر সবসময় مبتدأ কর্তৃক مَرْفُوْعٌ হয়।

৩। خَبَر যদি اِسْمُ الْفَاعِلْ – اِسْمُ الْمَفْعُوْل – صِفَةُ الْمُبَالَغَة বা صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ হয়, তবে তা সব সময় مُبْتَدَأٌ এর অনুকরণ করে। অর্থাৎ مُبْتَدَأْ টি وَاحِدْ হলে خَبَر টি وَاحِدْ হয়। مُبْتَدَأْ টি تثنية হলে خَبَر টি تثنية হয়। مُبْتَدَأْ টি جمع হলে خَبَر টি جمع হয়। مُبْتَدَأْ টি مذكر হলে خَبَر টি مذكر এবং مُبْتَدَأْ টি مؤنث হলে خَبَر টি مؤنث হয়। যথা–

زَيْدٌ طَالِبٌ — اَلطَّالِبُ مُسَافِرٌ — اَلطَّالِبَةُ مُسَافِرَةٌ

فَاطِمَةُ طَالِبَةٌ — اَلطَّالِبَانِ مُسَافِرَانِ — اَلطَّالِبَتَانِ مُسَافِرَتَانِ

اَلطُّلَّابُ مُسَافِرُوْنَ — اَلطَّالِبَاتُ مُسَافِرَاتٌ

مُبْتَدَأْ-এর প্রকার : مُبْتَدَأْ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ দুটি প্রকার হলো–

১। مَعْرِفَةٌ হওয়া। যথা– زَيْدٌ طَالِبٌ (যায়েদ একজন ছাত্র)।

২। نَكِرَةٌ مَوْصُوْفَةٌ হওয়া। যথা– قَلَمٌ جَدِيْدٌ جَمِيْلٌ (নতুন কলম সুন্দর)।

خَبَرٌ -এর প্রকার : خَبَرٌ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা–

১। اَلْمُفْرَدُ : এ ধরণের خَبَرٌ টি শুধুমাত্র মুফরাদ বা একক হয়। কোনো জুমলা বা শিবহে জুমলা হবে না। যেমন- زَيْدٌ عَالِمٌ (যায়েদ জ্ঞানী)।

২। اَلْجُمْلَةُ : এ ধরণের خَبَرٌ টি جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ বা جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ হয়। যেমন-

مِقْدَادٌ يَأْكُلُ التُّفَّاحَةَ (মিকদাদ আপেল খায়)।

خَالِدٌ عَمُّهُ تَاجِرٌ (খালিদের চাচা একজন ব্যবসায়ী)।

৩। شِبْهُ الْجُمْلَةِ : এ ধরণের خَبَر সাধারণত جَارٌ وَمَجْرُوْرٌ বা ظَرْفٌ হয়। যেমন-

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ (মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত)।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। مُبْتَدَأٌ ও خَبَر কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখো।

২। خبر যদি اسم الفاعل ، اسم المفعول، صِفَةُ الْمُبَالَغَة ও صفة مشبهة হয় তখন خبر টি কার অনুকরণ করে? উদাহরণ দাও।

৩। বাক্যগুলোর تركيب কর :

نَسِيْمٌ حَضَرَ ، إِسْمَاعِيْلُ نَامَ ، إِبْرَاهِيْمُ ضَاحِكٌ، زَيْدٌ حَاضِرٌ

৪। নিম্নের جملة فعلية গুলোকে جملة اسمية তে রূপান্তর কর এবং فعل এর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন কর। ১টি করে দেখানো হলো–

سَافَرَ خَالِدٌ = خَالِدٌ سَافِرٌ

نَامَ الطُّلَّابُ = ... يَأْكُلُ عُمَرُ = ...

تَضْحَكُ عَائِشَةُ = ... يَبْكِيْ الْأَطْفَالُ = ...

قَامَ زَيْدٌ = ... ذَهَبَتِ الطَّالِبَاتُ = ...

৫। ব্র্যাকেটে উল্লিখিত শব্দগুলো দ্বারা خبر এর স্থানটি পূরণ কর এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন কর।

نام الطلاب = ... يأكل عمر = ...

أنتم .... (ذاهب) الأصدقاء .... (ضاحك)

الطلاب .... (غائب) هم .... (مدرس)

هي .... (طبيب) هن .... (نائم)

الطالبات .... (كاتب) هم .... (منصور)

৬। নিম্নে বর্ণিত বাক্যগুলি হতে مبتدأ ও خبر বের কর :

١- مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) .

٢- عَلِيٌّ (رضي الله عنه) خَلِيْفَةُ اللهِ .

٣- اَلْإِسْلَامُ دِيْنٌ كَامِلٌ .

٤- اَللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ .

٥- اَلْمَدْرَسَةُ دَارُ الْعُلُوْمِ.

اَلدَّرْسُ الْحَادِيْ عَشَرَ : একাদশ পাঠ

اَلْفَاعِلُ وَ نَائِبُ الْفَاعِلِ

ফায়েল ও নায়েবে ফায়েল

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

(ألف)

قَرَأَ خَالِدٌ الْقُرْآنَ (খালিদ কুরআন পড়ল)।

بَنٰى بَكْرٌ الْبَيْتَ (বকর ঘরটি বানাল)।

(ب)

قُرِءَ الْقُرْآنُ (কুরআন পড়া হল)।

بُنِيَ الْبَيْتُ (ঘরটি বানানো হল)।

ألف অংশের বাক্যগুলোতে খালিদ ও বকর হলো فَاعِلٌ (কর্তা)। আর اَلْبَيْتُ ও اَلْقُرْآنُ হলো مَفْعُوْلٌ بِهٖ তথা কর্ম। অন্যদিকে ب অংশের বাক্যগুলোতে فاعل কে উল্লেখ না করে তার স্থলে مَفْعُوْلٌ بِهٖ اَلْبَيْتُ ও اَلْقُرْآنُ কে উল্লেখ করা হয়েছে। فَاعِلْ জানা না থাকলে তদস্থলে مَفْعُوْلٌ بِهٖ কে উল্লেখ করা হয়। এরূপ মাফউলকে نَائِبُ فَاعِلٍ বলে।

বাক্যে فِعْل ও فَاعِلٌ-এর বেলায় তিনটি শর্ত প্রযোজ্য। তা হল-

১। বাক্যে فاعل এর স্থান فعل এর পরে থাকবে।

২। فعل টি تام তথা পূর্ণ হবে (ناقص নয়)।

৩। فعل টি مَعْرُوْفٌ হবে (مَجْهُوْلٌ নয়)।

আর نَائِبُ فَاعِلٍ শর্ত হলো فعل টি مَجْهُوْلٌ এর صَيِغَةْ হতে হবে।

اَلْقَوَاعِدُ

فَاعِلٌ-এর পরিচয় : فَاعِلْ এমন اِسْم কে বলে, যে فِعْلْ সম্পাদন করে। যেমন- قَرَأَ مَسْعُوْدٌ (মাসুদ পড়ল) এ বাক্যে مَسْعُوْدٌ হলো فاعل কারণ, পড়া فِعْلْ টি মাসুদ সম্পাদনা করেছে।

فَاعِلْ -এর প্রকার : فَاعِلْ দু প্রকার। যথা-

১. اِسْمٌ ظَاهِرٌ তথা প্রকাশ্য اِسْم যেমন- ذَهَبَ زَيْدٌ (যায়েদ গেল)। এখানে زيدٌ শব্দটি اِسْمٌ ظَاهِرٌ তথা প্রকাশ্য ইসম।

২. مُضْمِرٌ তথা সর্বনাম। যেমন- ذَهَبُوْا (তারা গেল)। এখানে ذَهَبُوْا মধ্যস্থিত وَاوْ অক্ষরটি مُضْمِرٌ তথা সর্বনাম।

فَاعِلْ -এর ব্যবহারবিধি :

১। فَاعِلْ সর্বদা পেশবিশিষ্ট হয়।

২। প্রত্যেক فِعْلْ-এর জন্য একটি فَاعِلْ থাকা আবশ্যক।

৩। فَاعِلْ বাক্যে প্রকাশ্য ইসম হতে পারে। আবার ضمير ও হতে পারে। যদি فَاعِلْ টি প্রকাশ্য ইসম হয়, তবে তার فِعْلْ সর্বদা একবচন হবে। চাই فَاعِلْ একবচন, দ্বিবচন কিংবা বহুবচন হোক। যেমন- نَصَرَ الْمُسْلِمُ ؛ نَصَرَ الْمُسْلِمَانِ ؛ نَصَرَ الْمُسْلِمُوْنَ

৪। فَاعِلْ যদি দমীর বা সর্বনাম হয়, তবে فعل সর্বদা فَاعِلْ-এর বচন অনুযায়ী হবে। فَاعِلْ একবচন হলে فِعْلْ ও একবচন হবে, দ্বিবচন হলে দ্বিবচন এবং বহুবচন হলে বহুবচন হবে। যেমন- اَلْمُسْلِمُ نَصَرَ ؛ اَلْمُسْلِمَانِ نَصَرَا ؛ اَلْمُسْلِمُوْنَ نَصَرُوْا

৫। فَاعِلْ যদি مُؤَنَّثٌ حَقِيْقِيٌّ হয়, তবে فِعْلْ সর্বাবস্থায় مُؤَنَّثْ ও একবচনের হবে। যেমন- قَرَأَتْ فَاطِمَةُ ، نَامَتِ الْهِرَّةُ ، قَرَأَتِ الطَّالِبَاتُ

نائب الْفَاعِلْ-এর পরিচয় :

اِسْم نَائِبُ الْفَاعِلْ অর্থ فَاعِلْ-এর স্থলাভিষিক্ত। পরিভাষায় نَائِبُ الْفَاعِلْ হল, এমন একটি যার দিকে কোনো فِعْلٌ مَجْهُوْلٌ কে সম্পর্কিত করা হয়। অর্থাৎ, فَاعِلْ -কে বিলুপ্ত করে তদস্থলে مَفْعُوْل بِهِ কে উল্লেখ করা হলে, তাকে نَائِبُ فَاعِلْ বলে। যেমন- عُلِّمَ زَيْدٌ (যায়েদকে শেখানো হল)। এ বাক্যে عُلِّمَ ফে'লের فَاعِلْ উল্লেখ নেই। زيد মাফউলকে فَاعِلْ -এর স্থানে উল্লেখ করে نَائِبُ الْفَاعِلْ হিসেবে স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

প্রত্যেক فِعْـلْ -এর জন্যে একটি رفـع বিশিষ্ট فَاعِـلْ থাকা আবশ্যক। আর যেহেতু এখানে فَاعِلْ নেই তাই বাক্যের চাহিদানুযায়ী مفعول-কে فَاعِـلْ-এর জায়গায় এনে তার মধ্যে পেশ দেয়া হয়েছে। মূলত এটি হচ্ছে মাফউল।

نَائِبُ الْفَاعِلِ এর فِعْل مَجْهُوْل কে واحد - تثنية - جمع এবং مذكر ও مؤنث নেয়ার ব্যাপারে فِعْل مَعْرُوْف এর فَاعِلএর ক্ষেত্রে বর্ণিত নিয়মাবলিই প্রযোজ্য হবে।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। فَاعِلْ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। فَاعِلْ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৩। نائب الفَاعِلْ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৪। فاعل যদি اسم ظاهر বা ضمير হয় তখন فعل কেমন হয় ? লেখ।

৫। কোনো কোনো স্থানে فعل কে مؤنث নেয়া ওয়াজিব লেখ।

৬। নিচের বাক্যগুলো থেকে فعل ও نائب الفاعل বের কর :

أ. جَاء خَالِدٌ. ب. ذَهَبَ الطُّلَّابُ.

ج. سَمِع الْأَصْدِقَاءُ. د. أُدِّبَ التَّلَامِيْذُ

ه. تَسْجُدُ الْمُؤْمِنَاتُ. و. وُضِع الْكِتَابُ.

ز. فُتِحَتِ الْأَبْوَابُ. ح. سَافَرَ عَلِيٌّ.

يا. أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ.

৭। নিচের বাক্যগুলো ব্র্যাকেটে উল্লিখিত فعل দ্বারা শুদ্ধ করে লেখ :

أ- (دَخَلَ) الطَّالِبَةُ. ب- (سَافَرَ) عَائِشَةُ. ج- اَلشَّمْسُ (يَطْلُعُ)

د- قَرَأَ (هُبَيْرَةُ) ه- اَلنُّوْرُ (ذَهَبَ) و- زَيْدٌ (أَكَلَتْ)

ز- اَلتِّلْمِيْذَانِ (كَتَبَ) ح- اَلْمُدَرِّسُ (تَدْرُسُ) ط- اَلْإِمَامُ (تُصَلِّ)

اَلدَّرْسُ الثَّانِي عَشَرَ : দ্বাদশ পাঠ

اَلْمَفَاعِيْلُ

মাফউলসমূহ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

جَلَسْتُ جِلْسَةَ الأَمِيْرِ (আমি বাদশাহের মতো বসলাম)।

كَتَبَ مَحْمُوْدٌ رِسَالَةً (মাহমুদ একটি চিঠি লেখল)।

اِشْتَرَى خَالِدٌ قَلَمًا (খালিদ একটি কলম ক্রয় করল)।

شَرِبَتِ الْهِرَّةُ لَبَنًا (বিড়ালটি দুধ পান করল)।

خَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ صَبَاحًا (আমি প্রত্যুষে ঘর থেকে বের হয়েছি)।

উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে, প্রত্যেকটি বাক্যে একটি করে শব্দের নিচে দাগ দেয়া আছে। এই দাগ দেয়া শব্দগুলোর ওপর কর্তার কাজ সংঘটিত বা পতিত হয়েছে।

اَلْقَوَاعِدُ

مَفْعُوْلٌ-এর পরিচয় : فَاعِلٌ তথা কর্তার কাজ যার উপর পতিত বা সংঘটিত হয়, তাকে مَفْعُوْلٌ বা কর্ম বলা হয়।

যেমন- يَكْتُبُ خَالِدٌ رِسَالَةً (খালিদ একটি চিঠি লিখছে বা লিখবে)।

مَفْعُوْلٌ-এর ব্যবহারবিধি :

১। مَفْعُوْلٌ সর্বদা নসব বা যবরবিশিষ্ট হয়।

২। বাক্যে সাধারণত প্রথমে فِعْلٌ তারপর فَاعِلٌ এবং তারপর مَفْعُوْلٌ বসে।

مَفْعُوْلٌ-এর প্রকার : مَفْعُوْلٌ মোট পাঁচ প্রকার। যথা-

١- مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ ، ٢- مَفْعُوْلٌ بِهِ ،

٣- مَفْعُوْلْ فِيْهِ ،　　٤- مَفْعُوْلْ لَهُ ،
٥- مَفْعُوْلْ مَعَهُ

১. مَفْعُوْلْ مُطْلَقْ -এর পরিচয় :

مَفْعُوْلْ مطلق এমন মাসদার, যা তার পূর্বে উল্লিখিত فِعْـلْ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর উক্ত مَفْعُوْلْ টি তার فِعْلْ-এর تَاكِيْـدْ (অর্থের দৃঢ়তা) অথবা نَـوْعٌ (ধরণ) কিংবা عَـدَدٌ (সংখ্যা) বোঝায়। যেমন-

نَصَرْتُ نَصْرًا (আমি সাহায্য করার মতো সাহায্য করলাম)।

جَلَسْتُ جِلْسَةَ الْقَارِئْ (আমি কারী সাহেবের বসার মতো বসলাম)।

جَلَسْتُ جَلْسَاتٍ (আমি কয়েকবার বসলাম)।

এখানে প্রথম বাক্যে فِعْـلْ -এর তাকীদ, দ্বিতীয় বাক্যে ধরণ ও তৃতীয় বাক্যে সংখ্যা বোঝানো হয়েছে।

২. مَفْعُوْلْ به -এর পরিচয় :

فَاعِلْ (কর্তা)-এর فِعْلْ বা ক্রিয়া যার ওপর পতিত হয়, তাকে مَفْعُوْلْ به বলে।

যেমন- خَلَقَ اللّٰهُ الإِنْسَانَ (আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করলেন)।

এ বাক্যে اَلإِنْسَانُ শব্দটি مَفْعُوْلْ بِهِ হয়েছে।

৩. مَفْعُوْلْ فِيْهِ -এর পরিচয় :

যে ইসেম দ্বারা পূর্বে উল্লিখিত فِعْلْ টি সংঘটিত হওয়ার স্থান বা কাল বোঝায়, তাকে مَفْعُـوْلْ فِيْهِ বলে। এর অপর নাম ظَرْفٌ; এটা আবার দু প্রকার। যথা-

ক. ظَرْفُ الزَّمَانْ (কালবাচক বিশেষ্য)

খ. ظَرْفُ الْمَكَانْ (স্থানবাচক বিশেষ্য)।

ক. ظَرْفُ الزَّمَانْ : ظَرْفُ الزَّمَانْ فِعْلْ সংঘটিত হওয়ার কাল বা সময়কে ظَرْفُ الزَّمَانْ বলে।

যেমন- صُمْتُ الْيَوْمَ (আমি আজ রোযা রাখলাম)। এ বাক্যে اَلْيَوْمُ শব্দটি ظَرْفُ الزَّمَانْ হয়েছে।

খ. ظَرْفُ الْمَكَانْ : ظَرْفُ الْمَكَانْ فِعْلْ সংঘটিত হওয়ার স্থানকে ظَرْفُ الْمَكَانْ বলে।

যেমন- جَلَسْتُ خَلْفَكَ (আমি তোমার পেছনে বসলাম)। এ বাক্যে خَلْفَكَ শব্দটি ظَرْفُ الْمَكَانْ হয়েছে।

৪. مَفْعُوْلْ لَهُ -এর পরিচয় :

যে ইসেম তার পূর্বে উল্লিখিত فِعْلْ সংঘটিত হওয়ার কারণ বর্ণনা করে, তাকে مَفْعُوْلْ لَهُ বলে। যেমন- قُمْتُ إِكْرَامًا لِزَيْدٍ (আমি যায়েদের সম্মানার্থে দাঁড়ালাম)। এ বাক্যে إِكْرَامًا শব্দটি مَفْعُوْلْ لَهُ হয়েছে।

৫. مَفْعُوْلْ مَعَهُ -এর পরিচয় :

যে مَفْعُوْلْ বা কর্ম مَعَ (সহ)-এর অর্থবোধক وَاوْ এর পর আসে, তাকে مَفْعُوْلْ مَعَهُ বলে।
যেমন- جَاءَ الْبَرْدُ وَالْجُبَّاتِ (শীত জুব্বা নিয়ে আসল)।
سِرْتُ وَالْجَبَلَ (আমি পাহাড়সহ ভ্রমণ করেছি)।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। مَفْعُوْلْ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২। مَفْعُوْلْ مُطْلَقْ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৩। مَفْعُوْلْ فِيْهِ কাকে বলে? এটা কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৪। مَفْعُوْلْ لَهُ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

৫। **مَفْعُوْلٌ مَعَهُ**-এর সংজ্ঞা উদাহরণসহ লেখ।

৬। নিচের বাক্যগুলো থেকে **مفعول** বের করে তার প্রকার নির্ণয় কর :

أَدَّى أُسَامَةُ الْحَجَّ ، ذَبَحَ جَعْفَرُ الْبَقَرَةَ ، يَأْكُلُ زَيْدٌ التُّفَّاحَ ، يَكْتُبُ مَسْعُوْدٌ الرِّسَالَةَ ، يَبْنِي تَحْسِيْنُ بَيْتًا . قَامَ أَبُوْ طَلْحَةَ قِيَامًا ، جَلَسَ خَالِدٌ جَلْسَةً ، اُنْظُرْ نَظْرَةً ، لَا تَمْشِ مَشْيَةَ الْمُتَكَبِّرِ ، فَرِحَ زَيْدٌ فَرْحًا . سَافَرْتُ وَزَيْدًا . ذَهَبْتُ يَوْمَ السَّبْتِ ، جَلَسْتَ أَمَامَ الْمَدْرَسَةِ ، سَافَرَ زَيْدٌ يَوْمَ الْأَحَدِ.

اَلْوَحْدَةُ الثَّالِثَةُ : তৃতীয় ইউনিট

قِسْمُ التَّرْجَـمَةِ

অনুবাদ অংশ

اَلنَّمُوْذَجُ الاَوَّلُ

اَلْجُمَلُ بِالْمُبْتَدَأ (مُضَافٌ + مُضَافٌ إِلَيْهِ) وَالْـخَبَرِ

আরবি	বাংলা
سَمَكُ الْبَحْرِ لَذِيْذٌ	সাগরের মাছ সুস্বাদু।
نُوْرُ الْقَمَرِ بَارِدٌ	চাঁদের আলো স্নিগ্ধ।
أُسْتَاذُ الْجَامِعَةِ مُهَذَّبٌ	বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ভদ্র।
أَعْدَاءُ الْإِسْلَامِ مُنْتَشِرُوْنَ	ইসলামের শত্রুরা বিচ্ছিন্ন।
سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ مُحَمَّدٌ (ﷺ)	নবীগণের সর্দার মোহাম্মাদ (ﷺ)।
مُدِيْرُ الْمَدْرَسَةِ مَاهِرٌ	মাদরাসার অধ্যক্ষ অভিজ্ঞ।
أَزْهَارُ الْحَدِيْقَةِ جَمِيْلَةٌ	বাগানের ফুলগুলো সুন্দর।
غُرْفَةُ الصَّفِّ وَاسِعَةٌ	শ্রেণিকক্ষ প্রশস্ড়।
إِمَامُ الْمَسْجِدِ سَاجِدٌ	মসজিদের ইমাম সিজদারত।
حَرْبُ الْإِسْتِقْلَالِ فَخْرُنَا	স্বাধীনতা যুদ্ধ আমাদের গৌরব
صَاحِبُ الْـحَانُوْتِ جَالِسٌ	দোকানের মালিক বসে আছে।
مَائِدَةُ الطَّعَامِ جَاهِزَةٌ	খাবার টেবিল প্রস্তুত।
أَهْلُ الْقَرْيَةِ زَارِعُوْنَ	গ্রামের অধিবাসীগণ কৃষক।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

আরবি করঃ মসজিদের খাদিম আগন্তুক। শ্রেণী শিক্ষক উপস্থিত। মাদরাসার ছাত্ররা অনুপস্থিত। দোকানের মালিক বসে আছে। তোমাদের পুকুরটি বড়। দেশের রাজা দক্ষ। ফাতেমার কাপড় ছেঁড়া। কুরআনের বাণী সত্য। ইসলামের আলো বিস্তৃত। ঘরের মালিক ব্যস্ত। কুরআনের আয়াতগুলো সুস্পষ্ট। আমাদের পরীক্ষা নিকটবর্তী।

اَلنَّمُوْذَجُ الثَّانِىْ

اَلْجُمَلُ بِالْمُبْتَدَأ وَالْـخَبَرِ (مَوْصُوْفٌ + صِفَةٌ)

আরবি	বাংলা
هٰذِهِ وَرْدَةٌ جَمِيْلَةٌ	এটি একটি সুন্দর গোলাপ।
هٰذَا قَلَمٌ جَدِيْدٌ	এটি একটি নতুন কলম।
حَبِيْبٌ طَالِبٌ شَرِيْفٌ	হাবিব ভদ্র ছাত্র।
حَسَنٌ حَاكِمٌ عَادِلٌ	হাসান ন্যায়পায়ণ শাসক।
هٰذَا فِرَاشٌ مُرِيْحٌ	এটি আরামদায়ক বিছানা।
هٰذِهِ لَيْلَةٌ مُبَارَكَةٌ	এটি পুণ্যময় রজনী।
عُثْمَانُ مُحَارِبٌ بَطَلٌ	ওসমান একজন বীর মুক্তিযোদ্ধ।
هُمْ طَبِيْبُوْنَ مَاهِرُوْنَ	তারা অভিজ্ঞ ডাক্তার।
خَدِيْجَةُ مُعَلِّمَةٌ مُجْتَهِدَةٌ	খাদীজা পরিশ্রমী শিক্ষিকা।
اَلْقُرْآنُ كِتَابٌ كَرِيْمٌ	কুরআন সম্মানিত কিতাব।
أَنَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ	আমি মুমিন বান্দা।
هُمَا مُمَرِّضَتَانِ مُخْلِصَتَانِ	তারা দুজন নিষ্ঠাবান সেবিকা।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

আরবি কর:

বাংলা একটি পুরাতন ভাষা। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইহা প্রবাহিত পানি। উহা বাসি খাবার। কাঠাল সুস্বাদু ফল। আরবি সহজ ভাষা। মক্কা নিরাপদ শহর। উবায়দা অভিজ্ঞ শিক্ষক। কুলসুম একজন বুদ্ধিমতী মেয়ে। বাংলাদেশ ছোট্ট দেশ। বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী অন্তরঙ্গ বন্ধু

اَلنَّمُوْذَجُ الثَّالِثُ

اَلْجُمَلُ بِالْمُبْتَدَأ (الضَّمَائِر) وَالْـخَبَرِ

আরবি	বাংলা
هُوَ طَالِبٌ	সে একজন ছাত্র।
هِيَ مُدَرِّسَةٌ	তিনি শিক্ষিকা।
هُمْ مُسْلِمُوْنَ	তারা সবাই মুসলমান।
هُنَّ صَائِمَاتٌ	তারা সকলে রোযাদার।
أَنْتَ تَكَلَّمْتَ	তুমি কথা বলেছ।
أَنَا أَحْتَرِمُ الْأَسَاتِذَةَ	আমি শিক্ষকরদের সম্মান করি।
نَحْنُ أَصْحَابُ الْحَقِّ	আমরা সত্যপন্থি।
أَنْتِ زَمِيْلِيْ	তুমি আমার সহপাঠী।
أَنْتَ تَحْفَظُ الْقُرْآنَ	তুমি কুরআন মুখস্থ করছ।
أَنْتُمَا تَحْرُثَانِ الْمَزْرَعَ	তোমরা দুজন জমি চাষ করছ।
أَنْتُمَا تَعْمَلَانِ فِيْ الْمَنْزِلِ	তোমরা দুজন বাসায় কাজ করছ।
أَنْتُمْ مُحِبُّوْنَ لِلْوَطَنِ	তোমরা দেশপ্রেমিক।
أَنْتُنَّ تُسَاعِدْنَ الْفُقَرَاءَ	তোমরা অসহায়দের সাহায্য কর।
هُوَ مِنَ الْيَابَانِ	তিনি জাপানি।
هُنَّ مُقِيْمَاتٌ فِيْ أَمْرِيْكَا	তারা আমেরিকায় বসবাসকারিণী।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

আরবি কর: সে একজন ছাত্র। তারা দুজন ডাক্তার। তুমি পত্র লেখেছ। তোমরা দুজন মহিলা রান্না করছ। তুমি আমার আত্মীয়। তুমি হাদীস মুখস্থ করছ। তোমরা দুজন বাসার কাজ করবে।

اَلنَّمُوْذَجُ الرَّابِعُ

اَلْجُمَلُ بِالْمُبْتَدَأ (أَدَوَاتِ الْاِسْتِفْهَامِ وَأَسْمَاءِ الْإِشَارَةِ) وَالْـخَبَرِ

আরবি	বাংলা
هَلْ هٰؤُلَاءِ صَحَافِيُّوْنَ؟	এরা কি সাংবাদিক ?
خَالِدٌ خَرَجَ أَمْ عَمْرٌو؟	খালিদ বের হয়েছে না আমর?
كَيْفَ أَنْتَ؟	তুমি কেমন আছ?
كَيْفَ حَالُكَ؟	তোমার অবস্থা কেমন?
أَيْنَ تَذْهَبُ؟	তুমি কোথায় যাবে?
مَتَى ذَهَبَ رَقِيْبٌ؟	রকীব কখন গিয়েছে?
مَتَى يَرْجِعُ شَهِيْدٌ؟	শহীদ কখন ফিরে আসবে?
مِنْ أَيْنَ جِئْتَ وَإِلَى أَيْنَ تُسَافِرُ؟	তুমি কোত্থেকে এসেছ এবং কোথায় সফর করবে?
كِتَابُ مَنْ أَخَذْتَ؟	তুমি কার বই নিয়েছ?
هٰذَا الشَّارِعُ وَاسِعٌ	এ রাস্তাটি প্রশস্ত।
هٰذِهِ الْفَاكِهَةُ لَذِيْذَةٌ	এ ফলটি সুস্বাদু।
ذٰلِكَ الْخَادِمُ آمِيْنٌ	ঐ চাকর বিশ্বস্ত।
تِلْكَ الْمَرْأَةُ أُخْتِيْ	ঐ মহিলা আমার বোন।
هٰؤُلَاءِ الطَّبِيْبَاتُ مَاهِرَاتٌ	এ মহিলা ডাক্তারগণ অভিজ্ঞ।
أُوْلٰئِكَ الرِّجَالُ مُجَاهِدُوْنَ	ঐ পুরুষগণ সংগ্রামী।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

আরবি কর: খালিদ কেমন আছে? তোমার আব্বা কেমন আছেন? তুমি কোথায় ঘুমাবে? তুমি কখন পৌঁছেছ? শহীদ কখন উপস্থিত হবে? এ দুটি কলেজ আমি পরিদর্শন করেছি। ঐ দুটি দরজা আমি বানিয়েছি। এ গাছগুলো আমগাছ। ঐ গাছগুলো নারিকেল গাছ। এসব ছাত্র মাদরাসায় পড়ে। এ মেয়েরা বাড়িতে থাকে। ঐ পশুগুলো চলছে।

২০১৮

اَلنَّمُوْذَجُ الْخَامِسُ

اَلْـجُمَلُ بِالْمُبْتَدَأ وَالْـخَبَرِ

আরবি	বাংলা
اَللهُ رَزَّاقٌ	আল্লাহ রিযিকদাতা।
مُحَمَّدٌ (ﷺ) نَبِيٌّ	মুহাম্মাদ (ﷺ) নবী।
اَلْاِتِّحَادُ قُوَّةٌ	একতাই শক্তি।
اَلدُّنْيَا فَانِيَةٌ	দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী।
اَلْإِسْلَامُ دِيْنٌ	ইসলাম একটি জীবন বিধান।
رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللهِ	জ্ঞানের মূল আল্লাহভীতি।
شُهَدَاءُ اللُّغَةِ خِيَارُ الدَّهْرِ	ভাষা শহীদগণ যুগশ্রেষ্ঠ
سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ	জাতির নেতা তাদের খাদেম।
يَوْمُ الْعِيْدِ يَوْمُ السُّرُوْرِ	ইদের দিন খুশির দিন।
عَلَامَةُ الْإِيْمَانِ حُبُّ الصَّلَاةِ	সালাতকে ভালোবাসা ইমানের লক্ষণ।
غِذَاءُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللهِ	মনের খোরাক আল্লাহর যিকির।
حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ الْمَعَاصِيْ	দুনিয়ার ভালবাসা গুনাহের মূল।
بَيْتُ اللهِ قِبْلَةُ الْمُسْلِمِيْنَ	আল্লাহর ঘর মুসলমানদের কিবলা।
شِرَارُ النَّاسِ مُطِيْعُوْا الشَّيْطَانِ	খারাপ মানুষ শয়তানের অনুসারী।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

আরবি কর:

দোকানটি ছোট। যায়েদ বিনয়ী। ডাক্তার ভালো। লোক দুটো মেধাবী। মুহসীন একজন শিক্ষক। সাহাবীদের যুগ শ্রেষ্ঠ যুগ। কুরআনের বাণী মানুষের পথ প্রদর্শক। আল্লাহর রহমত অগণিত। আরাফাতে অবস্থান হজের রোকন। সালামের উত্তর মুসলমানদের কর্তব্য। ওয়াদা খেলাফ মুনাফেকীর লক্ষণ।

اَلنَّمُوْذَجُ السَّادِسُ

اَلْجُمَلُ بِالْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ وَالْمَفَاعِيْلِ

আরবি	বাংলা
اِنْتَصَرَ الْمُسْلِمُوْنَ اِنْتِصَارًا	মুসলমানরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেছে।
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا	আমি আপনার ওপর কুরআন নাযিল করেছি।
وَقَفْتُ عَلٰى شَاطِئِ الْبَحْرِ وُقُوْفًا	আমি সমুদ্র সৈকতে ভালো করে দাঁড়ালাম।
اَنْتُمْ تُحِبُّوْنَ وَطَنَكُمْ حُبًّا	তোমরা তোমাদের দেশকে খুব ভালোবাস।
اِحْمَرَّ الْوَرْدُ اِحْمِرَارًا	গোলাপ ফুলটি খুব লাল হয়ে গেছে।
اِحْتَرَمَ الطُّلَّابُ الْأُسْتَاذَ	ছাত্ররা শিক্ষককে সম্মান করেছে।
أَكْرِمِ الْـجَارَ	প্রতিবেশীকে সম্মান কর।
يَشْرِبُ النَّاسُ الْعَصِيْرَ	লোকেরা জুস পান করছে/করবে।
تَخِيْطُ فَارِحَةُ الْقَمِيْصَ	ফারিহা জামা সেলাই করছে/করবে।
نُحِبُّ اللُّغَةَ الْبَنْغَالِيَّةَ	আমরা বাংলাভাষা ভালোবাসি।
يُسَافِرُ رَقِيْبٌ يَوْمَ الْخَمِيْسِ	রকীব বৃহস্পতিবার ভ্রমণ করবে।
هَبِطَتِ الطَّائِرَةُ لَيْلًا	বিমানটি রাতে অবতরণ করেছে।
تَغَرَّدَ الطُّيُوْرُ صَبَاحًا	পাখিরা সকালবেলা কিচিরমিচির করে।
مَشَتْ نَبِيْلَةُ مَسَاءً	নাবিলা বিকালে হেঁটেছে।
صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ قَبْلَ سَاعَةٍ	আমি এক ঘণ্টা পূর্বে এশার নামায পড়েছি।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

আরবি কর: সকালে দরজা খোলা হয়। কলম দ্বারা লেখা হল। মাদরাসায় খালিদকে সাহায্য করা হল। চোরকে রাতে মারা হল। অপরাধীকে সকালে শাস্তি দেওয়া হল। আমরা শিক্ষককে শ্রদ্ধা করি। বকর কোরআন তেলাওয়াত করে। আমি আগামী কাল যাব। সে ঘরের সামনে বসল। আমি আল্লাহর ওপর নির্ভর করলাম।

اَلْأَمْثَالُ وَالْحِكَمُ الْعَرَبِيَّةُ

প্রবাদ-প্রবচন

আরবি	বাংলা
آفَةُ الْعِلْمِ اَلنِّسْيَانُ .	জ্ঞানের বিপদ ভুলে যাওয়া।
اَلصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرْجِ .	সবুরে মেওয়া ফলে।
اَلْحِرْصُ مِفْتَاحُ الذُّلِّ .	লোভ অপমানের চাবিকাঠি।
اَلْقَنَاعَةُ مِفْتَاحُ الرَّاحَةِ .	স্বল্পে তুষ্টি শান্তির চাবিকাঠি।
اَلْمَرْءُ يَقِيْسُ عَلَى نَفْسِهِ .	মানুষ অন্যকে নিজের মত মনে করে।
اَلنَّاسُ عَلَى دِيْنِ مُلُوْكِهِمْ .	যেমন রাজা তেমন প্রজা।
اَلنَّاسُ بِاللِّبَاسِ	মানুষ পোশাক দ্বারা সমাদৃত হয়।
اَلْكَرِيْمُ اِذَا وَعَدَ وَفَى .	ভদ্রলোক ওয়াদা করলে তা পালন করে।
اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الآخِرَةِ .	ইহকাল পরকালের ক্ষেতস্বরূপ।
اَلْإِنْسَانُ عَبِيْدُ الإِحْسَانِ .	মানুষ অনুগ্রহের দাস।
اَلصِّدْقُ يُنْجِى وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ .	সত্য মুক্তি দেয়, আর মিথ্যা ধ্বংস করে।
اِنَّ الْبَلَاءَ مُؤَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ .	কথাই বিপদ ডেকে আনে।
مَنْ سَكَتَ نَجَا .	চুপ থাকে যে, মুক্তি পায় সে।
كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ .	যেমন কর্ম তেমন ফল।
كُلُّ جَدِيْدٍ لَذِيْذٌ .	নতুনত্বেই আকর্ষণ।
سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ .	জাতির নেতা তাদের খাদেম।
خَيْرُ الأُمُوْرِ أَوْسَطُهَا .	মধ্যমপন্থাই উত্তমপন্থা।
مَنْ جَدَّ وَجَدَ .	চেষ্টা করে যে ফল পায় সে।
رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللهِ .	আল্লাহভীতি আসল প্রজ্ঞা।
مَنْ يَرْحَمْ يُرْحَمْ .	দয়া করে যে দয়া পায় সে।
اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيْمَانِ.	লজ্জাবোধ ঈমানের অঙ্গ।

اَلْوَحْدَةُ الرَّابِعَةُ : চতুর্থ ইউনিট

قِسْمُ الطَّلَبِ وَالرِّسَالَةِ

দরখাস্ত ও চিঠিপত্র অংশ

١- أُكْتُبْ طَلَبًا إِلٰى مُدِيْرِ الْمَدْرَسَةِ تَطْلُبُ مِنْهُ الرُّخْصَةَ لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

اَلتَّارِيْخُ : ٢٠١٨/٤/٣٠ م

إِلٰى

صَاحِبِ الْفَضِيْلَةِ

مُدِيْرُ الْمَدْرَسَةِ الْعَالِيَةِ الْحُكُوْمِيَّةِ

بَخْشِيْ بَازَارْ، دَاكَا.

اَلْوَاسِطَةُ : مُدَرِّسُ الصَّفِّ.

اَلْمَوْضُوْعُ : طَلَبُ الرُّخْصَةِ لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

سَيِّدِي الْمُكَرَّمُ!

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

بَعْدَ التَّحِيَّةِ الْمُبَارَكَةِ أُفِيْدُكُمْ عِلْمًا بِأَنِّي طَالِبٌ مِنَ الصَّفِّ السَّادِسِ فِيْ مَدْرَسَتِكُمْ. أَصَابَتْنِيْ الْحُمَّى مُنْذُ يَوْمَيْنِ. فَاسْتَشَرْتُ الطَّبِيْبَ وَهُوَ أَوْصَانِي لِلْاِسْتَرَاحَةِ لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. لِهٰذَا أَحْتَاجُ إِلٰى إِجَازَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ ٢٠١٨/٥/١ إِلٰى ٢٠١٨/٥/٣ م.

فَالرَّجَاءُ مِنْ حَضْرَتِكُمْ التَّكَرُّمَ عَلَيَّ بِالرُّخْصَةِ لِلْأَيَّامِ الْمَذْكُوْرَةِ. وَلَكُمْ جَزِيْلُ الشُّكْرِ وَفَائِقُ الْاِحْتِرَامِ.

اَلْمُقَدِّمُ

مُحَمَّدْ أُسَامَةْ

اَلصَّفُّ السَّادِسُ

اَلرَّقْمُ الْمُسَلْسَلُ -١

٢- أُكْتُبْ طَلَبًا إِلٰى مُدِيْرِ الْمَدْرَسَةِ تَسْتَأْذِنُ فِيْهَا لِلرِّحْلَةِ الْعِلْمِيَّةِ إِلٰى الْمَتْحَفِ الْوَطَنِيْ.

اَلتَّارِيْخُ : ٤/٤/ ٢٠١٨ م

إِلٰى

فَضِيْلَةِ الْأُسْتَاذْ

مُدِيْر/ مُشْرِف مَدْرَسَةْ

....

اَلْمَوْضُوْعُ : طَلَبُ الْإِسْتِئْذَانِ لِلرِّحْلَةِ العِلْمِيَّةِ إِلٰى الْمَتْحَفِ الْوَطَنِي .

سَيِّدِي الْمُحْتَرَمْ !

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

بَعْدَ أَنْ أُقَدِّمَ إِلٰى فَضِيْلَتِكُمْ الاِحْتِرَامَ الْمُنَاسِبَ أُفِيْدُكُمْ عِلْمًا نَحْنُ الْمُوَقِّعُوْنَ أَدْنَاهُ طُلَّابُ الصَّفِّ السَّادِسِ مِنْ مَدْرَسَتِكُمْ، بِأَنَّنَا اِتَّفَقْنَا عَلٰى رِحْلَةٍ عِلْمِيَّةٍ إِلٰى الْمَتْحَفِ الْوَطَنِي فِيْ الْعُطْلَةِ الشِّتَائِيَّةِ الْقَادِمَةِ بِتَارِيْخ ١٠/٤/٢٠١٨م لِهٰذَا نَطْلُبُ مِنْكُمُ الإِذْنَ لِهٰذِهِ الرِّحْلَةِ مَعَ بَعْضِ الْمُسَاعَدَةِ مِنْ صُنْدُوْقِ الطُّلَّابِ .

فَنَرْجُوْ مِنْ سَعَادَتِكُمْ أَنْ تَتَكَرَّمُوْا عَلَيْنَا بِقَبُوْلِ طَلَبِنَا وَلَكُمْ جِزَيْلُ الشُّكْرِ وَفَائِقُ الاِحْتِرَامِ .

اَلْمُقَدِّمْ

طُلَّابُ الصَّفِّ السَّادِسِ

مَدْرَسَةُ ....

اَلتَّوْقِيْعُ :

٣- أُكْتُبْ طَلَبًا إِلٰى مُدِيْرِ الْمَدْرَسَةِ تَسْتَأْذِنُ فِيْهَا لِمُسَابَقَةِ كُرَةِ الْقَدَمِ .

اَلتَّارِيْخُ : ٢٠١٨/٤/٤ م

إِلٰى
فَضِيْلَةِ الْأُسْتَاذْ
مُدِيْرُ مَدْرَسَةْ ....

اَلْمَوْضُوْعُ : طَلَبُ الْاِسْتِئْذَانِ لِمُسَابَقَةِ كُرَةِ الْقَدَمِ .

سَيِّدِي الْمُحْتَرَمْ !
اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
بَعْدَ أَنْ أُقَدِّمَ إِلٰى فَضِيْلَتِكُمُ الْاِحْتِرَامَ الْمُنَاسِبَ أُفِيْدُكُمْ عِلْمًا نَحْنُ الْمُوَقِّعُوْنَ أَدْنَاهُ طُلَّابُ الصَّفِّ السَّادِسِ وَالسَّابِعِ مِنْ مَدْرَسَتِكُمْ، اِتَّفَقْنَا عَلٰى عَقْدِ مُبَارَاةِ كُرَةِ الْقَدَمِ بَيْنَ الصَّفِّ السَّادِسِ وَالسَّابِعِ بِتَارِيْخِ ٢٠١٨/٤/١٠م لِـهٰذَا نَطْلُبُ مِنْكُمُ الْإِذْنَ مَعَ حُضُوْرِكَ فِي تِلْكَ الْمُبَارَاةِ .

فَنَرْجُو مِنْ مَعَالِيْكُمْ أَنْ تَتَكَرَّمُوْا عَلَيْنَا بِقَبُوْلِ طَلَبِنَا وَلَكُمْ جَزِيْلُ الشُّكْرِ وَفَائِقُ الْاِحْتِرَامِ.

اَلْمُقَدِّمُ
طُلَّابُ الصَّفِّ السَّادِسِ وَالسَّابِعِ
مَدْرَسَة ....
اَلتَّوْقِيْعُ :

٤- اُكْتُبْ رِسَالَةً إِلٰى أَبِيْكَ تَطْلُبُ مِنْهُ أَلْف تَاكَا لِشِرَاءِ الْكُتُبِ .

محمد أُسَامَةْ
سَكَنُ الطُّلَّابِ بِالعَلَّامَة الْكَاشْغَرِىْ (رح)
بَخْشِىْ بَازَارْ، دَاكَا
٢٠١٨/٢/٥م

وَالِدِيْ الْمُكَرَّمْ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
بَعْدَ التَّحِيَّةِ الْمُبَارَكَةِ وَالتَّسْلِيْمِ الْمَسْنُوْنِ أَرْجُوْ أَنَّكُمْ جَمِيْعًا بِالْصِّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ بِعَوْنِ اللهِ وَتَوْفِيْقِهِ، وَأَنَا أَيْضًا مِنْ دُعَائِكُمْ بِالْخَيْرِ وَالسَّلَامَةِ، ثُمَّ أُخْبِرُكُمْ ، بِأَنَّ الأَيَّامَ الْعَدِيْدَة قَدْ مَضَتْ وَلَمْ أَطَّلِعْ عَلٰى أَحْوَالِكُمْ طِوَالَ الْمُدَّةِ . لِـذَا أَنَا حَزِيْنٌ شَدِيْدٌ. وَإِنَّ الدِّرَاسَةَ بَدَأَتْ مُنْذُ شَهْرٍ وَلٰكِنْ مَا اشْتَرَيْتُ الْكُتُبَ حَتَّى الأَنِ. لِـذَا أَحْتَاجُ إِلٰى أَلْفِ تَاكَا لِشِرَاءِ الْكُتُبِ الدِّرَاسِيَّةِ. أَرْجُوْ مِنْكُمْ أَنْ تُرْسِلُوْهَا فِي وَقْتٍ قَرِيْبٍ . وَأَنَا أُحَاوِلُ أَنْ أُسَافِرَ إِلٰى الْبَيْتِ فِيْ أَخِر هٰذَا الشَّهْرِ.
أَبِـي! فِي الْخِتَامِ أَرْجُوْ مِنْ سَعَادِتَكُمْ أَنْ لَا تَنْسَوْنِى مِنْ أَدْعِيَتِكُمْ الْمُسْتَجَابَةِ. وَتُبَلِّغُوْنَ السَّلَامَ إِلٰى أُمِّيْ الْمُحْتَرَمَةِ وَإِلٰى الْكِبَارِ جَمِيْعًا. وَالشَّفَقَةُ وَالْمَحَبَّةُ إِلٰى الصِّغَارِ فِي الْبَيْتِ. أَدْعُوْ إِلٰى اللهِ تَعَالٰى دَوَامَ صِحَّتِكُمْ .

اِبْنُكُمُ الْعَزِيْز
محمد أُسَامَةُ

مِنْ محمد أُسَامَةْ رَقْمُ الْغُرْفَةِ - ١٠١ سَكَنُ الطُّلَّابِ بِالعَلَّامَة الْكَاشْغَرِىْ (رح) بَخْشِيْ بَازَارْ، دَاكَا	طَابِعٌ إِلٰى محمد مُنِيْرُ الزَّمَانْ جَرَكْ غَاسِيَةْ بَازَارْ، بَرْغُوْنَا

٥- أُكْتُبْ رِسَالَةً إِلٰى أُمِّكِ تَطْلُبُ مِنْهَا الدُّعَاءَ لِلنَّجَاحِ فِيْ الْاِخْتِبَارِ .

أَسْمَاءْ خَاتُوْنْ
اَلْمَدْرَسَةُ الْعَالِيَةُ بِبَاغِيَةْ ، بَرِيْسَالْ.
اَلتَّارِيْخُ : ٢٠١٨\١\١١م

أُمِّي الْمُحْتَرَمَةُ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
بَعْدَ التَّحِيَّةِ الْمُبَارَكَةِ وَالتَّسْلِيْمِ الْمَسْنُوْنِ أَرْجُوْ أَنَّكُنَّ جَمِيْعًا بِالْخَيْرِ وَالْعَافِيَةِ بِعَوْنِ اللهِ تَعَالٰى وَرَحْمَتِهِ الْوَاسِعَةِ، وَأَنَا أَيْضًا بِحُسْنِ دُعَائِكُنَّ بِالْخَيْرِ وَالصِّحَّةِ، ثُمَّ أُخْبِرُكُنَّ بِأَنَّهُ أَعْلَنَتِ الْمَدْرَسَةُ أَنَّ اِخْتِبَارَنَا لِلفَصْلِ الأَوَّلِ سَيَنْعَقِدُ فِي الأُسْبُوْعِ الْقَادِمِ. أُرِيْدُ مِنْكُنَّ الدُّعَاءَ لِلنَّجَاحِ بِالتَّفَوُّقِ فِي الاِخْتِبَارِ. بَعْدَ الاِخْتِبَارِ أَحْضُرُ إِلَيْكُنَّ إِنْ شَاءَ اللهُ.
تُبَلِّغَنَ السَّلَامَ إِلٰى وَالِدِيْ الْمُحْتَرَمِ وَالْكِبَارِ، وَالْحُبَّ وَالشَّفَقَةُ إِلٰى الصِّغَارِ. وَفِي الْخِتَامِ أَرْجُوْ مِنَ اللهِ الصِّحَّةَ وَالسَّلَامَةَ لَكُنَّ جَمِيْعًا .

بِنْتُكُنَّ الْعَزِيْزَةْ
أَسْمَاءْ خَاتُوْنْ

طَابِعْ إِلٰى .... اَلْعُنْوَانْ	مِنْ .... اَلْعُنْوَانْ ....

٦- أُكْتُبْ رِسَالَةً إِلٰى صَدِيْقِكَ تَدْعُوْهُ بِمُنَاسبَةِ حَفْلَةِ زِوَاجِ أُخْتِكَ الْكَبِيْرَةِ .

محمد رَفِيْق

بَرْغُوْنَا

٢٠١٨/٥/٥ م

صَدِيْقِيْ الْحَمِيْمِ !

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

بَعْدَ التَّحِيَّةِ وَالتَّحَبُّبِ أَرْجُوْ أَنَّكَ مَعَ أَهْلِ بَيْتِكَ بِالصِّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ بِرَحْمَةِ الله تَعَالٰى . وَأَنَا أَيْضًا بِفَضْلِ اللهِ وَكَرَمِهِ مَعَ السَّلَامَةِ وَالْخَيْرِ .

ثُمَّ أُخْبِرُكُمْ، يَسُرُّكُمْ بِأَنَّ حَفْلَةَ زِوَاجِ أُخِتِي الْكَبِيْرَةِ سَوْفَ يَنْعَقِدُ فِي ٢٠١٨/٥/٢٥ م أَنْتَ مَدْعُوٌّ فِي حَفْلَةِ الزِّوَاجِ. وَأُرِيْدُ حُضُوْرَكَ قَبْلَ الزِّوَاجِ بِيَوْمٍ وَإِلَّا أَتَأَلَّمُ فِي قَلْبِي.

تُبَلِّغُوْنَ السَّلَامَ عَلى أَبَوَيْكَ الْمُحْتَرَمَيْنِ وَالْحُبَّ وَالشَّفَقَةَ إِلى الصِّغَارِ فِي بَيْتِكُمْ. تَدْعُوْ اللهَ لَنَا. وَفِي الْخِتَامِ أَسْأَلُ اللهَ لَكَ الصِّحَّةَ فِي حَيَاتِكَ الْمُسْتَقْبِلَةِ .

صِدِيْقُكُمُ الْحَمِيْمِ

محمد رَفِيْق

<table>
<tr><td>مِنْ ....
اَلْعُنْوَانْ ....
....
....</td><td>طَابِعْ
إِلٰى ....
اَلْعُنْوَانْ ....
....
....</td></tr>
</table>

اَلْوَحْدَةُ الْخَامِسَةُ : পঞ্চম ইউনিট

قِسْمُ الْإِنْشَاءِ الْعَرَبِـيِّ

আরবি রচনা অংশ

١- اَلصَّلَاةُ

(১. সালাত)

اَلصَّلَاةُ فِي اللُّغَةِ اَلدُّعَاءُ وَالْاِسْتِغْفَارُ وَالرَّحْمَةُ وَالتَّسْبِيْحُ. وَفِي الْاِصْطِلَاحِ هِيَ عِبَادَةٌ بِأَرْكَانٍ مَخْصُوْصَةٍ وَشُرُوْطٍ مَعْهُوْدَةٍ عَلٰى هَيْئَةٍ مُعَيَّنَةٍ فِـي وَقْتٍ مَعْلُوْمٍ. اَلصَّلَاةُ فَرْضُ عَيْنٍ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ وَبَالِغٍ. مَنْ تَرَكَهَا كَسْلَانًا فَهُوَ عَاصٍ وَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ.

فَقَدْ اِهْتَمَّ الْإِسْلَامُ وَجَعَلَهَا أَعْظَمَ أَرْكَانِ الدِّيْنِ وَعِمَادِهِ. أَمَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ اَلْمُسْلِمِيْنَ ثَلَاثَةً وَثَمَانِيْنَ مَرَّةً بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ. قَالَ تَعَالٰى. (اَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَأْتُوْا الزَّكَاةَ). اَلصَّلَاةُ فَارِقَةٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ. قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) "اَلْفَارِقُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ الصَّلَاةُ".

اَلصَّلَاةُ أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ وَالطَّاعَاتِ. وَهِيَ أَسَاسُ الْفَوْزِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. قَالَ تَعَالٰى (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِّيْنَ هُمْ فِي صَلٰوتِهِمْ خَاشِعُوْنَ). وَهِيَ مِعْرَاجٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ. قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "اَلصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ." عَلَيْنَا أَنْ نُقِيْمَ الصَّلَاةَ بِاِهْتِمَامٍ وَنُقِيْمَ دُرُوْسَهَا فِي الْمُجْتَمَعِ.

٢- اَلنَّظَافَةُ مِنَ الْإِيْمَانِ

(২. পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ)

اَلنَّظَافَةُ هِيَ طَهَارَةُ الْإِنْسَانِ جِسْمَهُ وَلِبَاسَهُ وَالْأَشْيَاءَ الْأُخْرٰى مِنَ الْوَسَخِ وَالنَّجَسِ . إِنَّ النَّظَافَةَ لَهَا اِهْتِمَامٌ كَبِيْرٌ فِي الْإِسْلَامِ ، فَالنَّبِيُّ (ﷺ) اِهْتَمَّ بِذٰلِكَ وَجَعَلَهَا شَطْرَ الْإِيْمَانِ ، فَقَالَ "اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ" وَكَثِيْرٌ مِنَ الْعِبَادَاتِ لَايَقْبَلُ اللّٰهُ تَعَالٰى إِلَّا بِالنَّظَافَةِ كَالصَّلٰوةِ وَالطَّوَافِ.

لِذَا بَيَّنَ الْإِسْلَامُ طُرُقَ الطَّهَارَةِ وَفَرَائِضَهَا وَوَاجِبَاتِهَا مِثْلَ الْوُضُوْءِ وَالْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ. وَاهْتَمَّ بِالْاِسْتِنْزَاهِ عَنِ الْبَوْلِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) " اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ " وَالْمُطَّهِّرُ مَحْبُوْبٌ عِنْدَ اللهِ ، قَالَ تَعَالٰى : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ).

٣- حُبُّ الْوَطَنِ
(৩. দেশপ্রেম)

اَلْوَطَنُ هُوَ الْمَكَانُ الَّذِيْ يَلِدُ فِيهِ الْإِنْسَانُ ، وَهُوَ يَعِيْشُ عَلٰى أَرْضِهِ وَيَكْبُرُ فِي هَوَائِهِ وَيَأْكُلُ مِنْ غِذَائِهِ .

حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيْمَانِ. كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ سَوَاءً كَانَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيْرًا ، عَالِمًا أَوْ جَاهِلاً، كَاتِبًا أَوْ شَاعِرًا، شَيْخًا أَوْ شَابًّا، صَالِحًا أَوْ فَاجِرًا يُحِبُّ وَطَنَهُ. وَأَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) بَكَى لِوَطَنِهِ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ عِنْدَ الْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَقَالَ " لَوْلَا أُخْرِجْتُ لَمَا خَرَجْتُ".

اَلْحُبُّ لِلْوَطَنِ يَكُوْنُ بِالْقَلْبِ وَالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. فَحُبُّهُ بِالْقَلْبِ يَكُوْنُ عَدَمَ نِسْيَانِهِ وَشُعُوْرِ تَحَيُّرِهِ لِلرُّجُوْعِ إِلَيْهِ. وَالْحُبُّ بِالْقَوْلِ يَكُوْنُ بِبَيَانِ حَسَنَاتِهِ عِنْدَ الآخَرِيْنَ، وَالْحُبُّ بِالْعَمَلِ يَكُوْنُ بِبَذْلِ السَّعْيِ لِتَقَدُّمِهِ وَحِفْظِهِ مِنَ السُّوْءِ وَالْفَسَادِ وَبَذْلِ الْجُهْدِ لِرَفْعِ شَأْنِهِ.

عَلَيْنَا أَنْ نُحِبَّ وَطَنَنَا حُبًّا جَمًّا ، وَنُؤَدِّي الْوَاجِبَاتِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِهِ وَنَسْعَى لِإِرْتِقَاءِ وَطَنِنَا وَنَبْذُلُ جُهْدَنَا لِتَطْهِيْرِهِ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ وَالْمَمْنُوْعَاتِ وَدَفْعِ الْأَعْدَاءِ مِنْهُ.

٤- اَلْبَقَرُ
(৪. গরু)

اَلْبَقَرُ حَيْوَانٌ أَهْلِيٌّ. لَهُ أَرْبَعُ قَوَائِمَ . وَلَهُ عَيْنَانِ سَوْدَوَانِ وَأُذْنَانِ طَوِيْلَتَانِ وَقَرْنَانِ حَادَّتَانِ. وَلَهُ رَأْسٌ كَبِيْرٌ وَذَنَبٌ طَوِيْلٌ يَدْفَعُ بِهِ الذُّبَابَ وَالْبَعُوْضَ وَغَيْرَهُمَا مِن الْهَامَاتِ. وَلَهُ أَسْنَانٌ فِي الْفَكِّ الْأَسْفَلِ. اَلْبَقَرُ يَكُوْنُ بِأَلْوَانٍ مُخْتَلِفَةٍ أَبْيَضُ وَأَسْوَدُ وَأَحْمَرُ وَغَيْرُ ذٰلِكَ.

২০১৮

اَلْبَقَرُ يَأْكُلُ الْعُشْبَ وَالْحَشِيْشَ وَالْخَضْرَوَاتِ وَالنَّبَاتَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ وَيَشْرَبُ الْمِيَاهَ وَفَضْلَاتِ الرُّزِّ الْمَطْبُوْخِ وَالْعَدَسَ. اَلنَّاسُ يَتَّخِذُوْنَ مِنَ الْبَقَرَةِ اللَّبَنَ الَّذِيْ أَنْفَعُ لِلصِّحَّةِ وَتُخْرِجُ مِنْهُ الزُّبْدَةَ وَالسَّمَنَ وَأَصْنَافَ مِن الْحَلْوِيَاتِ اللَّذِيْذَةِ. وَيَأْكُلُوْنَ لَحْمَهُ وَيَسْتَعْمِلُوْن رَوْثَهُ فِي الْمَزَارِعِ وَيَصْنَعُوْنَ بِجِلْدِهِ الْحِذَاءَ وَالْحَقِيْبَةَ وَبِعَظْمِهِ الزُّرَّ وَالْمُشْطَ. وَبِهِ يَزْرَعُ الْفَلاَّحُوْنَ.

يُوْجَدُ الْبَقَرُ فِي بَنْغَلَادِيْش وَالْهِنْدِ وَبَاكِسْتَان وَغَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ. يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُعَامِلَ بِالْبَقَرَةِ مُعَامَلَةً حَسَنَةً. فَلَا نُؤْذِيْهِمْ وَلَا نَتْرُكُهُمْ بِدُوْنِ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.

٥- مَدْرَسَتُنَا

(৫. আমাদের মাদরাসা)

اِسْمُ مَدْرَسَتِنَا "اَلْمَدْرَسَةُ الْعَالِيَةُ الْحُكُوْمِيَّةُ وَهِيَ وَاقِعَةٌ فِي بَخْشِيْ بَازَارْ بِدَاكَا.أُسِّسَتْ هٰذِهِ الْمَدْرَسَةُ فِي عَامِ ١٧٨٠ م فِي كُلْكَتَا ثُمَّ اِنْتَقَلَتْ إِلٰى دَاكَا.

فِي مَدْرَسَتِنَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَلآفِ طَالِبٍ وَعَدَدُ الْمُدَرِّسِيْنَ فِي مَدْرَسَتِنَا سِتُّوْنَ وَعَدَدُ الْمُوَظَّفِيْنَ وَالْعَامِلِيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ. مُدِيْرُ الْمَدْرَسَةِ وَنُوَّابُهَا عُلَمَاءُ كِبَارٌ وَالْمُدَرِّسُوْنَ كُلُّهُمْ أَصْحَابُ الْخِبْرَةِ وَالْمَهَارَةِ.

لِمَدْرَسَتِنَا خَمْسَةُ عَمَائِرَ لِكُلٍ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَدْوَارٍ - ثَلَاثَةٌ مِنْهَا دِرَاسِيَّةٌ وَإِثْنَانِ مِنْهَا سَكَنٌ لِلطُّلاَّبِ. يَسْكُنُ فِيْ سَكَنِ الطُّلاَّبِ حَوَالِيْ أَرْبَعُ مِائَةِ طَالِبٍ، أَمَامَ الْمَدْرَسَةِ مَلْعَبٌ وَاسِعٌ وَلَهَا مَسْجِدَانِ كَبِيْرَانِ.

يُوْجَدُ فِي الْمَدْرَسَةِ جَمِيْعُ الصُّفُوْفِ مِنَ الأِبْتِدَائِيَّةِ إِلَى الْكَامِلِ. وَيُوْجَدُ هُنَاكَ قِسْمُ الْعُلُوْمِ مِنَ الصَّفِّ التَّاسِعِ إِلٰى الصف الْعَالِمِ.

نَتَائِجُ مَدْرَسَتِنَا جَيِّدَةٌ جِدًّا فِي كُلِّ سَنَةٍ، مَدْرَسَتُنَا مِنْ أَحْسَنِ الْمَدَارِسِ الدِّيْنِيَّةِ فِى الْبِلَادِ لِهٰذَا نَفْتَخِرُ بِهَا وَنَسْعَى لِتَقَدُّمِهَا وَنَدْعُوْ إِلٰى اللهِ اَنْ يَتَقَبَّلَهَا.

২০১৮

٦- اَلدِّرَاسَةُ
(৬. অধ্যাবসায়)

إِنَّ الدِّرَاسَةَ مُهِمَّةٌ جِدًّا فِي حَيَاةِ الْإِنْسَانِ . فَإِنَّ الْعُلُوْمَ وَالْفُنُوْنَ مَكْنُوْزَةٌ فِي الْكُتُبِ وَلَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا إِلَّا بِالدِّرَاسَةِ.

مَنْ يَدْرُسُ كَثِيْرًا يَحْصُلُ لَهُ الْعُلُوْمُ الْجَدِيْدَةُ وَيُوَسِّعُ سَمَاءُ فِكْرِهِ وَمَنْ لَمْ يَدْرُسِ الْكُتُبَ فَهُوَ يَبْقٰى جَاهِلًا عَنِ الْحَقِّ وَالْحَقِيْقَةِ .قَدْ أَمَرَ االلّٰهُ تَعَالٰى بِالدِّرَاسَةِ بِقَوْلِهِ ﴿اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ﴾ وَاهْتَمَّ النَّبِيُّ (ﷺ) بِالدِّرَاسَةِ أَيْضًا فَقَالَ : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ" .

٧- اَلْقُرْآنُ الْكَرِيْمُ
(৭. কুরআনুল কারীম)

أَنْزَلَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى الْقُرْآنَ الْكَرِيْمَ هُدًى لِلنَّاسِ ، قَالَ تَعَالٰى : (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ) وَالْقُرْآنُ يُخْرِجُ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلٰى النُّوْرِ، وَقَالَ تَعَالٰى : (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلٰى النُّوْرِ) الْقُرْآنُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَبَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ.

إِنَّه أَفْضَلُ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ، وَهُوَ كِتَابٌ أَعْجَزَ الإِنْسَانَ عَنِ الْإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ، وَهُوَ أَصَحُّ الْكُتُبِ فِي الدُّنْيَا كُلِّهَا، وَهُوَ الْكِتَابُ الَّذِيْ لَا رَيْبَ فِيْهِ ، وَخَيْرُ النَّاسِ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامَ : " خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ". عَلَيْنَا أَنْ نَقْرَأَ الْقُرْآنَ مُرَتِّلاً وَنَفْهَمَ مَعْنَاهُ وَنَعْمَلَ بِه.

২০১৮

শিক্ষক নির্দেশিকা

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবই যতই ভাল হোক না কেন তার উদ্দেশ্য সাধন অনেকাংশে শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল। তাই বইটি পাঠদানের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক নিম্নবর্ণিত কতগুলো বিষয়ে যত্নবান হবেন বলে আশা করি।

* সর্বপ্রথম সিলেবাস বা পাঠ্যসূচি ভালভাবে পড়ে নিবেন।
* বছরের শুরুতেই বইটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একবার পড়বেন।
* বইটিতে মোট পাঁচটি বাব বা অধ্যায় রয়েছে। ছরফ, নাহু, অনুবাদ, চিঠি ও আবেদন পত্র এবং ইনশা। প্রত্যেক সেমিষ্টারে ৫টি বাব থেকে যৌক্তিক অংশ পাঠদান করার জন্য বছরের শুরু থেকেই পাঠ পরিকল্পনা গ্রহণ করে পাঠদান করতে হবে।
* ছরফের ক্লাসে তাহকীক এবং নাহু ও অনুবাদের ক্লাসে সাধ্যমত তারকীবের গুরুত্ব দেবেন।
* শিক্ষার্থীর পাঠ বুঝার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করবেন। প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো মুখস্ত করাবেন।
* কাওয়াইদ অংশের প্রত্যেকটি পাঠ পড়ানোর জন্য প্রথমত উদাহরণগুলো এমনভাবে বুঝাবেন, যাতে শিক্ষার্থীরা প্রদত্ত কাওয়াইদ সহজে চিনতে ও বুঝতে পারে। অতঃপর কাওয়াইদ সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে সাধ্যমত বইয়ে প্রদত্ত উদাহরণের বাইরেও উদাহরণ বোর্ডে লিখে বুঝানোর চেষ্টা করবেন।
* নিয়ম (قاعـدة) বুঝানো ও আলোচনার পর শিক্ষার্থীদেরকে নিজেদের পক্ষ থেকে উদাহরণ পেশ করতে বলবেন।
* এমন কিছু বাড়ির কাজ দেবেন যাতে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ও উদ্ভাবন করার মত দক্ষতা তৈরি হয়।
* কুরআন ও হাদীসের উদাহরণ ব্যবহার করার প্রতি অভ্যাস তৈরি করতে সচেষ্ট হবেন।
* শিক্ষার্থীদের এমনভাবে ক্লাস ওয়ার্ক ও হোম ওয়ার্ক দেবেন যাতে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ সম্পাদন করে।
* বেশি বেশি ব্লাকবোর্ড ব্যবহারের মাধ্যমে সহজভাবে পাঠ উপস্থাপন করবেন।
* আরবি ব্যাকরণ এর ক্লাসে মাঝে মধ্যে আরবি ভাষার বই ব্যবহার করবেন এবং তা থেকে নির্দিষ্ট قاعدة বের করতে বলবেন।
* শিক্ষার্থীদের উৎসাহদান করে পড়াবেন।

تمت بالخير



রাতের কিছু অংশ জ্ঞান অর্জন করা সারা রাত্রি জাগরণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

—আল হাদিস

শিক্ষাই দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে

—মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত এবং

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত